যে সহিষ্ণুতা, তাহাই সাধুদের লক্ষণ—'এতাবান্ সাধুবাদোহি তিতিক্ষেতেশ্বরঃ স্বয়ম্'। ১

৬—৯ অধ্যায়

বিশ্বরূপ, বৃত্রজন্ম

তৎপর দক্ষের ষাটটি কন্যা হয়, তন্মধ্যে ত্রয়োদশটী তিনি মহর্ষি কশ্যপকে দান করেন। ইহার মধ্যে একটী অদিতি। অদিতির গর্ভে যে সকল পুত্র হয়, তাহার মধ্যে একটীর নাম ত্বষ্টা। একদা দেবরাজ ইন্দ্র স্ত্রী শচীসহ সিংহাসনে আসীন, দেবগুরু বৃহস্পতি সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া আসন হইতে অভ্যুত্থান প্রণামাদি কোন সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। বৃহস্পতি বিমনা হইয়া সভাক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইন্দ্র অনুতপ্ত হইয়া বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। অসুরেরা সুযোগ বুঝিয়া স্বর্গ আক্রমণ করিয়া দেবতাদিগকে বিধ্বস্ত করিল। দেবতারা ব্রহ্মার নিকট গেলে তিনি বলিলেন, ত্বরায় ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে গুরুত্বে বরণ কর, তিনি ব্যতীত আর কেহ তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। বিশ্বরূপ বৃত হইলেন, কিন্তু দেবতাদিগের যজ্ঞে তিনি গোপনে নিজ মাতৃকুল অসুরগণকে যজ্ঞের ভাগ দিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদ করিলেন। ত্বষ্টা পুত্রবধের সংবাদ শুনিয়া ইন্দ্রকে বধ করার জন্য যজ্ঞে আহুতি দিয়া বৃত্রাসুর নামে এক ভীষণদর্শন অসুর উৎপন্ন করিলেন। লোকসকল ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। দেবতারা ঐ অসুরের প্রতি দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, সেই অসুর সকল অস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিল। ভীত হইয়া দেবতারা বিষ্ণুর স্তব করিলেন। বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,

মঘবন্ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চমৃষিসত্তমম্।
বিদ্যাব্রততপঃসারং গাত্রং যাচত মা চিরং॥ ৬।৯।৫১

—ইন্দ্র, তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা সত্বর গিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ দধীচির নিকট বিদ্যা ব্রত ও তপস্যা দ্বারা সুদৃঢ় তাঁহার গাত্রাস্থি প্রার্থনা কর।

ঐ অস্থিদ্বারা বিশ্বকর্ম্মা যে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিবেন, সেই অস্ত্রেই তুমি বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিতে পারিবে।

১০—১৩ অধ্যায়
দধীচি, বৃত্র, ইন্দ্র, নহুষ

দেবতারা মহর্ষি দধীচির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রার্থনা জানাইলেন। ঋষি বলিলেন, মৃত্যুর যাতনা দুঃসহ, দেহও জীবগণের অতিশয় প্রিয়, আমি কেন উহা তোমাদিগকে দান করিব?—দেবতারা বলিলেন, আপনার ন্যায় দয়াবান্ মহাপুরুষগণের পরহিতের জন্য দুস্ত্যজ কি আছে? তখন দধীচি বলিলেন—

ধর্ম্মং বঃ শ্রোতুকামেন যূয়ং মে প্রত্যুদাহৃতাঃ।
এষ বঃ প্রিয়মাত্মানং ত্যজন্তং সংত্যজাম্যহম্॥
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্মর্ত্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ॥ ৬।১০।৭, ১০

—আপনাদের নিকট ধর্ম্ম শুনিবার ইচ্ছায় ঐরূপ কথা বলিয়াছি। এই দেহ আমার অত্যন্ত প্রিয় হইলেও একদিন ইহা আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। আমি ইহাকে এখনই ত্যাগ করিতেছি। অহো, কি দৈন্যের, কি কষ্টের কথা, যদি ক্ষণভঙ্গুর পদার্থাদি দ্বারা লোকের উপকার না হয়।

দধীচি এই বলিয়া স্বীয় আত্মাকে পরব্রহ্মে স্থাপন করিয়া কলেবর ত্যাগ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সেই মুনির ত্যক্ত অস্থিদ্বারা এক বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন। তখন ত্রেতাযুগের প্রাক্‌কালে সত্যযুগে নর্ম্মদাতীরে দেবাসুরে এক ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে এক সময়ে অসুরগণকে পলায়মান দেখিয়া বৃত্র বলিল,—

জাতস্য মৃত্যুর্ধ্রুব এব সর্ব্বতঃ প্রতিক্রিয়া যস্য ন চেহ ক্ৢপ্তা।
লোকো যশশ্চাথ ততো যদি হ্যমুং কো নাম মৃত্যুং ন বৃণীত যুক্তম্॥
দ্বৌ সম্মতাবিহ মৃত্যু দুরাপৌ যদ্ ব্রহ্মসন্ধারণয়া জিতাসুঃ।
কলেবরং যোগরতো বিজহ্যাদ্ যদগ্রণীর্বীরশয়েঽনিবৃত্তঃ॥ ৬।১০।৩২, ৩৩

—জন্মিলে মৃত্যু অলঙ্ঘনীয়। এই মৃত্যু হইতে যদি ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গলাভের সম্ভাবনা থাকে, কোন্ বুদ্ধিমান তাহাকে বরণ না করিবে? হে অসুরগণ, দুই প্রকার মৃত্যু দুষ্প্রাপ্য অথচ বাঞ্ছনীয়—যোগরত হইয়া, আর যুদ্ধক্ষেত্রে সেনার অগ্রভাগে থাকিয়া।

ইন্দ্র ও বৃত্র পরস্পর সম্মুখীন হইলে বৃত্র তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার গুরু আমার ভ্রাতা ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে হত্যা করিয়াছ, আজ এই শূলদ্বারা তোমার হৃদয় ছিন্ন করিয়া আমি অঋণী হইব, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আর যদি তুমিই দধীচির অস্থি নির্ম্মিত এই দারুণ কুলিশদ্বারা আমার মস্তক ছেদন কর, তবে—

তত্রানৃণো ভূতবলিং বিধায় মনস্বিনাং পাদরজঃ প্রপৎস্যে॥
নন্বেষ বজ্রস্তব শক্র তেজসা হরের্দধীচস্তপসা চ তেজিতঃ।
তেনেব শত্রুং জহি বিষ্ণুযন্ত্রিতো যতো হরির্বিজয়ঃ শ্রীর্গুণাস্ততঃ॥
অহং সমাধায় মনো যথাহ সঙ্কর্ষণস্তচ্চরণারবিন্দে।
ত্বদ্বজ্ররংহোলুলিতগ্রাম্যপাশো গতিং মুনের্যাম্যপবিদ্ধলোকঃ॥
পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং স্বকানাং যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্।
ন রাতি যদ্দ্বেষ উদ্বেগ আধির্ম্মদঃ কলির্ব্যসনং সংপ্রয়াসঃ॥
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে॥
অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরা ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥

—এই দেহ ভূতগণকে উপহার দিয়া মনস্বিপাদরজঃ প্রাপ্ত হইব। হে শক্র, তোমার এই বজ্র শ্রীহরির তেজ ও দধীচির তপস্যাদ্বারা তেজস্বান্ হইয়া আছে, ইহা দ্বারা আপন শত্রুকে বধ কর। তুমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিয়োজিত। যেখানে হরি, সেখানেই বিজয় শ্রী ও সকল গুণ বর্ত্তমান। আমি সঙ্কর্ষণের চরণে চিত্ত সমাহিত করিয়া তোমার বজ্রবলে বিষয়রূপ পাশ ছিন্ন

করিয়া মুনিগণের গতি লাভ করিব। তাঁহার একান্ত ভক্তগণকে তিনি কখনও স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলের কোন সম্পদ দেন না। সম্পদ, দ্বেষ উদ্বেগ মত্ততা বিষাদ মনঃপীড়ারই কারণ। হে প্রভু, তোমাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গ ধ্রুবলোক ব্রহ্মার পদ সার্ব্বভৌমত্ব রসাতলের আধিপত্য যোগসিদ্ধি এমন কি মোক্ষও আকাঙ্ক্ষা করি না। অজাতপক্ষ বিহঙ্গ বা ক্ষুদ্র বৎসগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মাতার জন্য, বা পতিবিরহিণী স্ত্রী প্রবাসগত পতির জন্য, যেমন উৎকণ্ঠিত হয়, হে পদ্মপলাশলোচন, তোমাকে দেখিবার জন্য আমি তেমনই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। ৬।১১।১৮, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৬

এই বলিয়া বৃত্র প্রলয়কালীন বহ্নি সদৃশ নিজ শূল বেগে ঘূর্ণিত করিয়া মহেন্দ্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। বজ্রধর ইন্দ্র তখন শতপর্ব্বা বজ্রদ্বারা সেই শূল ও তৎসহ বৃত্রের এক বাহুও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সেই প্রহারবেগে বজ্র ইন্দ্রের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। ইন্দ্র ঐ বজ্র তুলিয়া নিতে লজ্জিত হইতেছেন দেখিয়া—

তমাহ বৃত্রো হর আত্তবজ্রো জহি স্বশত্রুং ন বিষাদকালঃ ॥ ৬।১২।৬

—বৃত্র তাহাকে বলিল, তুমি নিজ বজ্র পুনঃ গ্রহণ করিয়া শত্রুকে বধ কর, এখন বিষাদের সময় নহে।

দেখ, এই জড়দেহ জয় পরাজয়ের কারণ নহে। সমস্ত লোক, জালবদ্ধ বিবশ পক্ষী, দারুময়ী নারী, অথবা পত্রময় মৃগের ন্যায় ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন।—

তস্মাদকীর্ত্তিযশসোর্জয়াপজয়য়োরপি।
সমঃ স্যাৎ সুখদুঃখাভ্যাং মৃত্যুজীবিতয়োস্তথা॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্নাত্মনোগুণাঃ।
তত্র সাক্ষিণমাত্মানং যো বেদ স ন বধ্যতে॥
প্রাণগ্লহোঽয়ং সমর ইষ্বক্ষো বাহনাসনঃ।
অত্র ন জ্ঞায়তেঽমুষ্য জয়োঽমুষ্য পরাজয়ঃ॥ ৬।১২।১৪, ১৫, ১৭

—অতএব অকীর্ত্তি অযশ জয় পরাজয় সুখ দুঃখ জীবন মৃত্যুতে সমভাক হইবে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রকৃতির গুণ, আত্মার নহে, আত্মা তাহার সাক্ষিমাত্র, এইরূপ যে জানে সে বদ্ধ হয় না। আমাদের এই যুদ্ধ দ্যূতক্রীড়ার তুল্য, প্রাণ ইহাতে পণ, শরসমূহ পাশা, হস্তী অশ্বাদি বাহনগণ ইহার ফলক। কখন কাহার জয় কাহার পরাজয় হইবে, কিছুই জানা যায় না।

ইন্দ্র তখন দৈত্যরাজের ঐ বাক্যসমূহ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং বলিলেন,—

> অহো দানব সিদ্ধোঽসি যস্য তে মতিরীদৃশী।
> ভক্তঃ সর্ব্বাত্মনাত্মানং সুহৃদং জগদীশ্বরম্॥
> যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
> বিক্রীডতোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃ খাতকোদকৈঃ॥ ৬।১২।১৯, ২২

—হে দানব, তুমি সিদ্ধ হইয়াছ, কারণ, তোমার এরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে। সকল ভূতের আত্মা ও সুহৃদ জগদীশ্বরে তুমি অনুরক্ত হইয়াছ। মুক্তির অধিপতি শ্রীহরিতে যাহার ভক্তি, সে অমৃত সমুদ্রে বিহার করে, ক্ষুদ্র গর্ত্তস্থ জলরূপ স্বর্গাদিতে তাহার প্রয়োজন কি?

বজ্রপ্রহারে বৃত্রের দ্বিতীয় বাহুও ছিন্ন হইল। দানবরাজ তখন দুই হনুর সাহায্যে ভূতলে বসিয়া ভীষণ মুখ ব্যাদান করিয়া ঐরাবত সহ ইন্দ্রকে উদরস্থ করিয়া ফেলিল। ইন্দ্র নারায়ণ-কবচবলে বৃত্রের কুক্ষিদেশ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইয়া ঐ মহাশত্রুর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বৃত্রের দেহনিষ্ক্রান্ত জ্যোতি শ্রীভগবানে গিয়া মিলিত হইল।

বৃত্রবধজনিত ব্রহ্মহত্যায় ভীত হইয়া ইন্দ্র স্বর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। অবশেষে তিনি মানসসরোবরে এক পদ্মতন্তু মধ্যে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। ইন্দ্রের অনুপস্থিতি কালে রাজা নহুষ স্বর্গলোক শাসন করেন, কিন্তু কোন গুরুতর অপরাধে তিনি অগস্ত্যশাপে স্বর্গ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া অজগরসর্পত্ব প্রাপ্ত হন। দেবতারা তখন ইন্দ্রকে অভয় দিয়া লইয়া আসেন, এবং অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হন।

১৪—১৭ অধ্যায়

চিত্রকেতু, নারদ, মহাদেব, পার্ব্বতী

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন, অসুর বৃত্রের কিরূপে ভগবান নারায়ণে এরূপ দৃঢ়া মতি হইল?—শুকদেব

বলিলেন, মহারাজ, শূরসেন দেশে চিত্রকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বহু পত্নী ছিল, তথাপি তিনি অপুত্রক। একদিন মহর্ষি অঙ্গিরা যদৃচ্ছা পর্য্যটন করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা বিধিমত ঐ মহর্ষির পূজা করিলেন। অঙ্গিরা জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, তোমার কুশল ত? তোমার মুখমণ্ডল বিবর্ণ দেখিতেছি কেন?—রাজা বলিলেন, ভগবন্, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি আপনার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছি। অপুত্রকতাবশতঃ ঐশ্বর্য্য সম্পদাদি আমাকে কিছুমাত্র সুখী করিতে পারিতেছে না। আপনি কৃপা করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণসহ আমাকে এই আসন্ন নরকভোগ হইতে উদ্ধার করুন।—রাজার প্রার্থনায় ঋষি এক যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞশেষ রাজার প্রধানা মহিষী কৃতদ্যুতিকে প্রদান করিলেন। কাল পূর্ণ হইলে সেই গর্ভে একটী বালক জন্ম গ্রহণ করিল। মহিষীর সপত্নীগণ বিদ্বেষবশে ঐ পুত্রকে গোপনে বিষপ্রদান করিয়া হত্যা করিল। রাজপুরীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। ঐ সময়েই মহর্ষি অঙ্গিরা শ্রীনারদকে লইয়া অবধূতবেশে পুনরায় আসিয়া ঐ রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা বলিলেন, আপনারা মহতেরও মহীয়ান্ দুই মহাত্মা কে?—তখন অঙ্গিরা পরিচয় দিয়া বলিলেন, রাজন্, আমি তোমাকে পরম জ্ঞান প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া কিছুকাল পূর্ব্বে তোমার গৃহে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তখন পুত্র প্রার্থনা করায় তোমাকে এক পুত্র দিয়াছিলাম। রাজন্, এখন ত বুঝিলে স্ত্রীপুত্রাদি সকলই কেবল সন্তাপদায়ক, গন্ধর্ব্বনগরতুল্য, ইহাদের কোন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই।—

তস্মাৎ স্বস্থেন মনসা বিমৃশ্য গতিমাত্মনঃ।
দ্বৈতে ধ্রুবার্থবিশ্রম্ভং ত্যজোপশমমাবিশ॥ ৬।১৫।২৬

—অতএব সুস্থচিত্তে আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া শ্রীভগবান্ ব্যতীত কোন বস্তু সত্য হইতে পারে এই ধারণা সর্ব্বথা ত্যাগ কর, তাহাতেই শান্তি লাভ হইবে।

তখন নারদ মৃত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে জীবাত্মন্,

দেখ, তোমার পিতামাতা বান্ধবগণ তোমার বিয়োগে কিরূপ সন্তপ্ত। তুমি এই পরিত্যক্ত দেহে প্রবেশ করিয়া পিতার রাজ্য-সম্পদ ভোগ কর। জীব বলিল, কর্ম্মবশে আমি তো বহু যোনি ভ্রমণ করিলাম, ইঁহাবা কোন্ জন্মে আমার পিতামাতা ছিলেন? জীব যতদিন দেহে থাকে, ততদিনই মাত্র দেহের উৎপাদনকারীর সঙ্গে তাহাব একটা দৈহিক সম্বন্ধ থাকে—

নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্বঃ পরোঽপি বা।
একঃ সর্ব্বধিয়াং দ্রষ্টা কর্ত্তৄণাং গুণদোষযোঃ॥ ৬।১৬।১০

—জীবের প্রিয় বা অপ্রিয়, আপন বা পর কেহ নাই। সে একক, গুণদোষকারীদিগের বিবিধ বুদ্ধির সাক্ষী মাত্র।

সে ভোগেব সাক্ষী মাত্র, ভোক্তা নহে।—এই বলিয়া ঐ জীবাত্মা তথা হইতে প্রস্থান কবিয়া গেল। চিত্রকেতু শোক ত্যাগ করিলেন, এবং কালিন্দীব জলে স্নান কবিয়া তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। নাবদ তাঁহাকে এক বিদ্যা প্রদান করিলেন, সাতদিন ঐ বিদ্যা অভ্যাস কবিয়া চিত্রকেতু বিদ্যাধবত্ব লাভ করিলেন। মনোগতি লাভ কবিযা সেই বাজা ভগবান্ শেষদেবের সমীপে গিয়া তাঁহার দর্শন লাভে ধন্য হইলেন। ঐ বাজা স্বর্গধামে যথেচ্ছ ভ্রমণ কবিতে কবিতে একদিন কৈলাসপতি মহাদেবকে দেখিলেন, দেবতা ও ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া পার্ব্বতীকে বামক্রোড়ে লইয়া তিনি বসিয়া আছেন। গর্ব্বমত্ত ঐ বিদ্যাধর চিত্রকেতু বলিয়া উঠিলেন, কি পবিতাপ, ইনি লোকগুরু, অথচ নির্লজ্জেব ন্যায় সর্ব্বসমক্ষে স্বীয় পত্নীকে ক্রোড়ে নিয়া বসিয়া আছেন।—উমা ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, তুমি অসুরযোনি প্রাপ্ত হও। চিত্রকেতু বিমান হইতে অবতরণ করিয়া অবনতমস্তকে বলিলেন, দেবি, আপনার অভিশাপ আমি অঞ্জলি পাতিয়া গ্রহণ করিলাম—

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ কঃ শাপঃ কোন্বনুগ্রহঃ।
কঃ স্বর্গো নরকঃ কো বা কিং সুখং দুঃখমেব বা॥ ৬।১৭।২০

—সংসার গুণসকলের ধারাবাহী প্রবাহ মাত্র, ইহাতে শাপই বা কি, আর অনুগ্রহই বা কি, স্বর্গই বা কি, আর নরকই বা কি, সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি ?

তখন মহাদেব বলিলেন, দেবি, বিষ্ণুভক্তদিগের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিলে ত ?

নহ্যস্যাস্তি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়ঃ স্ব পরোঽপি বা ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভূতপ্রিয়ো হরিঃ ॥ ৬।১৭।৩৩

—তাহার প্রিয় অপ্রিয় আপন পর এইরূপ কোন ভেদবুদ্ধি নাই। কারণ, আত্মা সর্ব্বভূতেই আছেন এবং হরি সর্ব্বভূতেরই প্রিয়।

তারপর চিত্রকেতু দানবযোনি লাভ করিয়া ত্বষ্টার যজ্ঞে উৎপন্ন হইয়া 'বৃত্র' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

[১৮ অধ্যায়ে প্রধানতঃ মরুদ্‌গণের জন্মবৃত্তান্ত ও ১৯ অধ্যায়ে পুংসবন ব্রতকথা বর্ণিত হইয়াছে]

সপ্তম স্কন্ধ

১—৪ অধ্যায়

হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্, শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, তবে তিনি ইন্দ্রের জন্য কেন হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতি দৈত্যগণকে বধ করিলেন ?—ঋষি বলিলেন, রাজন্, তুমি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তিনি সত্ত্বগুণপ্রধান দেবগণকে বর্দ্ধিত করেন, রজঃ ও তমঃপ্রধান অসুরগণকে বিনাশ করেন। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দেবপ্রীতি বা অসুরদ্বেষ নাই। রাজসূয় যজ্ঞে চেদিরাজ শিশুপালকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদকে ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। নারদ যাহা বলিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তোমাকে তাহাই বলিব।

নারদ বলিলেন, রাজন্, নিন্দাস্তবাদি বৈষম্য-জ্ঞান এবং অহং-মমত্ব রূপ অভিমান এই দেহেই নিবদ্ধ। অখিলাত্মা পরমেশ্বরের ঐরূপ কোন ভেদজ্ঞান নাই। তিনি জীবের হিতার্থে তাহাকে দণ্ড দেন। বৈরিতা ভয় ভক্তি স্নেহ কাম দ্বারা বা অন্য যে কোন উপায়েই হউক, তাঁহাতে যুক্ত হইবে। কোন এক উপায় অন্য উপায়ের বিরোধী, এরূপ মনে করিবে না—

যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥ ৭।১।২৬

—নিরন্তর শ্রীভগবানের প্রতি শত্রুভাব পোষণ দ্বারা মানুষ যেমন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, এমন কি ভক্তিযোগ দ্বারাও তেমন হয় না, ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা।

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥ ৭।১।২৭

—ভিত্তিছিদ্রে ভ্রমর কর্ত্তৃক রুদ্ধ তৈলপায়ী কীট ভয়বশতঃ একান্ত মনে নিয়ত ভ্রমরকে স্মরণ করিতে করিতে সেই ভ্রমরের রূপ প্রাপ্ত হয়।

গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ৭।১।৩০

—হে রাজন্, গোপীগণ প্রণয়, কংস ভয়, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণ দ্বেষ, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ, তোমরা স্নেহ এবং আমরা ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

বৈরিতাবশতঃ প্রতিক্ষণ তাঁহার অনুচিন্তন দ্বারা, আবার ভয় বল, স্নেহ বল, ভক্তি বল, এই সব ভাবের দ্বারা, তাঁহাতে মন আবিষ্ট করিয়া, তৎফলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া, অনেকে তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বেণ রাজার (৫৬-৫৭ পৃঃ দেখুন) উক্ত পাঁচটী ভাবের একটীও ছিল না।—

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ। ৭।১।৩২

—অতএব যে কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণে মন নিবিষ্ট করিবে।

শিশুপাল ও দন্তবক্র তোমাদের মাতৃস্বসার পুত্র বিষ্ণুর পার্ষদ ছিল, ব্রহ্মশাপে স্বপদচ্যুত হইয়াছিল (৪১-৪২ পৃঃ দেখুন)। ঐ

পার্ষদদ্বয় প্রথম জন্মে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু, দ্বিতীয় জন্মে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এবং তৃতীয় বা শেষ জন্মে তোমাদের ঐ দুই মাতৃস্বসেয়রূপে জন্ম লাভ করে। বৈরিতাজনিত নিয়ত তীব্র মনন দ্বারা তাহারা পরিশেষে বিষ্ণুসমীপে পুনরায় নীত হয়।—

যুধিষ্ঠির শ্রীনারদকে বলিলেন, ভগবন্, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর উদ্ধার বৃত্তান্ত বিস্তারিত বলুন।

নারদ বলিলেন, অসুর হিরণ্যাক্ষ শ্রীহরিকর্ত্তৃক নিহত হইলে (৪১ পৃঃ দেখুন) দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু রোষানলে প্রদীপ্ত হইয়া ভীষণ অনুচরগণের সাহায্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিধ্বস্ত করিয়া দিল। মাতা ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতৃপুত্রগণকে ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের শোকে রোদন করিতে দেখিয়া সে বলিল, শত্রুহস্তে মৃত্যু বীরের পক্ষে ত শ্লাঘার বিষয়, তবে তোমরা কেন রোদন করিতেছ? আর দেখ,—

ভূতানামিহ সংবাসঃ প্রপায়ামিব সুব্রতে।
দৈবেনৈকত্র নীতানামুন্নীতানাং স্বকর্ম্মভিঃ॥
নিত্য আত্মাব্যয়ঃ শুদ্ধঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্ববিৎ পরঃ।
ধত্তেঽসাবাত্মনোলিঙ্গং মায়য়া বিসৃজন্ গুণান্॥
যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোঽপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে চলতীব ভূঃ॥
এবং গুণৈর্ভ্রাম্যমাণেন মনস্যবিকলঃ পুমান্।
যাতি তৎসাম্যতাং ভদ্রে হ্যলিঙ্গো লিঙ্গবানিব॥
এষ আত্মবিপর্য্যাসো হ্যলিঙ্গে লিঙ্গভাবনা।
এষ প্রিয়াপ্রিয়ৈর্যোগো বিয়োগঃ কর্ম্মসংসৃতিঃ॥
সম্ভবশ্চ বিনাশশ্চ শোকশ্চ বিবিধঃ স্মৃতঃ।
অবিবেকশ্চ চিন্তা চ বিবেকাস্মৃতিরেব চ॥ ৭।২।২১-২৬

—হে সুব্রতে, ভূতগণের এখানে অবস্থান পানীয়শালায় অবস্থানের ন্যায়; দৈবের দ্বারা একত্র আনীত, আবার স্বকর্ম্মদ্বারা অন্যত্র নীত হয়। আত্মা নিত্য অব্যয় শুদ্ধ সর্ব্বগত সর্ব্বজ্ঞ দেহাতীত। আত্মা মায়াবশে সুখ দুঃখাদি গুণ সকল স্বীকার করিয়া দেহ ধারণ করেন। জল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষ সকলও চঞ্চল বলিয়া মনে হয়, চক্ষু ভ্রাম্যমাণ হইলে ভূমিও

ভ্রমণ করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। মন সুখদুঃখাদি গুণদ্বারা বিক্ষিপ্ত হইলে অশরীরী আত্মাকে মনের ন্যায় বিক্ষেপগ্রস্ত শরীরী বলিয়া বোধ হয়। আত্মা দেহাতিরিক্ত হইয়াও তাহার যে দেহাভিমান হয়, ইহাই সকল বিপর্য্যয় ঘটায়। ইহাই প্রিয়াপ্রিয়ের যোগ বিয়োগ ও সংসারের কারণ, ইহা হইতেই জন্ম মৃত্যু রোগ শোক অবিবেক চিন্তা ও বিবেকের বিস্মৃতি হইয়া থাকে।

হিরণ্যকশিপু বলিতে লাগিলেন, এ বিষয়ে তোমাদিগকে এক পুরাতন কাহিনী বলিব।—উশীনর দেশে সুযজ্ঞ নামে এক বিখ্যাত রাজা শত্রুগণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলেন। আত্মীয়েরা তাঁহার মৃতদেহ বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। তখন যমরাজ বালকবেশে আসিয়া বলিলেন, এই বয়স্ক ব্যক্তিগণের মোহ দেখ—

যত্রাগতস্তত্রগতং মনুষ্যং স্বয়ং সধর্ম্মা অপি শোচন্ত্যপার্থম্। ৭।২।৩৭

—এ ব্যক্তি যেখান হইতে আসিয়াছিল সেখানেই ফিরিয়া গিয়াছে; ইহারা তাহারই মত গতায়াতধর্ম্মী হইয়াও তাহার জন্য অনর্থক শোক করিতেছে।

তস্যাবলাঃ ক্রীড়নমাহুরীশিতুশ্চরাচরং নিগ্রহসংগ্রহে প্রভুঃ॥
পথি চ্যুতং তিষ্ঠতি দিষ্টরক্ষিতং গৃহে স্থিতং তদ্বিহতং বিনশ্যতি।
জীবত্যনাথোঽপি তদীক্ষিতে বনে গৃহেঽভিগুপ্তোঽস্য হতো ন জীবতি॥
যথানলো দারুষু ভিন্ন ঈয়তে যথানিলো দেহগতঃ পৃথক্‌স্থিতঃ।
যথা নভঃ সর্ব্বগতং ন সজ্জতে তথা পুমান্ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ পরঃ॥ ৭।২।৩৯, ৪০, ৪৩

—হে অবলাগণ, এই চরাচর বিশ্ব তাঁহারই ক্রীড়নক মাত্র, তিনিই পালনের ও সংহারের প্রভু। পথে পতিত বস্তুও দৈব কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, আবার গৃহে স্থিত সুরক্ষিত বস্তুও দৈবহত হইয়া বিনষ্ট হয়। অরণ্যস্থিত অসহায় ব্যক্তিও তিনি ইচ্ছা করিলে বাঁচে, আর তিনি বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিলে গৃহাভ্যন্তরে সুরক্ষিত ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়। অগ্নি যেমন কাষ্ঠের অভ্যন্তরে থাকিলেও স্বতন্ত্র সত্ত্বান্বিত, বায়ু যেমন দেহের অন্তরে থাকিয়াও দেহ হইতে পৃথক্, আকাশ যেমন সর্ব্বতঃ ব্যাপ্ত থাকিয়াও কিছুর সহিতই যুক্ত নহে, সেইরূপ দেহগত আত্মা সকল গুণের আশ্রয় হইয়াও গুণাতীত থাকেন।

যম বলিলেম, আমি তোমাদিগকে একটী কাহিনী বলি। এক পক্ষিমিথুন বনে বিচরণ করিতেছিল। পক্ষিণী এক কালান্তক ব্যাধের জালে আবদ্ধ হইল। পক্ষী তাহার নিকটস্থ হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। সেই অবসরে ঐ ব্যাধ ঐ পক্ষীকে শরবিদ্ধ করিয়া নিহত করিল। তোমরা সেইরূপ যম কর্ত্তৃক আবদ্ধ এই রাজার জন্য রোদন করিতেছ। জান না যে মৃত্যু তোমাদের প্রতিও সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে সর্ব্বদা উদ্যত হইয়া আছে।—এই কথা শুনিয়া সকলেই সচকিত হইয়া শোক ত্যাগ করিয়া সেই রাজার প্রেতকৃত্যাদি সম্পন্ন করিল। বালকবেশী যমরাজ অন্তর্হিত হইলেন।—হিরণ্যকশিপু বলিলেন,

অতঃ শোচত মা যূয়ং পরঞ্চাত্মানমেব বা।
ক আত্মা কঃ পরোবাত্র স্বীয়ঃ পারক্য এব বা।
স্বপরাভিনিবেশেন বিনাঽজ্ঞানেন দেহিনাম্॥ ৭।২।৬০

—অতএব তোমরা আপনার বা অপর কাহারও জন্য শোক করিও না। আপনই বা কে? পরই বা কে? অজ্ঞানতা ব্যতীত দেহীর 'ইনি পর' আর 'ইনি আপন' এরূপ গণনা হইতে পারে না।

মাতা দিতি পুত্রবধূসহ পুত্রশোক ত্যাগ করিয়া চিত্ত স্থির করিলেন।

হিরণ্যকশিপু অজর ও অমর হইতে ইচ্ছা করিয়া মন্দর-গুহায় অতি ভীষণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। দেবগণ সন্ত্রস্ত হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ব্রহ্মা আসিয়া তাহার দেহ দেখিতে পাইলেন না, বল্মীক তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, পিপীলিকাগণ মেদ মাংস খাইয়া ফেলিয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন, দৈত্যরাজ, তোমার তপোনিষ্ঠায় আমি প্রীত হইয়াছি, তোমার সকল কাম্যই প্রদান করিব।—ব্রহ্মা স্বীয় কমণ্ডলুর জল প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন, ঐ দৈত্য পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই বল্মীকাদির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে কৃতাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মার স্তব করিল এবং বলিল, হে বরদগণের শ্রেষ্ঠ, যদি আমার কাম্য প্রদান করেন, তবে আমাকে এই বর দিন যে

আপনার সৃষ্ট কোন প্রাণী হইতে দিবসে রাত্রিতে ভূমিতে আকাশে কোন অস্ত্র দ্বারা আমার মৃত্যু না হয়, প্রাণিগণের উপর একাধিপত্য ও আমার অনুষ্ঠিত তপস্যার প্রভাব অটুট থাকে।

ব্রহ্মা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঐ সমস্ত বরই প্রদান করিলেন। ঐ মহাসুর তখন ব্রহ্মতেজে দৃপ্ত হইয়া দশ দিক ও তিন লোক জয় করিল, মহেন্দ্রভবন অধিকার করিল, লোকপাল ও দেবগণ দ্বারা স্তুত হইতে লাগিল। পৃথিবী কামদুঘা হইলেন, সাগর ও নদী রত্ন সকল উপহার দিতে লাগিল। সে দেবগণকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতে লাগিল। তখন দেবগণ অনন্যগতি হইয়া অচ্যুতের শরণ লইলেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন, আমি উহার শাস্তি বিধান করিব, তোমরা কাল প্রতীক্ষা কর।—সেই দৈত্যপতির চারি পুত্র, তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্ব্বকনিষ্ঠ। তিনি জিতেন্দ্রিয় সুশীল সত্যপ্রতিজ্ঞ, বাসুদেবে তাঁহার স্বাভাবিকী রতি ছিল। বাল্যাবধি তাঁহার ক্রীড়াদিতে আসক্তি ছিল না। ভগবচ্চিন্তনে কখনও রোমাঞ্চিতশরীর হইয়া তুষ্ণীম্ভূত থাকিতেন, কখনও বা প্রেমাশ্রুসিক্ত হইয়া নিমীলিত নেত্রে বসিয়া থাকিতেন। হিরণ্যকশিপু এই মহাভাগবত পুত্রকে নানারূপে নির্য্যাতন করিতে লাগিল।

৫—৭ অধ্যায়

হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ

অসুরগণের পুরোহিত শুক্রাচার্য্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র ছিল। প্রহ্লাদ তাহাদের নিকট বিদ্যাভ্যাস জন্য প্রেরিত হইলেন। একদিন গৃহাগত পুত্রকে অসুররাজ ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তুমি যাহা পড়িয়াছ তন্মধ্যে যাহা ভাল বলিয়া মনে কর, তাহা বল। প্রহ্লাদ বলিলেন,

তৎ সাধু মন্যেঽসুরবর্য্য দেহিনাম্ সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ।
হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত॥ ৭।৫ ৫

—হে অসুরশ্রেষ্ঠ, এই অন্ধকূপসদৃশ অধঃপতনের নিদানস্বরূপ সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করাই আমি অসদ্বুদ্ধিবশতঃ সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত দেহীদিগের পক্ষে উত্তম মনে করি।

দৈত্যপতি শিশুপুত্রের মুখে শত্রুপক্ষীয় এই বাক্য শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, বালকের বুদ্ধি শত্রুপক্ষ দ্বারা এইরূপেই বিকৃত হয়। ব্রাহ্মণগণ এই বালককে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করুন, ছদ্মবেশী বৈষ্ণবেরা আর যেন ইহার এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে না পারে। গুরুগণ তাহাকে নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তুমি কি নিজ বুদ্ধিতে রাজাকে এইরূপ বলিলে, না অপর কেহ তোমাকে এইরূপ বুদ্ধি দিয়াছে? প্রহ্লাদ বলিলেন, সেই পরমাত্মা শ্রীভগবান্‌ই আমার এই বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়াছেন, তাঁহারই আকর্ষণে আমার এই মতি হইয়াছে, অন্য কাহারও প্রেরণায় নহে। ঐ ব্রাহ্মণগণ তখন তর্জ্জন ভর্ৎসনা ও বেত্র-প্রহারাদির ভয় দেখাইয়া প্রহ্লাদকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-প্রতিপাদক নানা শাস্ত্র পাঠ করাইলেন। পরে একদিন আচার্য্যগণ তাঁহাকে পুনরায় দৈত্যরাজের নিকট লইয়া আসিলেন। তিনি পিতাকে ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিলে পিতাও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ আলিঙ্গনাদি দ্বারা অভিনন্দিত করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ুষ্মন্‌, তুমি এইবার যাহা শিখিয়াছ, তন্মধ্যে সর্ব্বোত্তম যাহা মনে কর, আমাকে বল। প্রহ্লাদ বলিলেন,—

> শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
> অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
> ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
> ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥ ৭।৫।২৩, ২৪

—শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পাদসেবন অর্চ্চন বন্দন দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন —এই নবলক্ষণা ভক্তি বিষ্ণুতে অর্পণ করাই সর্ব্বোত্তম শিক্ষা।

ক্রোধে অধীর হইয়া হিরণ্যকশিপু ঐ ব্রাহ্মণদিগকে বলিলেন, কি আস্পর্দ্ধা, আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া ইহাকে তোমরা এবারেও

আমার বিরুদ্ধপক্ষ আশ্রয় করিয়া এই শিক্ষাই দিয়াছ? গুরু-পুত্র বলিলেন, প্রভু, এই শিক্ষা আমরা দেই নাই বা অন্য কেহও দেয় নাই, ইহার এই বুদ্ধি স্বভাবজ, আমাদের প্রতি ক্রোধ সংবরণ করুন। প্রহ্লাদ বলিলেন, পিতঃ, বিষয়াসক্ত স্বয়ংবদ্ধ কোনও জীব শ্রীকৃষ্ণে মতি জন্মাইতে পারে না—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ ৭।৫।৩২

—(জীবগণ) বিষয়বাসনাশূন্য মহৎ ব্যক্তিগণের পদধূলি যতদিন গ্রহণ না করে, ততদিন সকল অনর্থের দূরকারী শ্রীহরির চরণে মতি জন্মে না।

হিরণ্যকশিপু তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া ঐ বালককে নিজ ক্রোড় হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিল এবং বলিল, হে অসুরগণ, ইহাকে শীঘ্র বধ কর। এ আমার পরম শত্রু ভ্রাতৃহন্তা বিষ্ণুর সেবক। পাঁচ বছর বয়সেই এ বালক পিতার এরূপ অহিতকারী হইয়া উঠিল, দুষ্ট অঙ্গের ন্যায় এ পরিত্যাজ্য।—ভীষণদর্শন অসুরগণ তখনই ঐ বালককে সুতীক্ষ্ণ শূলসমূহ দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। পরব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত প্রহ্লাদের উপর সকল আঘাত নিষ্ফল হইয়া গেল। তৎপর ক্রমে হস্তী, সর্প, বিষদান, উপবাস, পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপ ইত্যাদি নানা উপায়ে সেই শিশুকে বধ করার চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। হিরণ্যকশিপু তখন বিস্মিত এবং এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন বালকের দ্রোহাচরণ জন্য নিজ জীবনও বিপন্ন মনে করিতে লাগিল। ষণ্ড ও অমর্ক আসিয়া বলিলেন, প্রভু, আপনি ত্রিজগৎবিজয়ী, এই ক্ষুদ্র বালকের জন্য ভাবিত হইয়াছেন কেন? পিতা শুক্রাচার্য্য না আসা পর্য্যন্ত ইহাকে পাশবদ্ধ করিয়া আমাদের নিকট রাখুন, আমরা আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। হিরণ্যকশিপু তাহাই করিল।

গুরুগণ গৃহকর্ম্মাদি উপলক্ষে অধ্যাপনায় যখন বিরত থাকিতেন, তখন বয়স্য বালকগণ প্রহ্লাদকে নিকটে আহ্বান করিত।

একদা প্রহ্লাদ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদং॥ ৭।৬।১

—মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, ইহাতে পুরুষার্থ সাধিত হয়, কিন্তু ইহা নশ্বর। অতএব বাল্যেই ভাগবত ধর্ম্মের আচরণ করিবে।

বিষ্ণু সর্ব্বভূতের প্রিয় এবং সুহৃদ। আয়ু শতবৎসর মাত্র, অর্দ্ধেক নিদ্রায়, বিংশতি বৎসর বাল্যক্রীড়ায়, বিংশতি বৎসর জরাজন্য অক্ষমতায় ব্যয়িত হয়। জীব অবশিষ্ট কাল স্ত্রী পুত্র বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া কোশকার কীটের ন্যায় স্বরচিত গৃহেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে, ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হয়, কখন কখন কুটুম্ব পোষণ জন্য পরস্বাপহারী হয়, 'আমি' ও 'আমার' সতত এই ভাবিয়া কামিনীদের ক্রীড়ামৃগস্বরূপ ও সন্তান সন্ততি দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকে। হে দৈত্য বালকগণ, মুকুন্দের শরণাগতি ও তাঁহার পদসেবাই এই পরম ক্লেশকর অবস্থা হইতে মুক্তির ও মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায়।—

ন হ্যচ্যুতঃ প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ॥
তুষ্টে চ তত্র কিমলভ্যমনন্ত আদ্যে কিং তৈর্গুণব্যতিকরাদিহ যে স্বসিদ্ধাঃ।
ধর্ম্মাদয়ঃ কিমগুণেন চ কাঙ্ক্ষিতেন সারং জুষাং চরণয়োরুপগায়তাং নঃ॥

—হে অসুরবালকগণ, শ্রীভগবানকে প্রীত করা বহু আয়াসের কর্ম্ম নহে, কারণ তিনি সকল ভূতের আত্মা এবং সর্বত্র বর্ত্তমান। সেই আদি অনন্ত পুরুষ তুষ্ট হইলে কি অলভ্য থাকে? অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বশতঃ বিনা যত্নে যাহা সিদ্ধ হয়, সেই সকল ধর্ম্মের চেষ্টায় কি ফল? সেই শ্রেষ্ঠতমের চরণধ্যানকারী আমাদের মোক্ষেরই বা প্রয়োজন কি? ৭।৬।১৯, ২৫

বয়স্যগণ, এই নির্ম্মল জ্ঞানের কথা নরসখা ভগবান নারায়ণ নারদকে বলিয়াছিলেন। যে ভাগবতধর্ম্ম তোমাদিগকে বলিলাম, তাহা আমি শ্রীনারদের মুখে শুনিয়াছি।—বয়স্যগণ জিজ্ঞাসা করিল, প্রহ্লাদ, আমরা ত এই ব্রাহ্মণদ্বয় ব্যতীত অন্য গুরু দেখি নাই, তবে তুমি কিরূপে নারদের নিকট এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে?

প্রহ্লাদ বলিলেন, বয়স্যগণ, আমার পিতা মন্দর পর্ব্বতে

তপস্যায় নিরত হইলে (৯২ পৃঃ দেখুন) দেবগণ দৈত্যরাজ্য ও রাজপুরী আক্রমণ করিলেন। দৈত্যগণ স্ত্রীপুত্রসহ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। আমি তখন মাতৃগর্ভে। দেবরাজ ইন্দ্র আমার অনাথা মাতাকে বন্ধন করিয়া আকাশপথে লইয়া গেলেন। ঐ পথে দৈবক্রমে দেবর্ষি নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, হে ইন্দ্র, নিরপরাধা পরস্ত্রী এই সতী রাজমহিষীকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর। দেবরাজ বলিলেন, ইহার গর্ভে আমার শত্রু দুরন্ত দৈত্যরাজের পুত্র আছে, ঐ পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র আমি তাহাকে বধ করিয়া ইহাকে মুক্ত করিয়া দিব। নারদ বলিলেন, ইহার গর্ভস্থ শিশু নিষ্পাপ পরমভাগবত অনন্তের অনুচর ও মহাবলী, তুমি উহাকে বধ করিতে পারিবে না। আর, ঐ পুত্র হইতে তোমার কোন আশঙ্কাও নাই।—ইন্দ্র নারদের এই বাক্য শুনিয়া আমার মাতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পরিত্যাগ করিল। নারদ আমার জননীকে বলিলেন, মাতঃ, তোমার পতির প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত তুমি আমার আশ্রমেই থাক। মাতা সম্মতা হইয়া ঐ ঋষির আশ্রমে সতত তাঁহার পরিচর্য্যায় ব্রতী হইলেন। পিতার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত তাঁহার প্রসব না হয়, মাতার প্রার্থনায় ঋষি তাঁহাকে এই বর দিলেন। শ্রীনারদ সুদীর্ঘকাল প্রতিদিন গর্ভস্থ আমাকে উদ্দেশ করিয়া আত্মানাত্মবিবেক এবং ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ দিতেন। ঋষি-কৃপায় আমি তাহা সমস্তই শুনিয়াছিলাম ও ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। সেই স্মৃতি আমাকে অদ্যাপি পরিত্যাগ করে নাই। বয়স্যগণ, তোমরা আমার বাক্যে শ্রদ্ধা কর, বালকেরও ভাগবতী মতি জন্মিতে পারে। বিকার দেহেরই গুণ, আত্মার নহে।

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধঃ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ॥
স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ।
ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈরধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মগতিং লভেত॥ ৭।৭।১৯,২১

—আত্মা নিত্য অব্যয় শুদ্ধ অদ্বিতীয় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বাশ্রয় নির্ব্বিকার স্বপ্রকাশ

সর্ব্বব্যাপী অসঙ্গ এবং আবরণশূন্য। স্বর্ণ ও তাহা প্রাপ্তির উপায়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন নানা ক্রিয়া দ্বারা খনি হইতে স্বর্ণ উদ্ধার করে, আত্মবিদ্ তেমন এই দেহক্ষেত্রেই আত্মযোগের দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারেন।

আত্মা গন্ধাশ্রয় বায়ুর ন্যায় নির্লিপ্ত। যোগাগ্নি অজ্ঞানের দাহক, সুতরাং সর্ব্বদা শ্রীভগবানে যুক্ত হইয়া থাকিতে অভ্যাস কর।—

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধু ভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥
শ্রদ্ধয়া তৎ কথায়াঞ্চ কীর্ত্তনৈর্গুণকর্ম্মণাম্।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ॥
হরিঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ॥ ৭।৭।৩০-৩২

—গুরুশুশ্রূষা, ভক্তি, সকল লাভ তাঁহাতে সমর্পণ, সাধু ভক্তদের সঙ্গ, ঈশ্বরের আরাধনা, তাঁহার কথায় শ্রদ্ধা, তাঁহার গুণ ও কর্ম্মের কীর্ত্তন, তাঁহার চরণকমলের ধ্যান, তাঁহার বিগ্রহের দর্শন ও পূজা করিবে এবং তিনি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছেন জানিয়া সর্ব্বত্র সাধু দৃষ্টি করিবে।

সুহৃদ্‌গণ, শ্রীভগবানের আরাধনা কোনরূপেই দুরূহ নহে, সেই হৃদয়েশের শ্রীচরণসঙ্গই সুখ—

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরেরুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাম্ ××× ××× ॥ ৭।৭।৩৮

—হে অসুরবালকগণ, আকাশবৎ হৃদয় মধ্যে অবস্থিত নিজ ও সর্ব্বজীবের সখা শ্রীহরির উপাসনায় এমন কি প্রয়াস পাইতে হয়?

কামনারহিত হইয়া সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ সুর নর অসুর সকলেরই প্রিয় শ্রীহরিতে অনুরক্ত হইয়া সকল শ্রেয়ঃ লাভ কর।

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্ব্বত্র তদীক্ষণম্॥ ৭।৭।৫২,৫৫

—দান তপস্যা যজ্ঞ শৌচ ব্রত এ সকলের দ্বারা শ্রীহরি প্রীত হন না,

কেবল শুদ্ধা ভক্তি দ্বারাই তিনি প্রীত হন। এরূপ ভক্তি ছাড়া অন্য সকলই বিড়ম্বনা মাত্র। গোবিন্দে একান্ত ভক্তি ও সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখা—ইহাই পুরুষের পরম স্বার্থ।

৮—১০ অধ্যায়

হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, নৃসিংহ

প্রহ্লাদের উপদেশ শুনিয়া দৈত্যবালকগণ সকলেই শ্রীবিষ্ণুর একান্ত ভক্ত হইল। ষণ্ড ও অমর্ক ভীত হইয়া দৈত্যরাজকে এই সংবাদ জানাইল। হিরণ্যকশিপু ক্রোধে কম্পিত হইয়া কৃতাঞ্জলিবদ্ধ পুত্রকে বলিলেন, লোকপালসমূহ আমার ভয়ে ভীত, তুই কাহার বলে আমার শাসন অতিক্রম করিতেছিস্? অদ্যই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। প্রহ্লাদ বলিলেন, রাজন্, শ্রীভগবানই সকল বলীর বল—

> জহ্যাসুরং ভাবমিমং ত্বমাত্মনঃ সমং মনোধৎস্ব ন সন্তি বিদ্বিষঃ।
> ঋতেঽজিতাদাত্মন উৎপথে স্থিতাৎ তদ্ধি হ্যনন্তস্য মহৎ সমর্হণম্॥
> দস্যূন্ পুরা ষণ্ ন বিজিত্য লুম্পতো মন্যন্ত একে স্বজিতা দিশো দশ।
> জিতাত্মনো জ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং সাধোঃ স্বমোহপ্রভবাঃ কুতঃ পরে॥

—আপনি এই আসুরভাব ত্যাগ করুন, মনে সমভাব ধারণ করুন, বিপথে পরিচালিত অসংযত নিজ মন ছাড়া আপনার অন্য কোথাও কোন শত্রু নাই। সর্ব্বত্র সমদর্শনই সেই অনন্তের শ্রেষ্ঠ পূজা। ষড়িন্দ্রিয়রূপ সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনকারী ছয় জন দস্যুকে জয় না করিয়াই কেহ কেহ মনে করে দশ দিক জয় করিয়াছি। দেহিগণের শত্রু নিজ মোহ হইতেই উৎপন্ন হয়। আত্মজয়ী সমজ্ঞানী সাধুগণের সেরূপ শত্রুর সম্ভাবনা কোথায়? ৭।৮।৯-১০

ক্রোধোন্মত্ত অসুররাজ বলিল, রে মন্দভাগ্য, তুই নিশ্চয় মরিতে ইচ্ছা করিতেছিস্, কারণ তুই মুমূর্ষুদের ন্যায় প্রলাপ-বাক্য বলিতেছিস্। আমি ছাড়া আবার ঈশ্বর কোথায়? যদি তোর সেই ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছে, তবে এই স্তম্ভে তাহাকে দেখিতেছি না কেন?—'ক্বাসৌ যদি স সর্ব্বত্র কস্মাৎ স্তম্ভে ন

দৃশ্যতে'। [প্রহ্লাদ বলিলেন, হাঁ এই যে, এই স্তম্ভের মধ্যেই দেখা যাইতেছে (স্বামীটীকা দেখুন)।] দৈত্যরাজ বলিল, তোর দেহ হইতে মস্তককে এখনই আমি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছি, তোর ইষ্ট হরি তোকে আজ রক্ষা করুক।—এই বলিয়া সেই দৈত্য খড়্গহস্তে সিংহাসন হইতে উঠিয়া পড়িল, এবং অতি বলে সেই স্তম্ভে এক দারুণ মুষ্ট্যাঘাত করিল। তখন ঐ স্তম্ভ হইতে এক ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল, এবং 'ন মৃগ ন মানুষ' এক অদ্ভুতরূপ তাহা হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন। দৈত্যবর গদা লইয়া ঐ নৃসিংহ মূর্ত্তির অভিমুখে প্রবল বেগে ধাবিত হইল। গরুড় যেমন অনায়াসে মহাসর্পকে গ্রহণ করে, গদাধর শ্রীহরি তেমন অক্লেশে ঐ ভীষণ গদাধারী অসুরকে ধৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবল ঐ দৈত্য আপনাকে কোনরূপে মুক্ত করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল, এবং তদ্দণ্ডেই খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেগে ঐ নৃসিংহ মূর্ত্তির উপর আপতিত হইল। মহাবেগশালী শ্রীভগবান্ মহাশব্দে অট্টহাস্য করিয়া ক্ষতদেহ ও নিমীলিতনেত্র ঐ অসুরকে তৎক্ষণাৎ পুনরায় ধৃত করিলেন, এবং দ্বারদেশে আনিয়া তাহাকে নিজ উরুর উপর স্থাপন করিয়া অবলীলাক্রমে স্বীয় নখের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অসুরপতি গতাসু হইলে নৃসিংহদেব তাহার অনুচরগণের প্রতি ধাবিত হইয়া বহু বাহু বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে ধরিলেন, ও বহুনখশস্ত্রযুক্ত হস্ত দ্বারা তাহাদের সকলকেই নিহত করিলেন। তখন সেই পরমদেব রাজাসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। স্বর্গে দেবগণ পুষ্পবর্ষণ করিল, গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। তখন ক্রমে ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র ঋষিগণ পিতৃগণ সিদ্ধ বিদ্যাধর নাগ মনু প্রজাপতি গন্ধর্ব্ব চারণ যক্ষ কিম্পুরুষ বৈতালিক কিন্নর ও বিষ্ণু-পার্ষদগণ সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার স্তব করিলেন।

কিন্তু ব্রহ্মাদি কেহই এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীও তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা প্রহ্লাদকে বলিলেন, বৎস,

তোমার পিতার উপর রুষ্ট শ্রীভগবান্‌কে এক্ষণে তুমি প্রসন্ন কর।—প্রহ্লাদ তখন ধীরে ধীরে শ্রীনৃসিংহের সমীপে উপনীত হইয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক্ ভূপতিত হইলেন। নৃসিংহদেব ঐ বালককে ভূমি হইতে তুলিয়া তাঁহার অভয় করপদ্ম উহার মস্তকে স্থাপন করিলেন। প্রহ্লাদের হৃদয়মধ্যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অভিব্যক্ত হইল, তিনি সেই দেবদেবের শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিলেন। রোমাঞ্চিতদেহে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রেমে গদগদ বাক্যে প্রহ্লাদ তাঁহার স্তব করিলেন। নৃসিংহদেব বলিলেন, ভদ্র, আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

প্রহ্লাদ বলিলেন,—

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্ব্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিণ্ণো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্॥
অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়ঃ।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥
যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥ ৭।১০।২,৪,৬,৭

—স্বভাবতঃ কামাসক্ত আমাকে বরের দ্বারা প্রলুব্ধ করিবেন না, আমি ঐ কামভয়েই ভীত হইয়া তাহা হইতে মুক্তির কামনা করিয়া আপনার শরণ লইয়াছি। যে ব্যক্তি আপনার নিকট সংসারিক মঙ্গল লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সে আপনার ভৃত্য নয়, সে বণিক্। আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত, আপনিও সকলপ্রকার অভিসন্ধি-রহিত স্বামী। অতএব পার্থিব রাজা ও তাহার সেবকের ন্যায় কোন অর্থ-দেওয়া-নেওয়া আমাদের প্রয়োজন নাই। হে বরদাতাগণের শ্রেষ্ঠ, যদি আমার ঈপ্সিত বর দেন, তবে এই বর দিন, যে আমার হৃদয়মধ্যে কখনও যেন কোন কামনার উদ্রেক না হয়।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,

নৈকান্তিনো মে ময়ি জাত্বিহাশিষ আশাসতেঽমুত্র চ যে ভবদ্বিধাঃ। ৭।১০।১১

—তোমার ন্যায় একান্ত ভক্তগণ কখনও আমার নিকট ইহ বা পরকালের জন্য কিছু যাচ্ঞা করেনা।

তথাপি তুমি এক মন্বন্তরকাল এইখানে থাকিয়া এই দৈত্যরাজ্য ভোগ কর। সকল কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিও। পুণ্যাচরণ দ্বারা পাপকে ও কালবেগে শরীরকে ত্যাগ করিয়া তুমি বন্ধন-মুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে। সুরলোকে তোমার বিশুদ্ধ কীর্ত্তি গীত হইবে। প্রহ্লাদ বলিলেন, ভগবন্, আমার পিতা আপনার প্রতি বৈরাচরণ দ্বারা যে অপরাধ করিয়াছেন, আপনার প্রসাদে তিনি সেই পাপ হইতে মুক্ত হউন। শ্রীভগবান কহিলেন, হে নিষ্পাপ, তুমি আমার সকল ভক্তের উপমাস্থল। তোমার আবির্ভাব দ্বারাই তোমার পিতা ঊর্দ্ধতন একবিংশতি পুরুষ সহ পূত হইয়াছেন। আমার ভক্তগণ যে দেশে বা কুলে থাকেন, তাহা যত নীচ হউক না কেন, তাঁহারা নিশ্চিত শুদ্ধতা প্রাপ্ত হন। বিশেষতঃ তোমার পিতা আমার অঙ্গস্পর্শে পবিত্র হইয়া গিয়াছেন। তুমি এক্ষণে তাঁহার প্রেতকার্য্য সকল সম্পন্ন কর এবং—

মষ্যাবেশ্য মনস্তাত কুরুকর্ম্মাণি মৎপরঃ। ৭।১০।২৩

—হে তাত, তুমি আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া সকল কর্ম্ম কর।

ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পুনরায় স্তুত হইয়া শ্রীভগবান বলিলেন, হে পদ্মযোনি, তুমি আর কখনও অসুরগণকে এই প্রকার বর দিও না, ইহা কালসর্পকে অমৃতদানের তুল্য।—এই বলিয়া শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি মুনিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রহ্লাদকে দৈত্য ও দানবগণের অধিপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

১১—১৫ অধ্যায়

নারদ, নানাধর্ম্ম-কথন

অতঃপর নারদ যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসামতে সনাতন ধর্ম্ম বর্ণ ও আশ্রম সকলের আচার বলিতে লাগিলেন, যথা—মানুষের সাধারণ

ধর্ম্ম—সত্য, দয়া, তপস্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, বিবেক, শমদম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, স্বাধ্যায়, আর্জ্জব, সন্তোষ, সেবা, নিবৃত্তি, বহির্দৃষ্টি, দেহে অনাত্মবুদ্ধি, মানুষে মানুষে দেবতাজ্ঞান। শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ ও তাঁহার সেবা অর্চ্চনা প্রণাম সখ্য দাস্য ও তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ পরম ধর্ম্ম। বর্ণধর্ম্ম—ব্রাহ্মণের লক্ষণ—শম দম তপস্যা শৌচ সন্তোষ ক্ষমা সরলতা জ্ঞান বিষ্ণুপরত্ব ও সত্য। তাহার বিশেষ ধর্ম্ম—অধ্যয়ন অধ্যাপন যজন যাজন দান প্রতিগ্রহ ; ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ—শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য তেজ দান আত্মজয় ক্ষমা ব্রহ্মণ্যতা সত্য ; তাহার বিশেষ ধর্ম্ম—প্রতিগ্রহ ছাড়া ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম্মের অপর কয়টী, ও ব্রাহ্মণ ছাড়া অপরের নিকট কর-গ্রহণ। বৈশ্যের লক্ষণ—দেবতা গুরু বিষ্ণুতে ভক্তি, ধর্ম্ম অর্থ কাম পরিপোষণ, আস্তিক্য, নিত্য উদ্যম, নৈপুণ্য ; তাহার ধর্ম্ম—কৃষি ও বাণিজ্য। শূদ্রের লক্ষণ—প্রণাম শৌচ সেবা নমস্কার পঞ্চযজ্ঞ আস্তেয় সত্য গোব্রাহ্মণরক্ষা ; তাহার ধর্ম্ম—দ্বিজাতিশুশ্রূষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ। স্ত্রীধর্ম্ম—পতির শুশ্রূষা ও আনুকূল্য, পতির বন্ধুগণের অনুবৃত্তি ও পতির নিয়মধারণ, বস্ত্রালঙ্কার ভূষিত হইয়া গৃহমার্জ্জন লেপন ও সুসজ্জিত রাখা, গৃহোপকরণ পরিষ্কার রাখা এবং বিনয় সত্য অথচ প্রিয়বাক্য ও প্রেম দ্বারা পতি-সেবা, যথালাভে সন্তুষ্টা, ভোগে নিস্পৃহা এবং আলস্যশূন্যা থাকা। সঙ্কর জাতিগণের বৃত্তি স্ব স্ব কুলাগত। উপর্য্যুপরি বীজবপনে যেমন ক্ষেত্র নির্বীর্য্য হয়, অতিশয় কামনাসেবায়ও চিত্ত সেইরূপ নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে, অল্প সেবায় তাহা হয় না। ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য—গুরুকুলে বাসের সময় জিতেন্দ্রিয় দাসবৎ থাকিয়া হিতাচরণ ; প্রাতে গুরু অগ্নি সূর্য্য ও দেবগণের উপাসনা এবং সন্ধ্যায় গায়ত্রী জপ, গুরুর চরণ মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়া বেদ অধ্যয়ন ; কটিবন্ধনে মেখলা মৃগচর্ম্ম জটা দণ্ড কমণ্ডলু উপবীত ও হস্তে কুশ ধারণ ; প্রাতঃ ও সায়ং ভিক্ষাচরণ ও ভিক্ষাদ্রব্য গুরুকে নিবেদন ও গুরুর আজ্ঞা পাইলে ভোজন, নতুবা উপবাস,

পরিমিত ভোজন, স্ত্রীলোকের সহিত সংযত ব্যবহার, গুরুপত্নীদের দ্বারা বেশ সাধন না করা। কারণ,

বর্জ্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্ব্রতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্মনঃ॥
নম্বগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুম্ভসমঃ পুমান্।
সুতামপি রহোজহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ॥ ৭।১২।৭,৯

—অগৃহস্থ বিশেষতঃ ব্রতচারী ব্রহ্মচারী স্ত্রীবিষয়ক সঙ্গীত বর্জন করিবে; কারণ, ইন্দ্রিয় সকল অতি বলবান্, যতিরও মন হরণ করে। স্ত্রী অগ্নি, ও পুরুষ ঘৃতকুম্ভ। অতএব আপন কন্যার সহিতও নির্জনে অবস্থান করিবে না; সজন স্থানেও প্রয়োজনকালমাত্র থাকিবে।

বানপ্রস্থ—শস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ, মাত্র পক্ক ফলাদি। অগ্নি স্থাপন জন্য গৃহ বা পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিবে। কেশ নখাদি রাখিবে। শেষে—

ইত্যক্ষরতয়াত্মানং চিন্মাত্রমবশেষিতম্।
জ্ঞাত্বাঽদ্বয়োঽথ বিরমেদ্দগ্ধযোনিরিবানলঃ॥ ৭।১২।৩১

—এইরূপে উপাধিলীন হইলে পর যে চিৎস্বরূপ আত্মা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে অবিনাশী জানিয়া ভেদজ্ঞানরহিত হইবে এবং কাষ্ঠ সম্পূর্ণ দগ্ধ হইলে বহ্নি যেমন ক্ষান্ত হয়, সেইরূপ সর্ব্বকর্ম্ম হইতে বিরত হইবে।

যতিধর্ম্ম—সর্ব্বত্র ভ্রমণ, গ্রামে এক রাত্রি মাত্র বাস, কৌপীন দণ্ড মাত্র ধারণ, আত্মারাম, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন, সকল ভূতের সুহৃৎ, মৃত্যুকে অভিনন্দন বা জীবন লইয়া আনন্দ করিবে না, প্রলোভনাদি দ্বারা শিষ্য করিবে না, বহুগ্রন্থ পড়িবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করিবে না, মঠ নির্ম্মাণও নিষিদ্ধ। পরমহংসধর্ম্ম—ইচ্ছা হইলে লোক শিক্ষার্থ যম নিয়ম ধারণ, নতুবা পরিত্যাগ। বালক, উন্মত্ত ও মূকের ন্যায় চলিবে। অজগরব্রত এক মুনির সংবাদ বলিলেন—দৈত্যপতি প্রহ্লাদ অনুচরগণসহ পর্য্যটন করিতে করিতে কাবেরীতটে সহ্যাদ্রির সানুদেশে ধূলি-ধূসরিতাঙ্গ গূঢ়তেজা ভূতলে শয়ান এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন। প্রণত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার দেহ কিপ্রকারে স্থূল হইল,

এবং সকলেই কর্ম্ম করে দেখিয়াও আপনি কেন সর্ব্ব কর্ম্মে নিরুদ্যম, আমাকে বলার যোগ্য হইলে বলুন। মুনি বলিলেন, রাজন্, তৃষ্ণা কর্তৃক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া আমি নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া এখন মনুষ্য দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছি। এই দেহ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা স্বর্গের, অধর্ম্মের দ্বারা নীচ যোনিতে জন্ম প্রাপ্তির, ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয় দ্বারা মনুষ্যত্বের এবং নিবৃত্তি দ্বারা মোক্ষের দ্বার। কর্ম্মনিরত স্ত্রীপুরুষ সুখও পায় না দুঃখেরও নিবৃত্তি হয় না দেখিয়া আমি নিবৃত্তির পথ লইয়াছি। রাজন্, আত্মস্বরূপের উপলব্ধিই জীবের সুখ। ধনীদিগের সর্ব্বদা অর্থহানির আশঙ্কা ও প্রাণীদিগের সর্ব্বদা প্রাণহানির আশঙ্কা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রাজন্, মধুকর কত কষ্টে মধু সংগ্রহ করে, কিন্তু অপরে তাহা হরণ করিয়া নেয়, সে তাহাতে বিচলিত হয় না, নিয়ত মধু সংগ্রহই করিতে থাকে। অজগর কখনও প্রচুর ভোজন করে, কখনও কিছুই পায় না, তথাপি সদা শয়ানই থাকে। আমি অট্টালিকা মধ্যে কখনও পালঙ্কে উত্তম শয্যায় শায়িত কখনও বা ভূপতিত থাকি, কখনও সুন্দর বসনালঙ্কারে দেহ আবৃত করিয়া হস্ত্যশ্বারোহণে ভ্রমণ করি, কখনও গ্রহের ন্যায় দিগম্বর হইয়া বিচরণ করি। কাহারও নিন্দা বা স্তব কিছুই করি না, সকলেরই কল্যাণ কামনা করি। আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা —মহাত্মা বিষ্ণুর সহিত ঐকাত্ম্যলাভের।—মহাত্মা প্রহ্লাদ পুনঃ মুনির পূজা করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

গৃহস্থধর্ম্ম—

(গৃহেষ্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ যথোচিতাঃ।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্॥)
(যাবদর্থমুপাসীত দেহে গেহে চ পণ্ডিতঃ।
বিরক্তোরক্তবত্তত্র নৃলোকে নরতাং ন্যসেৎ॥)
(যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥)
(কৃমিবিড়্ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্বেদং তুচ্ছং কলেবরম্।

ক তদীয় রতির্ভার্য্যা কায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ॥
সিদ্ধৈর্যজ্ঞাবশিষ্টার্থৈঃ কল্পয়েদ্‌বৃত্তিমাত্মনঃ।
শেষে স্বত্বং ত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ পদবীং মহতামিয়াৎ॥ ৭।১৪।২,৫,৮,১৩,১৪

—হে রাজন্, গৃহে অবস্থিত ব্যক্তি যথাকর্ত্তব্য ক্রিয়াসকল বাসুদেবে সমর্পণ করিয়া নির্ব্বাহ করিবেন এবং মহামুনিদিগের উপাসনা করিবেন। প্রয়োজনমাত্র বিষয়সেবা করিয়া দেহে ও গৃহে অন্তরে অনাসক্ত ও বাহিরে আসক্তবৎ থাকিয়া লোকসমাজে পৌরুষ প্রকাশ করিবেন। যে পরিমাণ দ্বারা উদরপূর্ত্তি হয়, তাবৎ ধনমাত্রেই দেহিগণের স্বত্ব। তদপেক্ষা অধিক যে গ্রহণ করে, সে চোর, দণ্ডার্হ। এই ক্লেদপূর্ণ শরীর ও তাহার রতিজনক ভার্য্যাই বা কোথায়, আর গগনমণ্ডলচ্ছেদী পরমাত্মাই বা কোথায়? যে পুরুষ দৈবলব্ধ অর্থ দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন এবং অবশিষ্ট অর্থে স্বত্ব ত্যাগ করেন, তিনিই প্রাজ্ঞ, তিনিই মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হন।

দেবতা ঋষি মনুষ্য ভূতবর্গ পিতৃগণ এবং আত্মা পঞ্চযজ্ঞের দেবতা—ইহাদিগের সেবা করিবে। শ্রেয়োজনক শ্রাদ্ধকার্য্য করিবে। যেখানে তপস্যা বিদ্যা ও দয়াযুক্ত ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, সেখানে হরির প্রতিমা আছে। গঙ্গাদি নদী, পুষ্করাদি সরোবর, কুরুক্ষেত্র গয়া প্রয়াগ পুলহাশ্রম নৈমিষারণ্য ফল্গুনদী প্রভাস দ্বারকা বারাণসী মথুরা বিষ্ণুসরোবর বদরিকাশ্রম, রাম ও সীতার আশ্রম, মন্দার মলয় প্রভৃতি কুলাচল—এই সকল স্থানে বাস পরম মঙ্গলকর জানিবে। রাজন্, রাজসূয় যজ্ঞস্থলে দেবতা ঋষি সনকাদি মহর্ষি বিদ্যমান থাকিতেও তুমি অচ্যুতকে সর্ব্বাপেক্ষা পূজার্হ স্থির করিয়াছ, তাঁহার পূজায়ই সকল জীবের তৃপ্তি। রাজন্, মনুষ্যেরা পরস্পর অবজ্ঞা করিতেছে দেখিয়া পণ্ডিতেরা ত্রেতাযুগে উপাসনার নিমিত্ত প্রতিমা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া পূজা না করিলে কোন ফল হয় না। প্রকৃত ব্রাহ্মণ তপস্যা বিদ্যা ও তুষ্টি দ্বারা ভগবান্ হরির মূর্ত্তি ধারণ করেন।

নারদ কতকগুলি বিধি উপদেশ দিলেন, যথা—জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে, সেরূপ না পাইলে যোগ্য ব্রাহ্মণকে, কব্য ও হব্য দান

করিবে। শ্রাদ্ধে দৈবে দুই ও পিতৃপক্ষে তিনটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। দেবতা ঋষি পিতৃগণ আত্মীয়গণকে যথাযোগ্য অন্ন ভাগ করিয়া দিবে। সর্ব্বভূতকে ঈশ্বররূপে দেখিবে। শ্রাদ্ধে আমিষ দিবে না। নীবারাদি দ্বারা যেমন প্রীতি হয়, আমিষ দ্বারা সেরূপ হয় না। সন্তোষ অভ্যাস করিবে—

সন্তুষ্টস্য নিরীহস্য সাত্মারামস্য যৎ সুখম্।
কুতস্তৎ কামলোভেন ধাবতোঽর্থেহয়া দিশঃ॥ ৭।১৫।১৬

—সন্তুষ্ট নিশ্চেষ্ট আত্মারাম ব্যক্তির যে সুখ, লোভের জন্য চতুর্দিকে ধাবমান লোকের সে সুখ কোথায় ?

ইন্দ্রিয়চালনা তেজ বিদ্যা যশ সব নষ্ট করে। কাম ক্রোধের বরং অন্ত হইতে পারে, কিন্তু লোভের অন্ত কখনও হয় না। সঙ্কল্প ত্যাগ দ্বারা কামকে, কামের বিসর্জ্জন দ্বারা ক্রোধকে, অর্থে অনর্থ-দর্শন দ্বারা লোভকে জয় করিবে। আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা শোক ও মোহকে, মহৎ লোকের সেবা দ্বারা দম্ভকে, মৌন দ্বারা যোগের বাধাগুলিকে, এবং কামনা বিষয়ে চেষ্টা পরিত্যাগ দ্বারা হিংসাকে জয় করিবে। যে সকল প্রাণী হইতে ভয় জন্মে, তাহাদের হিতাচরণ দ্বারা সেই ভয় বা দুঃখ নিবারণ করিবে। মনঃপীড়াদি দুঃখকে সমাধি দ্বারা, আত্মজনিত দুঃখকে যোগের দ্বারা, আর নিদ্রাকে সত্ত্বগুণ দ্বারা দূর করিবে। গুরুতে ভগবান্‌বুদ্ধি করিবে। যিনি চিত্তবিজয়ে যত্নবান্, তিনি নিঃসঙ্গ ও অপরিগ্রহ হইবেন, একাকী নির্জ্জনে বাস করিবেন ও ভিক্ষালব্ধ পরিমিত অন্নাদি আহার করিবেন। পবিত্র স্থানে স্থির সুখকর ও সমতল আসন স্থাপন করিয়া তাহাতে ঋজুকায় হইয়া উপবেশন করিবেন, এবং 'ওম্' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। পূরক কুম্ভক ও রেচক দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিরুদ্ধ করিবেন, আর নিজ নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির রাখিবেন যে পর্য্যন্ত না মন কামনা সকল ত্যাগ করে। মন কামনাসক্ত হইয়া যে যে স্থান হইতে বাহির হইয়া যায় তখনই তাহাকে সেই সেই স্থান হইতে আনিয়া হৃদয়মধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে।

নিরন্তর এইরূপ অভ্যাস দ্বারা যতির চিত্ত অল্পকালমধ্যেই কাষ্ঠ-শূন্য বহ্নিবৎ শান্তি প্রাপ্ত হয়। কামনা দ্বারা অবিদ্ধ সর্ব্ববৃত্তি-তিরোহিত চিত্ত ব্রহ্মসুখ স্পর্শ করিয়াছে, সুতরাং তাহা কখনও বিক্ষিপ্ত হয় না। অচ্যুতকে আশ্রয় না করিলে ইন্দ্রিয়-অশ্ব জীবকে বিষয়-দস্যু মধ্যে ও মৃত্যুময় সংসার-কূপে নিক্ষেপ করে। প্রবৃত্তি দ্বারা পিতৃযান ও পুনরাবৃত্তি এবং নিবৃত্তি দ্বারা দেবযান ও অমৃতময় মুক্তি লাভ হয়।

অতীত এক কল্পে আমি উপবর্হণ নামে প্রিয়দর্শন কিন্তু সদা মদমত্ত ও লম্পট প্রকৃতির এক গন্ধর্ব্ব ছিলাম। একদা দেবতাদের যজ্ঞে হরিগুণগানের নিমিত্ত গন্ধর্ব্ব ও অপ্‌সরাগণ নিমন্ত্রিত হন। আমি মত্ত অবস্থায় স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া সেখানে যাই। দেবগণ আমাকে অভিশাপ করিলেন, তুমি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হও। এই অভিশাপের ফলে আমি দাসীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করি। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের সঙ্গ ও শুশ্রূষা প্রভাবে আমি ব্রহ্মার পুত্রত্ব লাভ করিতে পারিয়াছি (৪ হইতে ৭ পৃঃ দেখুন)। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা গৃহস্থ সত্য সত্যই সন্ন্যাসিগণের পদবী লাভ করিতে পারে। রাজন্‌, তোমরা ত বিশেষ ভাগ্যবান্‌, কারণ কৈবল্যনির্ব্বাণদাতা স্বয়ং ব্রহ্ম তোমাদের মাতুলপুত্র, প্রিয় সুহৃৎ, পুণ্য ও পরামর্শদাতা গুরু। —শ্রীনারদের এই সকল বাক্য শুনিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কৃষ্ণভক্তি আরও গাঢ় হইল। দেবর্ষি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

১—৪ অধ্যায়

প্রথম চার মনু, গজেন্দ্র ও গ্রাহ

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, গুরো, স্বায়ম্ভুব মনুর বংশ বিস্তারিত শুনিলাম। এক্ষণে অন্যান্য মনুগণের কথা ও সেই মন্বন্তরে

শ্রীভগবান্ যাহা যাহা করিয়াছেন ও করিবেন, তাহা আমাকে বলুন। শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্, এই কল্পে পর পর ছয়টী মনু অতীত হইয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা আকূতির গর্ভে যজ্ঞ, ও দেবহূতির গর্ভে কপিল নামে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন। কপিলের কথা তোমাকে বলিয়াছি (৪২—৪৭ পৃঃ); ভগবান যজ্ঞের কথা পরে বলিব। শতরূপাপতি স্বায়ম্ভুব মনু কামভোগে বিরক্ত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করেন। তিনি ভার্য্যাসহ সুনন্দানদীর তীরে এক পদে ভূমি স্পর্শ করিয়া শ্রীভগবানের স্তব ও কঠোর তপস্যা করেন। দ্বিতীয় মনু অগ্নিপুত্র স্বারোচিষ, তৃতীয় মনু প্রিয়ব্রতপুত্র উত্তম তাঁহার ভ্রাতা তামস চতুর্থ মনু। এই তামস মন্বন্তরে শ্রীভগবান্ হরিমেধসের ঔরসে হরিণী নামক তাঁহার পত্নীর গর্ভে জন্ম লইয়া গ্রাহের কবল হইতে গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন। আমি এক্ষণে তোমাকে সেই বিচিত্র কাহিনী বলিব।

ত্রিকূট নামে লৌহ রৌপ্য ও স্বর্ণময় তিনটী শৃঙ্গবিশিষ্ট অত্যুচ্চ এক সাগরবেষ্টিত পর্ব্বত ছিল। ঐ পর্ব্বতের উপত্যকায় দেবাঙ্গনাগণের ক্রীড়াভূমি ঋতুমৎ নামে বরুণের একটী সুরম্য উদ্যান, তাহাতে বিপুলায়তন একটী সুশোভিত সরোবর। একদা এক যূথপতি হস্তী করিণীগণসহ অরণ্যস্থ বৃক্ষাদি দলিত ও পশুগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া দ্রুতপদে ঐ সরোবরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ঐ সরোবরের জল দ্বারা স্বয়ং ও করিণীগণকে স্নানপান করাইল। তখন অকস্মাৎ ঐ জল মধ্যে এক বলবান কুম্ভীর আসিয়া অতি ভীষণ বেগে ঐ গজের চরণ আক্রমণ করিল। সে মুক্ত হইবার জন্য যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ করিল। করিণীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল, সঙ্গী হস্তীগণ তাহার অধোভাগ বলে আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু ঐ দুরন্ত নক্রের আক্রমণ কিছুতেই বিন্দুমাত্রও শিথিল হইল না। এইরূপে গজ-কুম্ভীরের পরস্পর আক্রমণ ও নিষ্ক্রমণ চেষ্টায় পূর্ণ এক সহস্র বৎসর

অতিবাহিত হইল। গজেন্দ্র ক্রমে অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু ঐ নক্রের শক্তি ও আক্রমণের তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই দারুণ সঙ্কটে পড়িয়া ঐ যূথপতি ভাবিল, আমি হীনবল হইয়া পড়িলাম, আমার যূথস্থ এতগুলি বলবান হস্তীও আমাকে কিছুতেই মুক্ত করিতে পারিতেছে না, সুতরাং নিশ্চয় এই বলশালী শত্রু বিধাতার পাশ স্বরূপে প্রেরিত। সকল অগতির যিনি গতি, আমি এক্ষণে তাঁহার শরণাপন্ন হই, মুক্তির আর অন্য উপায় নাই।

বুদ্ধি দ্বারা এইরূপ নিশ্চিত করিয়া সেই গজপতি তখন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত শিক্ষাবলে মনকে হৃদয়মধ্যে সমাহিত করিয়া এবং পূর্ব্বাভ্যস্ত মন্ত্র জপ করিয়া শ্রীভগবানের স্তোত্র উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল—

ওঁ নমো ভগবতে তস্মৈ যত এতচ্চিদাত্মকং।
পুরুষায়াদিবীজায় পরেশায়াভিধীমহি॥
যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।
যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্॥ ৮।৩।২,৩

—ওঁ চিৎস্বরূপ শ্রীভগবানকে নমস্কার। সেই আদিপুরুষ পরমেশকে একান্ত মনে ধ্যান করি। সমগ্র সত্তা যাহা হইতে উদ্ভূত, যাঁহা দ্বারা ধৃত ও যাঁহাতে স্থিত, যিনি নিজেই এই সমগ্র সত্তারূপী, অথচ যিনি 'ইহা' 'উহা' সংজ্ঞার অতীত এবং স্বয়ংপ্রকাশ, আমি তাঁহাতে প্রপন্ন হইলাম। ইত্যাদি—

হে রাজন্, গজেন্দ্র মূর্ত্তিভেদ বর্ণন না করিয়া এই প্রকারে পরতত্ত্বের স্তব করিল। ব্রহ্মা-আদি দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির অভিমানী, সুতরাং তাঁহারা আসিলেন না। তখন অখিলাত্মা সর্ব্বদেবময় শ্রীহরি স্বয়ং আসিয়া সেই গজপতির নিকট আবির্ভূত হইলেন। গরুড়োপরি উপবিষ্ট চক্রায়ুধ জগন্নিবাসকে দেখিয়া সেই পরমার্ত্ত করিরাজ একটী জলপদ্ম সহ তাহার শুণ্ড উৎক্ষিপ্ত করিয়া "হে অখিলগুরো, হে নারায়ণ, হে ভগবান্" অতিকষ্টে এই বাক্য কয়টী উচ্চারণ করিল। শ্রীভগবান সহসা গরুড় হইতে

অবতরণ করিয়া অবলীলাক্রমে গজেন্দ্রসহ সেই দুষ্ট গ্রাহকে জল হইতে উদ্ধৃত করিলেন, এবং নিজ চক্রদ্বারা সেই গ্রাহের মুখ বিদারিত করিয়া আকাশপথবর্ত্তী কিন্নর ও দেবগণের সমক্ষে গজরাজকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

স্বর্গ হইতে কুশলকুসুমসহ বর্ষিত হইল, দুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য ও জয়গান করিলেন, ঋষি সিদ্ধ চারণগণ সেই মহামহিম পুরুষোত্তমের স্তব করিলেন। মহারাজ, ঐ গ্রাহ নিহত হইয়া এক পরমাশ্চর্য্য রূপ ধারণ করিল, উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরিকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া তাঁহার গুণগান করিল, এবং তাঁহাকে পুনঃ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অন্তর্হিত হইল। রাজন্, হুহু নামক এক গন্ধর্ব্ব দেবলমুনির শাপে গ্রাহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে বিষ্ণুর স্পর্শে শাপমুক্ত হইয়া সে গন্ধর্ব্বলোকে প্রস্থান করিল। আর, ঐ গজরাজ পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে বিখ্যাত দ্রবিড় ভূমির পাণ্ড্যদেশীয় নরপতি ছিলেন। একদিন জিতেন্দ্রিয় মৌনব্রতী সেই রাজা মলয়াচলে তপস্যাকালে শ্রীহরির পূজায় নিরত, এমন সময় সশিষ্য অগস্ত্য তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তখন রহস্য উপাসনায় নিমগ্ন হইয়া তুষ্ণীম্ভূত, সুতরাং সেই মুনির অভ্যর্থনায় অক্ষম হইলেন। অগস্ত্য কুপিত হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন, 'এ অশিষ্ট ব্রাহ্মণাবমাননাকারী রাজা গজের ন্যায় স্তব্ধমতি, সুতরাং এ গজই হউক'। মুনি চলিয়া গেলেন, রাজা ইহাকে দৈব ঘটনা নিশ্চয় করিয়া কুঞ্জরদেহ প্রাপ্ত হইলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপে শ্রীহরির স্পর্শে শাপমুক্ত হইয়া উভয় জন্মের পুণ্যবলে শ্রীভগবানের পার্ষদরূপ পরম গতি লাভ করিলেন।

৫—১২ অধ্যায়

সমুদ্রমন্থন, ইন্দ্র, বলি

শুকদেব বলিলেন, চতুর্থ মনু তামসের কথা বলিয়াছি।

তাহার সহোদর রৈবত পঞ্চম মনু। এই রৈবতমন্বন্তরে শুভ্রের ঔরসে ও বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রমাদেবীর প্রার্থনায় তিনিই সর্ব্বলোকনমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক নির্ম্মাণ করেন। ষষ্ঠ মনু চাক্ষুষ। এই চাক্ষুষ মন্বন্তরে বৈরাজের ঔরসে দেব-সম্ভূতির গর্ভে ভগবান বিষ্ণু অজিত নামে অংশাবতীর্ণ হন। তিনিই সমুদ্রমন্থন করিয়া দেবগণের জন্য অমৃত আহরণ করেন। পরীক্ষিৎ বলিলেন, ভগবন্, সাগরমন্থন ও সেই উপলক্ষে শ্রীভগবানের লীলাকথা সকল শুনিতে আমার বড়ই কুতূহল হইতেছে। শুকদেব বলিলেন, অসুরসহ যুদ্ধে বহু দেবসৈন্য নিহত হইল। দুর্ব্বাসা-শাপেও স্বর্গ শ্রীহীন হইয়া যাগযজ্ঞ লুপ্ত হইল। তখন দেবতারা সকলে সুমেরু পর্ব্বতের উপরে ব্রহ্মার সভায় আসিয়া তাঁহার শরণ লইল। ব্রহ্মা তাহাদিগকে লইয়া ক্ষীরোদসাগর-তীরে বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন এবং বিষ্ণুর স্তব করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, তোমরা অসুরগণের সঙ্গে সন্ধি কর, তারপর মন্দর পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র হইতে অমৃত উৎপাদনের যত্ন কর। বিষ উঠিবে, তাহাতে ভয় পাইও না। যে সকল লোভনীয় বস্তু উঠিবে, তাহাতেও লোভ বা তাহা না পাইলে ক্রোধ করিও না।—দেবগণ অসুরপতি বলির নিকট গিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। বলি সম্মত হইলেন। উভয়পক্ষ সমুদ্র-মন্থনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। অতি কষ্টে মন্দর পর্ব্বত সাগরতীরে আনীত হইল। বাসুকিও রজ্জু হইলেন। কিন্তু সলিলে প্রবেশ-মাত্র আধার না পাইয়া মন্দর জলমগ্ন হইল। শ্রীভগবান্ তখন কচ্ছপশরীর ধারণ করিয়া সেই গিরিকে নিজ পৃষ্ঠের উপর তুলিয়া ধরিলেন। প্রথমেই হলাহল নামক বিষ উত্থিত হইল। দেবতারা ভীত হইয়া মহাদেবের শরণ লইলেন এবং স্তব দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করিলেন। সর্ব্ব প্রাণীর সুহৃদ্ শঙ্কর তখন নিজ পত্নী সতী দেবীকে বলিলেন,—

পুংসঃ কৃপয়তো ভদ্রে সর্ব্বাত্মা প্রীয়তে হরিঃ।

প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচরঃ।
তস্মাদিদং গরং ভুঞ্জে প্রজানাং স্বস্তিরস্তু মে॥ ৮।৭।৪০

—যাহারা আত্মমায়ায় মুগ্ধ ও পরস্পর বৈরভাবে বদ্ধ, যে পুরুষ তাহাদের প্রতি কৃপা করেন, সর্ব্বভূতের আত্মা শ্রীহরি তাঁহার উপর প্রীত হন। ভগবান্ হরি প্রীত হইলে চরাচরসহ আমি প্রীত হই। অতএব আমি এই বিষ পান করিব, আমার প্রজাগণের কল্যাণ হউক।

শঙ্কর ঐ হলাহল পান করিলেন। তীব্র বিষের প্রভাবে তাঁহার কণ্ঠ নীল বর্ণ ধারণ করিল; তদবধি তিনি নীলকণ্ঠ। রাজন্,

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ।
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ॥ ৮।৭।৪৪

—প্রায়শঃ সাধুগণ লোকদুঃখে সন্তপ্ত হইয়া থাকেন। অপরের দুঃখে দুঃখ বোধ করাই অখিলাত্মা পরম পুরুষের আরাধনা।

ঐ মন্থন দ্বারা ক্রমে সুরভি নাম্নী গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব, ঐরাবত নামে বারণরাজ, ঐরাবণ প্রভৃতি আটটী দিগ্‌গজ, কৌস্তুভ নামে পদ্মরাগ মণি, পারিজাত নামে সর্ব্বকামনাপ্রদানকারী তরুরাজ, তৎপর স্বয়ং শ্রীদেবী উত্থিত হইলেন। ঐ দেবী নিজের জন্য উপযোগী আশ্রয় সন্ধান করিয়া দেখিলেন কোথাও তপস্যা আছে ক্রোধজয় নাই (যেমন দুর্ব্বাসা,) কোথাও উচ্চপদ আছে কিন্তু কামজয় নাই (যেমন ব্রহ্মা চন্দ্র প্রভৃতি), কোথাও জ্ঞান আছে কিন্তু অনাসক্তি নাই (যেমন শুক্রাচার্য্য), ধর্ম্ম আছে দয়া নাই (পরশুরাম), দীর্ঘায়ু আছে শীল ও মঙ্গল নাই (মার্কণ্ডেয়)। যাঁহারা সর্ব্ব-গুণ-সঙ্গবর্জ্জিত, তাঁহারা সমাধিনিষ্ঠ (সনকাদি), সুতরাং তাঁহারা সহচর হইতে পারেন না। [বন্ধনীর বাক্যগুলি স্বামীটীকায় দেখুন]। মুকুন্দ আত্মারাম, তথাপি ঐ দেবী তাঁহাকেই বরণ করিলেন। তারপর ঐ মন্থন হইতে সুরা নাম্নী এক কন্যা উদ্ভূত হইলে অসুরেরা ঐ কন্যাকে গ্রহণ করিল। সর্ব্বশেষে অমৃত-কুম্ভ হস্তে মহামতি ধন্বন্তরি উত্থিত হইলেন। অসুরেরা বলপূর্ব্বক ঐ কুম্ভ লইয়া গেল। দেবগণ বিষণ্ণ হইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। তিনি তখন এক পরমাশ্চর্য্য রমণীরূপ ধারণ করিয়া

সেই স্থানে উদিত হইলেন। অসুরগণ কামোন্মত্ত হইয়া এমন মুগ্ধ হইয়া গেল যে ঐ রমণীর নিকট আসিয়া ঐ অমৃতকুম্ভ তাঁহার হস্তে দিয়া বলিল, হে ভামিনী, আমরা এই অমৃতপানে অভিলাষী হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি নিশ্চয় বিধাতাপ্রেরিত, আমাদের আত্মকলহ ভঞ্জন করিয়া অসুরকুলের মঙ্গল বিধান করিয়া দেও। দেব ও অসুরগণকে দুই পৃথক পঙক্তিতে বসাইয়া ঐ মোহিনী অসুরদিগকে প্রিয় বাক্যাদি দ্বারা বঞ্চিত করিয়া দূরস্থ দেবগণকে জরামরণহারিণী সেই সুধা পান করাইলেন। সুচতুর অসুর রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করিয়া দেবপঙক্তিতে বসিয়াছিল, সে অমৃত পান করিল। দেবগণমধ্যে চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুকে চিনিতে পারিয়া তাহার মস্তক চক্রের দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন, কিন্তু সে অমৃত পান করিয়াছিল, সুতরাং মরিল না। সেই আক্রোশে অদ্যাপি রাহু চন্দ্রসূর্য্যের প্রতি ধাবমান হয়। শ্রীভগবান তখন স্ত্রীরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিজরূপ ধারণ করিলেন।

তৎপর দেবাসুরে এক ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। বহু অসুর নিহত হইল। বিরোচনপুত্র বলি দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তুমুল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্র শতপর্ব্ব বজ্র উত্থিত করিয়া বলিলেন, রে মন্দাত্মন্, এই বজ্রের দ্বারা তোর শিরশ্ছেদ করিতেছি, তুই কি প্রতিকার করিবি, কর। বলি বলিলেন,—

সংগ্রামে বর্ত্তমানানাং কালচোদিতকর্ম্মণাম্।
কীর্ত্তির্জয়োঽজয়োমৃত্যুঃ সর্ব্বেষাং স্যুরনুক্রমাৎ ॥
তদিদং কালরশনং জগৎ পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
ন হৃষ্যন্তি ন শোচন্তি তত্র যূয়মপণ্ডিতাঃ ॥
ন বয়ং মন্যমানানামাত্মানং তত্র সাধনম্ ॥
গিরো বঃ সাধুশোচ্যানাং গৃহ্ণীমো মর্ম্মতাড়নাঃ ॥ ৮।১১।৭-৯

—কালপ্রেরিতকর্ম্মা যুদ্ধার্থীদিগের সকলেরই কীর্ত্তি জয় পরাজয় মৃত্যু ক্রম অনুসারে হইয়া থাকে। বিদ্বান্‌গণ এই জগৎকে কালের বশ মনে করিয়া হর্ষ শোকের অধীন হন না। তোমরা অজ্ঞ। তোমাদের মর্ম্মপীড়া-

দায়ক বাক্যসকল সাধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম না, কারণ আমরা নিজদিগকে জয় পরাজয়ের কর্ত্তা বলিয়া মনে করি না।

বলি গতপ্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন দানবগণের প্রভূত ক্ষয় দর্শন করিয়া ব্রহ্মাপ্রেরিত নারদ আসিয়া দেবগণকে নিবৃত্ত করিলেন। অসুরগণ বলিকে লইয়া অস্তপর্ব্বতে গমন করিল। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী বিদ্যাদ্বারা তাহাকে জীবিত ও সবল করিলেন। লোকতত্ত্বে বিচক্ষণ বলি পরাজয়েও কিছুমাত্র খিন্ন হইলেন না—'পরাজয়েঽপি নাখিদ্যল্লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ'। ৮/১১/৪৭

১৩—১৪ অধ্যায়

৭ম হইতে ১৪শ মনু — মনুদের কার্য্য

ষষ্ঠ মনুর সময় এই সব ঘটনা হয়, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিবস্বানের পুত্র 'শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু, তিনিই বর্ত্তমান মনু। এই মন্বন্তরেও প্রজাপতি কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে শ্রীভগবান্ জন্ম গ্রহণ কবিয়াছেন। তিনি অদিতিপুত্রগণের সর্ব্বকনিষ্ঠ বামনরূপধারী বিষ্ণু। ইনিই ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞাছলে অসুরপতি বলিকে নিগৃহীত করিয়া পরে তাহাকে কৃপা করেন। অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনু হইবেন। তখন দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ভে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সার্ব্বভৌম নামে খ্যাত হইবেন। ভূতকেতু নবম মনু হইবেন। ঐ মন্বন্তরে আয়ুষ্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ভগবান্ ঋষভ নামে পরিচিত হইবেন। দশম মন্বন্তরে বিশ্বসৃকের গৃহে বিসূচীর গর্ভে অংশে জন্ম লইয়া বিষ্বক্সেন নাম ধারণ করিবেন। একাদশ মন্বন্তরে ধর্ম্মসাবর্ণি মনু হইবেন, শ্রীভগবান্ একাংশে আর্য্যকের গৃহে জন্ম লইয়া ধর্ম্মসেতু নামে প্রসিদ্ধ হইবেন। দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবর্ণির সময় সত্যসহার ঔরসে সুনৃতার গর্ভে জন্মিয়া শ্রীহরি স্বধামা নামে খ্যাত হইবেন। ইন্দ্রসাবর্ণি চতুর্দ্দশ মনু হইবেন।

সত্রায়ণ ও বিশতার পুত্র বৃষদ্ভানুরূপে জন্ম লইয়া ভগবান্ ক্রিয়া-কলাপ বিস্তার করিবেন। এই চৌদ্দটী মনুর কাল এক কল্প। মনুগণ তত্তৎ মন্বন্তরের অবতারগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং চতুর্যুগান্তে কালপ্রভাবে নষ্ট শ্রুতির পুনরুদ্ধার ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। প্রতি মন্বন্তরে ইন্দ্র ত্রৈলোক্য পালন ও পর্য্যাপ্ত বারি-বর্ষণ করেন এবং ভগবদ্দত্ত ত্রৈলোক্যসম্পদ ভোগ করেন। শ্রীভগবান্ প্রতিযুগে সনকাদি সিদ্ধরূপ ধারণ করিয়া জ্ঞান, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরূপে কর্ম্ম ও দত্তাত্রেয়াদি যোগেশরূপে যোগ উপদেশ করেন। তিনিই প্রজাপতিরূপ ধারণ করিয়া সৃষ্টি, রাজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজা পালন এবং কালরূপী হইয়া প্রজা সংহার করেন।

১৫—২৩ অধ্যায়

বলি, অদিতি, কশ্যপ, বামন

পরীক্ষিৎ বলিলেন, ভগবন্, আপনি বলির নিকট শ্রীহরির ভূমি-যাচ্ঞাদি বিষয় যে বলিয়াছেন, সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার বিস্তারিত করিয়া আমাকে বলুন। শুকদেব বলিলেন—রাজন্, সমুদ্রমন্থন-লব্ধ অমৃতবণ্টনের পর দেবাসুরের তুমুল সংগ্রামে বলি প্রাণহীন হইয়া শুক্রাচার্য্যের বিদ্যাপ্রভাবে সঞ্জীবিত হইলেন, একথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি (১১৫ পৃঃ)। বিরোচনপুত্র বলি সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণদ্বারা বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞের হুতাশন হইতে রথ অশ্ব ধ্বজ ধনু তূণীর এবং কবচ উত্থিত হইল। পিতামহ প্রহ্লাদ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে অম্লান পুষ্পমালা এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে এক দিব্য শঙ্খ প্রদান করিলেন। বলি পিতামহের পাদ গ্রহণ করিয়া নমস্কার করিলেন। তৎপর সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে উদ্ভূত রথে আরোহণ করিলেন, দিব্যাস্ত্রসমূহদ্বারা সুসজ্জিত হইয়া বিপুল

অসুর-বাহিনীসহ ইন্দ্রপুরী অবরোধ করিলেন এবং মহাস্বন সেই শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রকে বলিলেন, বলিকে এখন স্বয়ং শ্রীহরি ব্যতীত কেহই নিরস্ত করিতে পারিবে না। অতএব তোমরা সকলে এখন অদৃশ্য থাকিয়া কাল প্রতীক্ষা কর। দেবগণ তাহাই করিলেন, বলি দেব-রাজধানী অধিকার করিয়া শত অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। দেবমাতা অদিতি স্বামিত্যক্ত আশ্রমে অনাথার ন্যায় পরিতপ্তা হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদা সমাধি-নিবৃত্ত হইয়া অদিতিপতি কশ্যপ অরণ্য হইতে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি পত্নীকে দীনমনে উপবিষ্টা ও আশ্রমকে নিরানন্দ দেখিয়া পত্নীকে বলিলেন, ভদ্রে, কোন অমঙ্গল হয় নাই ত? তোমার পুত্রগণের কুশল ত? কোন অতিথি আশ্রমে আসিয়া কি অনাদৃত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন? কারণ,

গৃহেষু যেষ্বতিথয়ো নার্চ্চিতাঃ সলিলৈরপি।
যদি নির্যাতি তে নূনং ফেরুরাজগৃহোপমাঃ॥ ৮।১৬।৭

—যে সকল গৃহে অতিথিগণ আসিয়া জলদ্বারাও অভ্যর্থিত না হইয়া ফিরিয়া যান, সেই সকল গৃহ শৃগালের বিবরতুল্য।

অদিতি বলিলেন, হে সুব্রত, সপত্নগণ আমার পুত্রগণের সমস্ত শ্রী হত করিয়াছে, রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছে, আপনি তাহাদিগকে রক্ষা করুন।

এবমভ্যর্থিতোঽদিত্যা কস্তামাহ স্ময়ন্নিব।
অহো মায়াবলং বিষ্ণোঃ স্নেহবদ্ধমিদং জগৎ॥
ক্ব দেহো ভৌতিকো নাত্মা ক্ব চাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ।
কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্॥ ৮।১৬।১৮,১৯

—হে রাজন্, অদিতি এইরূপ বলিলে প্রজাপতি কশ্যপ যেন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, অহো, বিষ্ণুর মায়া কি বলবতী, এই জগৎ স্নেহে বদ্ধ। এই ভূতাদি নির্ম্মিত দেহই বা কোথায় আর প্রকৃতির অতীত আত্মাই বা কোথায়? পতি পুত্রাদি কে কাহার? মোহই এই সকলের একমাত্র কারণ।

ভদ্রে, সর্ব্বভূতাত্মা জগদ্‌গুরু বাসুদেবের আরাধনা কর—

অমোঘা ভগবদ্ভক্তির্নেতরেতি মতির্মম। ৮।১৬।২১

—ভগবদ্‌ভক্তিই নিশ্চিত ফলপ্রদ, আর সকলই বৃথা, ইহাই আমার ধারণা। তখন কশ্যপ পয়োব্রত নামে এক ব্রত নিষ্ঠার সহিত ধারণ করিতে অদিতিকে উপদেশ দিলেন, এবং ঐ ব্রতের স্তব বলিয়া দিলেন। উহার নিয়মাদি মধ্যে ইহাও বলিলেন—

বর্জ্জয়েদসদালাপং ভোগানুচ্চাবচাংস্তথা।
অহিংস্রঃ সর্ব্বভূতানাং বাসুদেবপরায়ণঃ। ৮।১৬ ৪৯

—অসদালাপ এবং উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট উভয়বিধ ভোগ পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বভূতে অহিংস ও বাসুদেবপরায়ণ হইবে।

এইরূপে তাঁহার পূজা করিলে শ্রীভগবান্ নিশ্চয় তোমার অভীষ্ট পূরণ করিবেন।—অদিতি মনকে একাগ্র বুদ্ধি দ্বারা অখিলাত্মা বাসুদেবে সমাহিত করিয়া নিষ্ঠার সহিত ঐ ব্রত আচরণ করিলেন। হে তাত, শ্রীভগবান আদিপুরুষ তখন অদিতির নিকট প্রাদুর্ভূত হইলেন। অদিতি—

তং নেত্রগোচরং বীক্ষ্য সহসোত্থায় সাদরম্।
ননাম ভুবি কায়েন দণ্ডবৎ প্রীতিবিহ্বলা॥ ৮।১৭।৫

—তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া সাদরে সহসা গাত্রোত্থান করিলেন, এবং প্রীতিবিহ্বল হইয়া শরীর দ্বারা দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন।

তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। আনন্দাশ্রুতে নেত্রদ্বয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে নয়নধারা রুদ্ধ করিয়া সমীপস্থ সেই জগৎপতির অপরূপ রূপরাশি পান করিতে করিতে অদিতি প্রীতি-গদগদ বাক্যে ধীরে ধীরে তাঁহার স্তব করিলেন। পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি বলিলেন, হে দেবমাতঃ, পুত্রদিগের জন্য ব্যথিত হইয়াছ। বিক্রমপ্রকাশ দ্বারা অসুরগণ এখন পরাজিত হইবে না। আমি অংশে তোমার পুত্রত্ব গ্রহণ করিয়া তোমার পুত্রগণকে রক্ষা করিব। এই দেবগুহ্য বৃত্তান্ত কাহারও নিকট

প্রকাশ করিও না।—এই বলিয়া শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলেন। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে অদিতির গর্ভে ভগবান্ বামনদেবের জন্ম হইল। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা আসিয়া সেই উরুগায়ের স্তব করিলেন। তিনি বটুরূপ ধারণ করিলেন। উপনয়নকালে সবিতৃদেব তাঁহাকে সাবিত্রী মন্ত্র বলিলেন, বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত, পিতা কশ্যপ মেখলা, ভূমি কৃষ্ণাজিন, সোম দণ্ড, মাতা অদিতি কৌপীন, স্বর্গ ছত্র, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ কুশ, সরস্বতী অক্ষমালা, কুবের ভিক্ষাপাত্র ও ভগবতী উমা ভিক্ষা প্রদান করিলেন। সেই বামনদেব সজল কমণ্ডলু ও ছত্র ধারণ করিয়া প্রতিপদক্ষেপে ভূমিকে অবনমিত করিতে করিতে নর্ম্মদার উত্তরতীরে ভৃগুকচ্ছ নামক বলির যজ্ঞক্ষেত্রে অরুণ-রাগ-রঞ্জিত রবিমণ্ডলের ন্যায় আসিয়া উদিত হইলেন। ঋত্বিকগণ ও যজমান অসুরপতি সেই তেজোদৃপ্ত অভিনব মূর্ত্তি দেখিয়া প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। বলি তাঁহার পাদদ্বয় স্বয়ং ধৌত করিয়া দিয়া পাদশৌচ জল মস্তকে ধারণ করিলেন, এবং বলিলেন,—

অদ্য নঃ পিতরস্তৃপ্তা অদ্য নঃ পাবিতং কুলম্।
অদ্য স্বিষ্টঃ ক্রতুরয়ং যদ্ ভবানাগতো গৃহান্॥
অদ্যাগ্নয়ো মে সুহুতা যথাবিধি দ্বিজাত্মজ ত্বচ্চরণাবনেজনৈঃ।
হতাংহসো বার্ভিরিয়ঞ্চ ভূরহো তথা পুনীতা তনুভিঃ পদৈস্তব॥
যদ্যদ্ বটো বাঞ্ছসি তৎ প্রতীচ্ছ মে ত্বামর্থিনং বিপ্রসুতানুতর্কয়ে।
গাং কাঞ্চনং গুণবদ্ধামমৃষ্টং তথান্নপেয়মুত বা বিপ্রকন্যাম্।
গ্রামান্ সমৃদ্ধাংস্তুরগান্ গজান্ বা রথাংস্তথার্হত্তম সংপ্রতীচ্ছ॥

—অদ্য আমার পিতৃগণ তৃপ্ত হইলেন. অদ্য আমার কুল পবিত্র হইল। অদ্য আমার এই যজ্ঞ অতি উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইল, যেহেতু আপনি আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন। আমার অগ্নিসমূহ যথাবিধি হুত হইলেন, আপনার পদজলে আমার সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল, এই ভূমি আপনার ক্ষুদ্র পদন্যাসে পূত হইল। হে বটু, আপনি যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা গ্রহণ করুন, আপনাকে প্রার্থী মনে হইতেছে। হে পূজ্যতম, গো সুবর্ণ

উৎকৃষ্ট গৃহ সুমিষ্ট অন্ন পানীয় বিপ্রকন্যা ভূরি ভূরি সমৃদ্ধ গ্রাম অশ্ব হস্তী, যাহা আপনার অভিলষিত, তাহাই গ্রহণ করুন। ৮।১৮।৩০, ৩১, ৩২

বামনদেব বলিলেন, জনদেব, তোমার এই বাক্য সুনৃত, ধর্ম্মযুক্ত এবং তোমার কুলোচিত। তোমার বংশে এ যাবৎ এমন নিঃসত্ত্ব কৃপণ কেহ জন্মে নাই যে প্রতিশ্রুতি দিয়া কোন ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ—মহাভাগবত প্রহ্লাদের ত কথাই নাই—তোমার পিতা বিরোচনও নিজ শত্রু দেবগণকে ছদ্মবেশধারী জানিতে পারিয়াও আপন পরমায়ু দান করিয়াছিলেন। তুমি পূর্ব্বপুরুষ ও মহাপুরুষগণের আচরিত ধর্ম্মই অবলম্বন করিয়াছ। তোমার নিকট আমার এই পদের পরিমিত তিনপদ ভূমি প্রার্থনা করিতেছি। আর কিছু চাহিব না। যাবন্মাত্র প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিলে বিদ্বান্ ব্যক্তি পাপভাজন হন না। বলি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ বটু, তোমার বুদ্ধি নিতান্তই বালকের ন্যায়। ত্রিলোকের একেশ্বর আমার নিকট তুমি এ কি চাহিলে? আমাকে যাচ্ঞা করিয়া কাহাকেও কখনই অপরের নিকট আর কোন প্রার্থনা করিতে হয় নাই। তুমি অন্ততঃ জীবিকাধারণোপযোগী ভূমি গ্রহণ কর। বামন বলিলেন, রাজন্, আমি শুনিয়াছি পৃথু গয়াদি সপ্তদ্বীপাধিপতি রাজগণও তৃষ্ণার অন্ত প্রাপ্ত হন নাই।—

যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তুষ্টো বর্ত্ততে সুখম্।
নাসন্তুষ্টস্ত্রিভির্লোকৈরজিতাত্মোপসাদিতৈঃ॥
পুংসোঽয়ং সংসৃতের্হেতুরসন্তোষোঽর্থকাময়োঃ।
যদৃচ্ছয়োপপন্নেন সন্তোষো মুক্তয়ে স্মৃতঃ॥
যদৃচ্ছালাভতুষ্টস্য তেজো বিপ্রস্য বর্দ্ধতে।
তৎ প্রশাম্যত্যসন্তোষাদম্ভসেবাশুশুক্ষণিঃ॥
তস্মাৎ ত্রীণি পদান্যেব বৃণে ত্বদ্বরদর্ষভাৎ।
এতাবতৈব সিদ্ধোঽহং বিত্তং যাবৎ প্রয়োজনম্॥ ৮।১৯।২৪-২৭

—যে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত বস্তুতে সন্তুষ্ট, সে-ই সুখী। অসন্তুষ্ট অজিতেন্দ্রিয়

ব্যক্তি ত্রিভুবন লাভ করিলেও সুখী হয় না। অর্থ ও কামনাবিষয়ে যে অসন্তোষ, তাহাই সংসারে পুনঃপুনঃ গমনাগমনের কারণ। আপনা হইতে উপস্থিত বস্তুতে সন্তোষই মুক্তির কারণ। সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণের তেজ বর্দ্ধিত হয়। বহ্নি যেমন জল দ্বারা নির্ব্বাপিত হয়, ব্রহ্মতেজও তেমন অসন্তোষের দ্বারা বিনষ্ট হয়। অতএব হে বরদশ্রেষ্ঠ, তোমার নিকট তিন পাদ ভূমি মাত্রই প্রার্থনা করি, ইহাতেই আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, প্রয়োজন-পরিমাণ বিত্তই নিতে হয়।

বলি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ভগবন্, তবে আপনার ইচ্ছানুরূপই গ্রহণ করুন,—এই বলিয়া ভূমি দান জন্য জলপাত্র গ্রহণ করিলেন। তখন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য রাজাকে বাধা দিয়া বলিলেন, মহারাজ, এই বামনরূপী ব্রাহ্মণ স্বয়ং বিষ্ণু, মায়াবলে তোমার স্থান শ্রী যশ বিদ্যা সমস্ত আচ্ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন। ইনি বিশ্বকায়, ত্রিপদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিবেন। হে মূঢ়, বিষ্ণুকে সর্ব্বস্ব দান করিয়া তুমি কিরূপে জীবন ধারণ করিবে? নিশ্চয়ই সমগ্র দৈত্যকুলের মহা অনর্থ উপস্থিত হইল। আর, তিনলোক দিয়াও বিষ্ণুর ত্রিপাদ পূরণ করিতে অক্ষম হইয়া প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অপরাধে তুমি নিরয়গামী হইবে। আরও দেখ,

> ন তদ্দানং প্রশংসন্তি যেন বৃত্তির্বিপদ্যতে।
> দানং যজ্ঞস্তপঃ কর্ম্ম লোকে বৃত্তিমতো যতঃ॥
> ধর্ম্মায় যশসেঽর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
> পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে॥ ৮।১৯।৩৬, ৩৭

—যে দানে দাতার জীবিকা বিপন্ন হয়, পণ্ডিতেরা সেরূপ দানের প্রশংসা করেন না। দান যজ্ঞ তপস্যা পূজাদি বৃত্তিমান লোকেরাই করিতে পারেন। ধর্ম্ম যশ অর্থ কাম ও স্বজন এই পাঁচভাগে বিত্তকে বিভক্ত করিলে, ইহ-পর উভয় লোকে সুখ হইয়া থাকে।

> স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
> গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতং॥ ৮।১৯।৪৩

—স্ত্রীসমীপে, পরিহাসবাক্যে, বিবাহবিষয়ে, জীবিকার নিমিত্ত, প্রাণ-

সঙ্কটকালে, গোব্রাহ্মণের হিতার্থে এবং কাহারও প্রাণহিংসা নিবারণার্থ মিথ্যা-কথন দোষের নহে।

বলি গুরুর এই বাক্য শুনিয়া ক্ষণকাল তুষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, ভগবন্, গৃহস্থদের যে ধর্ম্ম আপনি বলিলেন তাহা যথার্থ, কিন্তু—

স চাহং বিত্তলোভেন প্রত্যাচক্ষে কথং দ্বিজম্।
প্রতিশ্রুত্য দদামীতি প্রাহ্লাদিঃ কিতবো যথা॥
ন হ্যসত্যাৎ পরোঽধর্ম্ম ইতি হোবাচ ভূরিয়ম্।
সর্ব্বং সোঢ়ুমলং মন্যে ঋতেঽলীকপরং নরম্॥
নাহং বিভেমি নিরয়ান্নাধন্যাদসুখার্ণবাৎ।
ন স্থানচ্যবনান্মৃত্যোর্যথা বিপ্রপ্রলম্ভনাৎ॥
যদ্ যদ্ ধাস্যতি লোকেঽস্মিন্ সম্পরেতং ধরাদিকম্।
তস্য ত্যাগে নিমিত্তং কিং বিপ্রস্তুষ্যেন্ন তেন চেৎ॥
শ্রেয়ঃ কুর্ব্বন্তি ভূতানাং সাধবো দুস্ত্যজাসুভিঃ।
দধ্যঙ্শিবিপ্রভৃতয়ঃ কো বিকল্পো ধরাদিষু॥ ৮।২০।৩-৭

—প্রহ্লাদের বংশধর আমি 'দিব' বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া বিত্তলোভে বঞ্চকের ন্যায় কি করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করিব? পৃথিবী বলিয়াছেন, অসত্য হইতে অধিক অধর্ম্ম আর নাই, অসত্যপর নর ছাড়া অন্য সকলের ভারই সহ্য করিতে পারি। আমি ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করা যেরূপ ভয় করি, নরক হইতে কিম্বা সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আকর দারিদ্র্য হইতে, স্থানচ্যুতি হইতে এমন কি মৃত্যু হইতেও তেমন ভয় করি না। যে দানে ব্রাহ্মণ তুষ্ট হন না, সে দান বিফল। অতএব এই ব্রাহ্মণের প্রার্থিত সকল দানই আমার কর্ত্তব্য। দধীচি শিবি প্রভৃতি দুস্ত্যজ প্রাণ দ্বারা প্রাণীগণের সেবা করিয়াছেন। সামান্য ভূমির কি কথা!

দুরন্ত কাল আমার পূর্ব্ববর্ত্তী দৈত্যগণের সকলকেই নিঃশেষে গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের অর্জ্জিত যশোরাশিকে অদ্যাপি কিঞ্চিন্মাত্র ম্লান করিতে পারে নাই। যুদ্ধে প্রাণত্যাগ বীর-সুলভ, কিন্তু সৎপাত্র গৃহে উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধাসহকারে দান করে, এমন পুরুষ দুর্লভ। সামান্য যাচকের অভিলাষপূরণে

দৈন্য উপস্থিত হইলেও তাহা উদারচেতা পুরুষের পক্ষে শোভন। আপনাদের ন্যায় ব্রহ্মবিদ্‌গণের যাচ্ঞা পূরণে দারিদ্র্য লাভ ত মহাসৌভাগ্য। সুতরাং ইনি বিষ্ণুই হউন আর শক্রই হউন, আমি এই বটুর প্রার্থিত ভূমি দান করিব।

যদ্যপ্যসাবধর্ম্মেণ মাং বধ্নীয়াদনাগসম্।
তথাপ্যেনং ন হিংসিষ্যে ভীতং ব্রহ্মতনুং রিপুম্॥ ৮।২০।১২

—নিরপরাধ আমাকে যদি ইনি অধর্ম্মপূর্ব্বক বন্ধনও করেন, তথাপি আমি ব্রাহ্মণরূপী এই যাচক শত্রুকে হিংসা করিব না।

শুক্রাচার্য্য তখন সেই সত্যসন্ধ মনস্বীকে দৈবপ্রেরিত হইয়া অভিশাপ করিলেন, তুমি আমার শাসন অতিক্রম করিলে, সুতরাং অচিরে শ্রীভ্রষ্ট হইবে।

এবং শপ্তঃ স্বগুরুণা সত্যান্ন চলিতো মহান্।
বামনায় দদাবেনামর্চ্চিত্বোদকপূর্ব্বকম্॥ ৮।২০।১৬

—এইরূপে স্বীয় গুরুদ্বারা অভিশপ্ত হইয়াও সেই মহাত্মা সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না। সেই বামনকে অর্চ্চনা করিয়া ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক জল দান করিলেন।

মুক্তাভরণভূষিতা বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী অমনি জলপূর্ণ একটী সুবর্ণকুম্ভ তথায় আনয়ন করিলেন।

যজমানঃ স্বয়ং তস্য শ্রীমৎপাদযুগং মুদা।
অবনিজ্যাবহন্ মূর্দ্ধ্নি তদপো বিশ্বপাবনীঃ॥ ৮।২০।১৮

—তখন যজমান স্বয়ং সেই শ্রীমৎপাদযুগল সানন্দে প্রক্ষালিত করিয়া বিশ্বপাবন সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন।

দেবগন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিদ্যাধর চারণগণ স্বর্গ হইতে পরম হর্ষে কুসুম বর্ষণ করিলেন, সহস্র সহস্র দুন্দুভি নিনাদিত হইয়া উঠিল, কিন্নর কিম্পুরুষগণ এই বলিয়া গান করিতে লাগিলেন, অহো, জানিয়া শুনিয়া শত্রুকে ত্রিলোক দান করিয়া অসুরেশ্বর বলি আজ কি সুদুষ্কর কার্য্য করিলেন।—বলি ঋত্বিক সদস্যগণসহ তখন সেই মহৈশ্বর্য্যশালী ব্রাহ্মণবটুর দেহে ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব দেখিতে

পাইলেন। তাঁহার মস্তকে স্বর্গ, কেশে মেঘ, কর্ণদ্বয়ে দিক্‌সমূহ, চক্ষুর্দ্বয়ে সূর্য্য, ভ্রূদ্বয়ে নিষেধ ও বিধি, দুই পক্ষে দিবা ও রাত্রি, কণ্ঠদেশে সামবেদাদি সমস্ত শব্দ, ললাটে মন্যু, রসনায় বরুণ, বদনে বহ্নি, অধরে লোভ. হাস্যে মায়া, গাত্রে স্থাবর জঙ্গম ভূত সমূহ, রোম সকলে ওষধিগণ, নাড়ীতে নদী, নখে শিলা, পৃষ্ঠে অধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়সকলে দেবতা ও ঋষিগণ, জঙ্ঘাদ্বয়ে পর্ব্বত, জানুদেশে পক্ষী সকল, উরুদ্বয়ে মরুদ্‌গণ, পদদ্বয়ে ধরণী, পদতলে রসাতল, স্পর্শে কাম, শুক্রে জল, পাদন্যাসে যজ্ঞ ও ছায়ায় মৃত্যু দেখিতে পাইলেন। শ্রীহরি মধুকর-নিকরযুক্ত বনমালায় বিভূষিত হইয়া অতিশয় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তারপর, এক পদে বলির সকল ভূমি, শরীরে আকাশ ও বাহুতে দিক্‌সকল আক্রমণ করিলেন। হে রাজন্, সেই ভগবান্ যখন দ্বিতীয় পদ ক্ষেপণ করিলেন, তখন স্বর্গ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তৃতীয় পদের জন্য আর অণুমাত্র স্থান রহিল না। ঐ দ্বিতীয় পদ মহর্লোক ও তপোলোকের উপরিস্থিত সত্যলোক স্পর্শ করিল।

শ্রীভগবান্ বামনদেবের দ্বিতীয় চরণ সত্যলোকে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাদি দেবগণ নানা উপহার দ্বারা দুন্দুভিবাদ্য নৃত্যগীত সহকারে সেই পাদপদ্মের পূজা ও স্তব করিতে লাগিলেন। এ দিকে অসুরগণ সেই ব্রাহ্মণবটুদ্বারা স্বীয় প্রভুকে নির্জ্জিত দেখিয়া নানা অস্ত্রসহ তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। বিষ্ণুর অনুচরগণ তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। তখন বলি কহিলেন, হে অসুরগণ, কাল আমাদের প্রতিকূল, তোমরা নিরস্ত হও। তাহারা তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া রসাতলে প্রবেশ করিল। পক্ষীরাজ গরুড় প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিকে বারুণপাশে বদ্ধ করিল। স্বর্গ ও পৃথিবীতে তুমুল হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। বামনদেব বলিলেন, হে অসুর, আমার দুই পদে সমুদয় মহী আক্রান্তা হইয়াছে, এখন তৃতীয় পদের জন্য স্থান প্রদান কর। তুমি নিজেকে আঢ্য মনে করিয়া দানের অঙ্গীকার করিয়াছ, সেই

অঙ্গীকার পূরণ করিতে পারিলে না। সুতরাং প্রতারণা করিলে, অতএব তোমার নিজ গুরুর কথামতই এক্ষণে কিছুকাল নরক ভোগ কর। কারণ,

বৃথা মনোরথস্তস্য দূরঃ স্বর্গঃ পতত্যধঃ।
প্রতিশ্রুতস্যাদানেন যোঽর্থিনং বিপ্রলম্ভতে॥ ৮।২১।৩৩

—প্রতিশ্রুত বস্তু দান না করিয়া যে অর্থীকে বঞ্চনা করে, তাহার মনোরথ নিষ্ফল হয়, তাহার স্বর্গ দূরগত, তাহার অধঃপতন হয়।

বলি বলিলেন, হে উত্তমঃশ্লোক, আমার বাক্য কদাপি মিথ্যা হইবেনা, আমি আপনার তৃতীয় পদের জন্য স্থান দিতেছি—আমার এই মস্তকই সেই স্থান—'পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজং'। পদচ্যুতি পাশবন্ধন বা নরককেও আমি ভয় করি না, কিন্তু অপযশ দ্বারা আমি বড়ই উদ্বিগ্ন হই। আপনার প্রদত্ত দণ্ডকে আমি শ্লাঘ্যই মনে করি, কারণ আপনি এই দণ্ডের দ্বারা মদমত্ত অসুরগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া আমাদের পরোক্ষ গুরুর কার্য্য করিলেন। আপনার প্রতি বৈরভাব অবলম্বন দ্বারা যে সিদ্ধি লভ্য, অসুরগণ অদ্য তাহা প্রাপ্ত হইলেন—

কিমাত্মনানেন জহাতি যোঽন্ততঃ কিং রিকৃথহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ।
কিং জায়য়া সংসৃতিহেতুভূতয়া মর্ত্ত্যস্য গেহৈঃ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ॥ ৮।২২।৯

—অন্তে যে দেহ অবশ্য ত্যাগ করিবে, তাহাতে কি প্রয়োজন? বিত্তাপহারী স্বজনরূপ দস্যুগণেই বা কি প্রয়োজন? যে স্ত্রী সংসারের হেতু স্বরূপ, তাহাতেই বা কি প্রয়োজন? উহাতে কেবল আয়ুরই ক্ষয় হয়।

আমার অগাধবোধ মহান্ পিতামহ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জনসঙ্গে ভীত হইয়া স্বপক্ষক্ষয়কারী আপনার অকুতোভয় ধ্রুব পাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়াছিলেন। যে সম্পদে মুগ্ধ হইয়া জীব কৃতান্তকে সতত নিকটবর্ত্তী জানিয়াও জানিতে পারে না, আমি আপনার দ্বারা বলপূর্ব্বক সেই সম্পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আপনার নৈকট্য প্রাপ্ত হইলাম, এ আমার কি সৌভাগ্য!—শুকদেব বলিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, তখন তারানাথ পূর্ণ শশধরের ন্যায় ভগবৎ-

প্রিয় প্রহ্লাদ সে স্থানে আসিয়া সহসা উদিত হইলেন। পাশবদ্ধ ইন্দ্রসেন বলি প্রদীপ্ত সুভগ উন্নতদেহ পিতামহকে দেখিয়া পূজোপহার দিতে সমর্থ হইলেন না, কেবল অশ্রুবিলোল নয়নে মস্তক নমিত করিয়া ব্রীড়াজড়িত অধোমুখে অবস্থান করিয়া রহিলেন। পুলকাশ্রুবিহ্বল মহামনা প্রহ্লাদ ভূলুণ্ঠিতমস্তকে শ্রীহরির নিকট নিবেদন করিলেন, ভগবন্‌, আপনিই বলিকে এই ইন্দ্রপদ দিয়াছিলেন, আপনিই অদ্য সেই মোহকর সম্পদ প্রত্যাহার করিলেন, ইহা অপেক্ষা উহার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—

ক্রীড়ার্থমাত্মন ইদং ত্রিজগৎ কৃতং তে স্বাম্যন্তু তত্র কুধিয়োঽপর ঈশ কুর্য্যুঃ।
কর্ত্তুঃ প্রভোস্তব কিমস্যত আবহন্তি ত্যক্তহ্রিয়স্ত্বদবরোপিতকর্তৃবাদাঃ ॥ ৮।২২।২০

—হে ঈশ্বর, আপনি নিজ ক্রীড়ার্থ এই ত্রিভুবন রচনা করিয়াছেন। কুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ ইহার উপর প্রভুত্বের অভিমান করে। যে নির্লজ্জগণ আপনার কর্তৃত্ব না মানিয়া 'আমরা কর্ত্তা' বলিয়া অহঙ্কার করে, তাহাদের এমন কি সাধ্য আছে যে আপনাকে আবার দান করিবে?

ব্রহ্মা বলিলেন হে ভূতেশ, এই হৃতসর্ব্বস্ব বলিকে মোচন করুন। এ নিগ্রহযোগ্য নহে, সত্যরক্ষার জন্য অকাতরে সর্ব্বসম্পদ সহ নিজেকে পর্য্যন্ত দান করিয়াছে। শ্রীভগবান বলিলেন,

ব্রহ্মন্‌ যমনুগৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্‌।
যন্মদঃ পুরুষঃ স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে ॥ ৮।২২।২৪

—হে ব্রহ্মন্‌, আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহাকে সকল সম্পদ হইতে বঞ্চিত করি। কারণ, পুরুষ সম্পদে মত্ত ও অবিনীত হইয়া সমস্ত লোককে, এমন কি আমাকেও, অবজ্ঞা করে।

ব্রহ্মন্‌, দৈত্যদানবকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধন এই বলি দুর্জ্জয়া মায়াকে জয় করিয়াছে। জ্ঞাতিগণ ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, গুরু ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিয়াছেন, আমার ছলনা বুঝিতে পারিয়াও এই সুব্রত সত্যকে পরিত্যাগ করে নাই। আমি ইহাকে দেবদুর্লভ

স্থান প্রদান করিতেছি, সাবর্ণি মন্বন্তরে ইনি ইন্দ্র হইবেন, তাবৎকাল ইনি সুতলে বাস করুন। হে বলি, সেখানে দেব মানব কেহ তোমাকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। আমি অনুচরবর্গ সহ তোমাকে রক্ষা করিব। তুমি সতত আমাকে সেইস্থানে সন্নিহিত দেখিতে পাইবে। তোমার মঙ্গল হউক।

পাশমুক্ত প্রীতিপ্রফুল্ল বলি বলিলেন, আপনি লোকপাল অমরগণের অলব্ধপূর্ব্ব অনুগ্রহ এই নীচ অসুরের প্রতি অর্পণ করিলেন। এই বলিয়া শ্রীহরি ব্রহ্মা ও মহাদেবকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া বলি অনুচরবর্গ সহ সুতলে প্রবেশ করিলেন। প্রহ্লাদ বলিলেন, প্রভু, আপনি এই খলযোনি অসুরগণের দুর্গপালত্ব স্বীকার করিলেন, এ অনুগ্রহ ব্রহ্মা লক্ষ্মী বা দেবদেব মহাদেবও লাভ করিতে পারেন নাই। আপনার ভক্তবাৎসল্যের কি অপূর্ব্ব মহিমা! শ্রীভগবান বলিলেন, বৎস প্রহ্লাদ, তুমি পৌত্রসহ সুতলস্থ আলয়ে গিয়া বাস কর। সেখানে গদাহস্তে নিয়ত আমাকে অবস্থিত দেখিতে পাইবে। সেখানে গিয়া তুমি পৌত্রসহ জ্ঞাতিগণের আনন্দ বর্দ্ধন কর। প্রহ্লাদ ভগবানের অনুমতি লইয়া সুতলে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভগবানের আদেশ-ক্রমে শুক্রাচার্য্য বলির যজ্ঞচ্ছিদ্র পূর্ণ করিয়া দিলেন। বামনদেব বলি হইতে প্রাপ্ত সমস্ত রাজ্য ইন্দ্রকে দান করিলেন। ইন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা বামনকে লোকপালগণের অধিপতি করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে নিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

২৪ অধ্যায়

মৎস্য-অবতার, সত্যব্রত বা বৈবস্বত মনু

[৪১ পৃঃ বরাহ এবং ১১২ পৃঃ কূর্ম্ম অবতাররূপে লীলা বর্ণিত হইয়াছে।] রাজা পরীক্ষিৎ এক্ষণে মৎস্য অবতারের

বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। শুকদেব বলিলেন, ব্রহ্মার নিদ্রাকালীন যখন নৈমিত্তিক প্রলয় হইল, তখন ভূরাদি লোক-সকল সাগরসলিলে নিমগ্ন হইল, বেদসকল দানবশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীব অপহরণ করিল। সত্যব্রত নামে রাজর্ষি কৃতমালা নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন, তাঁহার অঞ্জলিস্থ জলে একটী শফরী দৃষ্ট হইল। রাজা তাহাকে নদীর জলে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলে সে বলিল, আমি বিপন্না, আমাকে আশ্রয় দিন। রাজা তাহাকে কমণ্ডলুতে রাখিয়া আশ্রমে নিয়া গেলেন। ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সে বৃহদাকার জলাশয়েও থাকিতে পারিল না। রাজা তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে সে বলিল, আমাকে সমুদ্রে ফেলিবেন না, মকরাদি বলবান জন্তুগণ খাইয়া ফেলিবে। রাজা তখন এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া ঐ শফরীকে স্বয়ং শ্রীহরির অবতার বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, এবং অবনতমস্তকে স্তব করিয়া বলিলেন, প্রভু, আপনি কেন এই রূপ ধারণ করিলেন, বলুন। মৎস্যরূপী শ্রীভগবান বলিলেন, রাজন্, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে ভূর্ভুবাদি ত্রৈলোক্য প্রলয়ার্ণবে নিমগ্ন হইবে। তখন আমার প্রেরিত এক বৃহৎ তরণী তোমার নিকট আসিবে। তুমি সর্ব্বপ্রকার ওষধি ছোট বড় বীজ সকল ও ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাণী সকলকে লইয়া ঐ নৌকায় উঠিবে। সেই অর্ণবে আলোক থাকিবে না, সপ্তর্ষিগণের তেজে উহা আলোকিত হইবে। প্রবল বায়ুতে ঐ নৌকা যখন কাঁপিতে থাকিবে, আমি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইব। তুমি মহাসর্পকে রজ্জু করিয়া আমার শৃঙ্গে ঐ নৌকা বন্ধন করিবে। রাত্রির শেষ পর্য্যন্ত আমি তোমাকে সেই নৌকায় লইয়া বিচরণ করিব। তৎকালে আমার মহিমা তোমার নিকট বিবৃত করিব, তুমি তাহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। পরে ক্রমে ঐরূপ সমস্তই ঘটিল। মৎস্যরূপী হরি হয়গ্রীবকে সংহার করিয়া বেদ উদ্ধার করিলেন। মহারাজ সত্যব্রত

বিষ্ণুর অনুগ্রহে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া এক্ষণে বৈবস্বত মনু হইয়াছেন।

নবম স্কন্ধ

১—৩ অধ্যায়

বিবস্বান্, শ্রাদ্ধদেব, ইক্ষ্বাকু, নভগ

পরীক্ষিৎ বলিলেন, ভগবন্, আপনি মৎস্যাবতার প্রসঙ্গে রাজর্ষি সত্যব্রতের কথা বলিলেন এবং তিনিই শ্রাদ্ধদেব নামে জন্ম লইয়া শ্রীহরির বরে বৈবস্বত মনু হন, তাহাও বলিয়াছেন। শুনিয়াছি, তাঁহার বংশে ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে তাঁহাদের বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। শুকদেব বলিলেন, মহারাজ, পরমপুরুষের নাভি হইতে নির্গত হিরণ্ময় পদ্মকোষে ব্রহ্মার জন্ম, তাঁহার মানসপুত্র মরীচির পুত্র কশ্যপ, তাঁহার স্ত্রী অদিতি—এই সকল কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি। কশ্যপ ও অদিতির অন্যান্য পুত্রের কথাও বলিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাদের অপর এক পুত্রের কথা বলিব। তাঁহার নাম বিবস্বান্। তাঁহার পুত্রই শ্রাদ্ধদেব। শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি দশ পুত্র। তন্মধ্যে একটীর নাম নভগ। নভগের পুত্র নাভাগ।

৪—৫ অধ্যায়

নাভাগ, অম্বরীষ, দুর্ব্বাসা, ব্রহ্মা, শঙ্কর, বিষ্ণু

নাভাগ দীর্ঘকাল গুরুকুলে বাস করায় ভ্রাতাগণ তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া সমস্ত সম্পত্তি নিজেদের ভিতর বিভক্ত করিয়া লইল। নাভাগ যখন গুরুগৃহ হইতে আসিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অংশ কোথায়? ভ্রাতারা বলিল, পিতাকে তোমার অংশে রাখিয়াছি, তুমি তাঁহার নিকট যাও। পিতা তাহাকে বলিলেন, মানুষ কি দায়যোগ্য সম্পত্তি হইতে পারে?

যাহাই হউক, তোমার জীবনোপায় বলিয়া দিতেছি। সম্প্রতি আঙ্গিরসগণ একটী যজ্ঞ করিতেছেন, সেই ক্রিয়ানুষ্ঠানে তাঁহাদের একটী বিচ্যুতি হইতেছে। আমি তোমাকে দুইটী সূক্ত শিখাইয়া দিতেছি, তুমি সেই যজ্ঞস্থলে গিয়া ঐ সূক্তদ্বয় তাঁহাদিগকে বলিয়া দিবে, তাঁহারা প্রীত হইয়া তোমাকে যজ্ঞাবশেষ বহু ধন দান করিয়া যাইবেন। নাভাগ তাহাই করিলেন, এবং ঐ মুনিগণের ত্যক্ত সমস্ত ধন পাইলেন। এমন সময় রুদ্র আসিয়া বলিলেন, সমস্ত যজ্ঞাবশিষ্ট সম্পত্তিতে একমাত্র আমারই অধিকার, তুমি ইহা পাইবে না। বিবাদভঞ্জনজন্য উভয়ে নভগকেই মধ্যস্থ মানিলেন। নভগ বলিলেন, হাঁ, এই ধন রুদ্রেরই প্রাপ্য। নাভাগ রুদ্রের নিকট আসিয়া তাঁহাকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া ধনের দাবী ত্যাগ করিলেন ও তাঁহার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলেন। রুদ্র সন্তুষ্ট হইয়া নাভাগকেই ঐ সমস্ত ধন দান করিলেন। এই নাভাগের পুত্র মহাভাগবত অম্বরীষ। অপরিমিত সম্পদের অধিকারী হইয়াও তিনি সাধারণের দুর্লভ সেই বিষয়কে স্বপ্নবৎ অলীক মনে করিতেন—'সর্ব্বং তৎ স্বপ্ন-সংস্তুতম্।' ভগবান বাসুদেব ও তাঁহার সাধুভক্তগণের প্রতি তিনি পরম ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার ভোগ সুখকে তিনি লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিতেন—

> স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
> করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
> মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
> ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
> পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
> কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥

—তিনি মনকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে, বাক্যকে বৈকুণ্ঠের গুণানুবর্ণনে, হস্তকে হরির মন্দির মার্জ্জনায়, কর্ণকে শ্রীহরিসম্বন্ধীয় সৎকথা শ্রবণে, চক্ষুকে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ দর্শনে, স্পর্শকে ভগবদ্‌ভক্তের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণকে তাঁহার পাদপদ্মে লগ্ন তুলসীর সৌরভ আঘ্রাণে, পদদ্বয়কে হরিক্ষেত্র বিচরণে, মস্তককে শ্রীকৃষ্ণের

পদবন্দনায়, সমস্ত কামনাকে তাঁহারই দাস্যে, নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কোন ইতর কাম্য বস্তুতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। ভগবদ্‌ভক্তগণের প্রতি রতিই তাঁহার একমাত্র কাম্য ছিল। ৯।৪।১৮-২০

তিনি ভগবন্নিষ্ঠ বিপ্রগণের উপদেশানুযায়ী রাজ্য শাসন করিতেন, এবং সরস্বতী স্রোতাভিমুখী তীর্থসমূহে বশিষ্ঠ অসিত গৌতমাদি মহর্ষিগণ দ্বারা বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রজাগণও শ্রীভগবানের নামগুণ শ্রবণ কীর্ত্তনে সতত রত থাকিতেন, তাঁহারা অমরগণপূজিত স্বর্গও বাঞ্ছা করিতেন না।—

স ইত্থং ভক্তিযোগেন তপোযুক্তেন পার্থিবঃ।
স্বধর্ম্মেন হরিং প্রীণন্ সর্ব্বান্ কামান্ শনৈর্জহৌ॥
গৃহেষু দারেষু সুতেষু বন্ধুষু দ্বিপোত্তমস্যন্দনবাজিবস্তুষু।
অক্ষয্যরত্নাভরণাম্বরাদিষ্বনন্তকোষেষ্বকরোদসম্মতিম্॥ ৯।৪।২৬, ২৭

—সেই রাজা এইরূপ তপস্যাযুক্ত স্বধর্ম্ম আচরণ করিয়া ভক্তিযোগের দ্বারা শ্রীহরিকে প্রীত করিয়া সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গৃহ কলত্র পুত্র বন্ধু উত্তম গজরথ অশ্বাদি বস্তুতে এবং অক্ষয় রত্নাভরণ বসনাদিতে ও অনন্ত ধনসম্ভারে তাঁহার উপেক্ষা জন্মিয়াছিল।

তাঁহার রক্ষণের জন্য স্বয়ং শ্রীহরি তাঁহাকে একটি চক্র প্রদান করিয়াছিলেন। একদা রাজা অম্বরীষ শ্রীহরির আরাধনার্থে নিজ মহিষীসহ দ্বাদশীব্রত অনুষ্ঠান করেন। ব্রতাবসানে কার্ত্তিক মাসে ত্রিরাত্রি উপবাসে থাকিয়া তিনি কালিন্দীসলিলে স্নান করিয়া মধুবনে শ্রীভগবান হরির অর্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে সাধুগণকে পর্য্যাপ্ত দান ভোজনাদি করাইয়া তাঁহাদের অনুমতি লইয়া ব্রতপারণের উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময় ভগবান্ দুর্ব্বাসা ঋষি তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজা সেই মহাভাগ অতিথির অভ্যর্থনা ও পূজা করিয়া ভোজনার্থ তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলেন। ঋষি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া স্নানার্থ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মচিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব হইতেছে, দ্বাদশীও অতিক্রান্তপ্রায়, অথচ

মহর্ষিকে অভুক্ত রাখিয়া রাজা কি করিয়া পারণ জন্য অন্ন গ্রহণ করেন—তিনি মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। নিরুপায় হইয়া দ্বাদশীর শেষ মুহূর্ত্তে রাজা শ্রীহরিকে একমনে চিন্তা করিতে করিতে কিঞ্চিৎ জলমাত্র পান করিয়া নিজ ব্রত ও অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য রক্ষা করিলেন। রাজার জলপান শেষ হওয়া মাত্রই দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা জলপান করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া ঐ ঋষি ক্রোধে কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আহা, এই ঐশ্বর্য্যমত্ত ঈশ্বরাভিমানী রাজার ধৃষ্টতা দেখ, আমন্ত্রণ করিয়া আমাকে ভোজন প্রদান না করিয়া এ অগ্রেই ভোজন করিল। আমি সদ্যই ইহার ফল দেখাইতেছি।' এই বলিয়া দুর্ব্বাসা নিজ মস্তক হইতে একটি জটা উৎপাটন করিয়া এক কৃত্যা নির্ম্মাণ করিলেন। সেই কৃত্যা ভীষণ বেগে রাজার দিকে আসিতে লাগিল, কিন্তু রাজা স্বস্থান হইতে পদমাত্রও বিচলিত হইলেন না—'ন চচাল পদান্নৃপঃ'। তখন ভগবদাদিষ্ট সুদর্শনচক্র সহসা তথায় আবির্ভূত হইরা, বহ্নি যেমন ক্রুদ্ধসর্পকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ঐ কৃত্যাকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া ফেলিল—'ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ'। ভগবচ্চক্র তখন বেগে ঐ ঋষির দিকে ধাবিত হইল, ঋষি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন— 'দুর্ব্বাসা দুদ্রুবে ভীতো দিক্ষু প্রাণ-পরীপ্সয়া।' তখন—

> তমন্বধাবদ্ভগবদ্‌রথাঙ্গং দাবাগ্নিরুদ্ধূতশিখো যথাহিম্।
> তথানুষক্তং মুনিরীক্ষমাণো গুহাং বিবিক্ষুঃ প্রসসার মেরোঃ॥
> দিশো নভঃ ক্ষ্মাং বিবরান্ সমুদ্রান্ লোকান্ সপালাংস্ত্রিদিবং গতঃ সঃ।
> যতো যতো ধাবতি তত্র তত্র সুদর্শনং দুষ্প্রসহং দদর্শ॥ ৯।৪।৫০,৫১

—ঊর্দ্ধমুখী শিখা লইয়া দাবানল যেমন সর্পের পশ্চাতে ধাবিত হয়, শ্রীহরির চক্র সেইরূপ সেই মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তিনি সেই চক্রকে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে দেখিয়া সুমেরু পর্ব্বতের গুহায় প্রবেশ করার বাসনায় সেইদিকে বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। তিনি দিকসকলে আকাশে পৃথিবীতে পাতালে সমুদ্রে লোকপালদিগের অধিকৃত লোকসমূহে

এমন কি স্বর্গেও গমন করিলেন, কিন্তু যেখানেই যান, সেইখানেই তাঁহার পশ্চাদ্ধাবমান সেই দুঃসহনীয় সুদর্শন চক্রকে দেখিতে পাইলেন।

সেই ঋষি আপন পরিত্রাতা কাহাকেও না পাইয়া,—'অলব্ধনাথঃ' —সন্ত্রস্তচিত্তে প্রথমে ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, সর্ব্বনাশ,

ভ্রূভঙ্গমাত্রেন হি সংদিধক্ষোঃ কালাত্মনো যস্য তিরোঽভবিষ্যৎ। ৯।৪।৫৩

—সেই কালস্বরূপ দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার ভ্রূভঙ্গ মাত্রে (সমগ্র বিশ্বসমেত আমার এই স্থান) তিরোহিত হইবে।

দুর্ব্বাসা তখন কৈলাসপতি শঙ্করের শরণ লইলেন। তিনি বলিলেন, ইহা সেই ভূমার কার্য্য। হে তাত, ইহাতে ত আমার কিছুই করার শক্তি নাই—'বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি'। অতএব তুমি তাঁহারই শরণ লও। তিনিই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন—'তমেব শরণং যাহি হরিস্তে শং বিধাস্যতি'। তখন বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া ভীত কম্পিত কলেবরে দুর্ব্বাসা শ্রীহরির পাদমূলে পতিত হইয়া বলিলেন, হে বিশ্বপতি প্রভু, আমি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন—"কৃতাগসং মাঽব বিশ্বভাবন'। শ্রীভগবান বলিলেন,—

অহংভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্‌ভক্তৈঃ সাধুভির্ব্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকাং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥
যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশেকুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ৯।৫।৬৩-৬৮

—হে ব্রহ্মন্, আমি ভক্তের অধীন, সুতরাং অ-স্বাধীনই বটি। আমি

ভক্তজনপ্রিয়, ভক্তেরা আমার হৃদয় সর্ব্বথা গ্রাস করিয়া রহিয়াছেন। আমি যাঁহাদের পরমাগতি, সেই সাধুভক্তজন বিনা আত্যন্তিকী শ্রীকেও আমি প্রীতি করি না। যাঁহারা স্ত্রীপুত্র গৃহ স্বজন ধন, এমন কি ইহপরলোক সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমার শরণ গ্রহণ করেন, আমি কি করিয়া তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি? সতী স্ত্রী যেমন সৎপতিকে বশ করেন, আমাতে বদ্ধ-হৃদয় সমদর্শন সাধুগণও সেইরূপ ভক্তিদ্বারা আমাকে বশীভূত করেন। আমার সেবায় যাঁহাদের চিত্ত পূর্ণ, তাঁহারা সেই সেবাতেই তৃপ্ত হইয়া নশ্বর কোন বস্তু ত দূরের কথা, সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয়ও আকাঙ্ক্ষা করেন না। সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও তাঁহাদের হৃদয়, আমি ছাড়া তাঁহারা কিছু জানেন না, আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়া আর কিছুই জানিনা।

ব্রহ্মন্,

তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে।
তে এব দুর্ব্বিনীতস্য কল্পতে কর্ত্তুরন্যথা॥ ৯।৪।৭০

—তপস্যা ও বিদ্যা উভয়ই ব্রাহ্মণের পরম মঙ্গলকর, সত্য। কিন্তু দুর্ব্বিনীতদের পক্ষে ইহারা বিপরীত ফল জন্মায়।

যাঁহার নিকট তোমার এই অপরাধ হইয়াছে, তুমি শীঘ্র সেই মহাভাগবত অম্বরীষের নিকট যাও, তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবেই অপরাধের শান্তি হইবে। তোমার মঙ্গল হউক।

দুর্ব্বাসা অম্বরীষের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। রাজা অত্যন্ত লজ্জিত ও কৃপান্বিত হইয়া সুদর্শনচক্রের স্তব করিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিলেন। দুর্ব্বাসা তখন স্বস্তিলাভ করিয়া রাজাকে বহু প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন,

দুষ্করঃ কো নু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাম্।
যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরি। ৯।৫।১৫

—সাত্বতকুলশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিকে যাহারা বশীভূত করিয়াছেন, সেই সাধু মহাত্মাদিগের পক্ষে দুষ্কর বা দুস্ত্যজ কি আছে?

রাজা দুর্ব্বাসার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া ভোজন করাইলেন, তিনিও ভোজন করিলেন। অম্বরীষ ভোগকে নরক-

তুল্য মনে করিতেন। তিনি যথাকালে সমানশীল পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন।

৬—১২ অধ্যায়

ইক্ষ্বাকু, ককুৎস্থ, মান্ধাতা, ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, সগরপুত্রগণ, খট্টাঙ্গ

শ্রাদ্ধদেব বা বৈবস্বত মনুর পুত্র নভগের বংশজ অম্বরীষের কথা বলিলাম। এখন ঐ বৈবস্বত মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র লোকপ্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুর বংশ বিবরণ বলিব। ইক্ষ্বাকু বশিষ্ঠের নিকট আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া যোগ দ্বারা কলেবর ত্যাগ করেন। তাঁহার বংশে পুরঞ্জয় অসুরসমরে পরাজিত দেবগণের সাহায্যার্থ বৃষভরূপী ইন্দ্রের ককুদের উপর আরোহণ করিয়া তুমুল যুদ্ধে অসুরদিগকে নিহত করেন। তজ্জন্য তিনি ককুৎস্থ নামে খ্যাত হন। ককুৎস্থের বংশে বিখ্যাত রাজা মান্ধাতার জন্ম হয়। মহাযোগী মুচুকুন্দ ঐ মান্ধাতার এক পুত্র। মান্ধাতার অপর এক পুত্রের বংশে সত্যব্রত বশিষ্ঠের শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্রের প্রভাবে স্বর্গে উঠিতে থাকেন, তিনি অদ্যাপি ত্রিশঙ্কু নামে খ্যাত হইয়া আকাশে আছেন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র, ইঁহার নিমিত্ত পক্ষিযোনিপ্রাপ্ত বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রে বহু বৎসর যুদ্ধ হয়। ইঁহার বংশধর সগরের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব ইন্দ্র হরণ করেন। সগরের পুত্রগণ ঐ অশ্ব অনুসন্ধান করিতে করিতে পৃথিবী খনন করিলে সাগরের উৎপত্তি হয়। ঐ উপলক্ষে সগরপুত্র অসমঞ্জস মহর্ষি কপিলদেবের অবমাননা করিয়া তাঁহার শাপে স্বগণসহ ভস্মীভূত হন। পরে অসমঞ্জসের পুত্র অংশুমান কপিলের স্তুতি দ্বারা ঐ অশ্ব উদ্ধার করিয়া পিতামহের যজ্ঞ সমাপ্ত করেন। অংশুমানের পৌত্র ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়া কপিলশাপে ভস্মীভূত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার সাধন করেন। ইঁহারই বংশে রাজা সুদাস মুনিশাপে কল্মাষপাদ নামে রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হন। এই ধারায় বালিক নামে এক রাজা হন। ভার্গব পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার সময় বালিক স্ত্রীগণের

সাহায্যে লুক্কায়িত হইয়া এই বংশ রক্ষা করেন। রাজচক্রবর্ত্তী মহাভাগবত খট্টাঙ্গ এই বংশই পবিত্র করেন। তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যুদ্ধে দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন। দেবতারা এই সুমহৎ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বরদানে উদ্যত হইলে, তাঁহার আয়ুষ্কাল মুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া, সেই বর প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি স্বপুরে প্রত্যাগমন করিলেন ও শ্রীভগবানে মন নিবিষ্ট করিলেন। তিনি ভাবিলেন,

> ন চাল্পেঽপি মতির্মহ্যমধর্ম্মে রমতে ক্বচিৎ।
> নাপশ্যমুত্তমঃশ্লোকাদন্যৎ কিঞ্চন বস্ত্বহম্॥
> দেবৈঃ কামবরো দত্তো মহ্যং ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ।
> ন বৃণে তমহং কামং ভূতভাবনভাবনঃ॥
> অথেশমায়ারচিতেষু সঙ্গং গুণেষু গন্ধর্ব্বপুরোপমেষু।
> রূঢ়ং প্রকৃত্যাত্মনি বিশ্বকর্ত্তুর্ভাবেন হিত্বা তমহং প্রপদ্যে॥ ৯।৯।৪৫,৪৬,৪৮

—স্বল্পমাত্র কোন অধর্ম্মেও আমার মতি রত হয় না। সেই উত্তমঃশ্লোক ব্যতীত আমি আর কিছুই দেখিতে পাই না। ত্রিভুবনেশ্বর দেবগণ ত আমার ইচ্ছামত বর দিতে প্রস্তুত, কিন্তু ভগবান শ্রীহরিই আমার একমাত্র কাম্য, আমি দেবতাদিগের বর কামনা করি না। গন্ধর্ব্বপুরীর ন্যায় মিথ্যা ঈশ্বর-মায়া-রচিত গুণ সকলে জীবের যে স্বাভাবিকী আসক্তি জন্মিয়া থাকে, আমি বিশ্বকর্ত্তার প্রভাবে সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহাতেই প্রপন্ন হইলাম।

নারায়ণগৃহীত বুদ্ধির দ্বারা দেহাভিমান সম্যক পরিত্যাগ করিয়া রাজা খট্টাঙ্গ স্ব-ভাবে অবস্থিত হইয়াছিলেন। এই খট্টাঙ্গের বংশেই বিখ্যাত রাজা রঘু, তাঁহার পৌত্র দশরথ এবং তৎপুত্র ত্রিলোকপাবন শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ। ঐ বংশে সুমিত্র শেষ রাজা হইবেন।

১৩ অধ্যায়

নিমি, বৈদেহ ও সীরধ্বজ জনক, সীতা

এক্ষণে ইক্ষ্বাকুর অপর এক পুত্র নিমির বংশ বলিব। বশিষ্ঠ-শাপে রাজা নিমির দেহপতন হয়। মুনিগণ যজ্ঞদ্বারা দেবগণকে

পরিতুষ্ট করিয়া গন্ধবস্তু মধ্যে রক্ষিত ঐ নিমিরাজার দেহকে জীবিত করেন, কিন্তু নবজীবনপ্রাপ্ত নিমি ঐ গন্ধবস্তুমধ্য হইতেই বলিলেন, আমার আর যেন দেহবন্ধন না হয়—'মাভূন্মে দেহবন্ধনং'। কারণ,

যস্য যোগং ন বাঞ্ছন্তি বিয়োগভয়কাতরাঃ।
ভজন্তি চরণাম্ভোজং মুনয়ো হরিমেধসঃ॥
দেহং নাবরুরুৎসেঽহং দুঃখশোকভয়াবহম্।
সর্ব্বত্রাস্য যতো মৃত্যুর্মৎস্যানামুদকে যথা॥ ৯।১৩।৯,১০

—হরিভক্ত মুনিগণ বিয়োগভয়ে কাতর হইয়া কদাপি এই দেহ-যোগ ইচ্ছা করেন না, কেবল ভগবানের চরণকমলই ভজনা করেন। সুতরাং দুঃখ শোক ভয়ের আস্পদ, জলমধ্যে মৎস্যগণের ন্যায় যাহার সর্ব্বত্রই কেবল মৃত্যু, এমন দেহ ধারণ করিতে আমি কিছু মাত্র উৎসাহ বোধ করিনা।

অরাজকতার ভয়ে তখন মুনিগণ নিমিরাজের দেহ মন্থন করিয়া এক সুকুমার কুমার উৎপন্ন করিলেন। ঐ ভাবে জাত বলিয়া তাঁহার নাম বৈদেহ জনক হইল। ঐ বৈদেহ জনক মিথিলাপুরী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বংশে সীরধ্বজ জনকের জন্ম। ইনি একদা যজ্ঞের জন্য ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার হলের অগ্রভাগে শ্রীরামপত্নী সীতাদেবী উৎপন্না হন। এই বংশীয় রাজগণ মিথিলায় বহুকাল রাজত্ব করেন। ইঁহাদের অনেকে যোগেশ্বরপ্রসাদে আত্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং গৃহস্থ হইয়াও সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্ববিমুক্ত হইয়াছিলেন।

১৪—১৭ অধ্যায়

চন্দ্রবংশ — পুরুরবা, উর্ব্বশী, পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন

শুকদেব বলিলেন, এখন চন্দ্রবংশ কীর্ত্তন করিব। ব্রহ্মার এক পুত্র অত্রির বংশে পুরুরবা। তিনি উর্ব্বশীর গর্ভে ছয়টী পুত্র উৎপাদন করেন, তাহাদের একটীর বংশে শৌনক ঋষি হন, আর একটীর বংশে জহ্নু, যিনি গঙ্গা পান করেন। সেই বংশে কুশ, কুশের বংশে গাধি, গাধির কন্যা সত্যবতী, তাঁহার পতি ঋচীক।

ইঁহাদের পুত্র জমদগ্নি রেণুকাকে বিবাহ করেন, তাঁহাদের পুত্র পরশুরাম। হৈহয়পতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃগয়া করিতে আসিয়া সসৈন্যে জমদগ্নির আশ্রমে অতিথি হইলে ঐ মুনির কামদুঘা গাভী প্রচুর অন্ন উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করান। রাজা সেই বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া লুব্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক ঐ গাভীকে লইয়া গেলে পরশুরাম কুঠার হস্তে হৈহয়পুরীতে গিয়া রাজাকে বধ করেন। রাজার পুত্র পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নির আশ্রমে আসিয়া ঐ মুনির শিরশ্ছেদ করেন। পরশুরাম সেই আক্রোশে হৈহয় বংশ ধ্বংস করেন ও একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। পূর্ব্বোক্ত গাধির পুত্র বিশ্বামিত্র।

১৮—১৯ অধ্যায়

নহুষ, যযাতি, শর্ম্মিষ্ঠা, দেবযানী, পুরু

পুরূরবার বংশেই মহারাজ নহুষের জন্ম হয়। ব্রহ্ম-হত্যা ভয়ে ইন্দ্র তপস্যা করিতে চলিয়া গেলে (৮৫ পৃঃ দেখুন) নহুষ স্বর্গের রাজত্ব লাভ করেন। শচীর প্রতি কামনাসক্ত হইয়া এক দুষ্কার্য্য করিয়া তিনি ব্রহ্মশাপে অজগর হইয়া ভূতলে পতিত হন। নহুষের মধ্যম পুত্র যযাতি রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। দানবেন্দ্র বৃষপর্ব্বার শর্ম্মিষ্ঠা নামে এক কন্যা ছিল। গুরুপুত্রী দেবযানীর প্রতি কোন গুরুতর অপরাধের নিমিত্ত তিনি তাহার আজীবনদাসীত্বে অভিশপ্ত হন। শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসীরূপে মহারাজ যযাতির রাজপুরীতে বাস করিতে থাকেন। দেবযানীর গর্ভে মহারাজ যযাতির যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্র হয়। ক্রমে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভেও যযাতির দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। শুক্রাচার্য্য যযাতিদ্বারা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে অসঙ্গত ভাবে পুত্রোৎপাদনের সংবাদ শুনিয়া ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ করেন এবং তাহাতে যযাতি যৌবনেই জরাপ্রাপ্ত হন, কিন্তু

শুক্রাচার্য্য যযাতিকে এইরূপ এক বরও দেন যে ইচ্ছা করিলে যযাতি ঐ জরা অপরকে দিতে পারিবেন। যযাতি ক্রমান্বয়ে জ্যেষ্ঠ চারিপুত্রকে তাঁহার জরা গ্রহণ করিয়া তাহাদের যৌবন তাঁহাকে দিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাহারা কেহ তাহাতে সম্মত হয় না। কনিষ্ঠ পুরু সম্মত হইলেন, যযাতির জরা গ্রহণ করিয়া নিজের যৌবন রাজাকে দিলেন। যযাতি ভার্য্যা দেবযানী সহ পুনরায় বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল পর তাঁহার ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিল এবং শ্রীহরির প্রতি বিশুদ্ধ অনুরাগের উদয় হইল। একদা যযাতি পত্নী দেবযানীকে বলিলেন, হে সুভ্রু, তোমার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া আমি অতিশয় দীন হইয়া পড়িয়াছি, আমার আত্মজ্ঞান একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃ প্রীতিং পুংসঃ কামহতস্য তে॥
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
যদা ন কুরুতে ভাবং সর্ব্বভূতেষ্বমঙ্গলম্।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্জীর্য্যতো যা ন জীর্য্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্ম্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ॥
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়ান্ সেবতোহসকৃৎ।
তথাপি চানুসবনং তৃষ্ণা তেষূপজায়তে॥
তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহঙ্কারশ্চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ॥ ৯।১৯।১৩-১৯

—পৃথিবীতে যত ধান্যযবাদি শস্য, সুবর্ণ পশু স্ত্রী আছে, তাহার সমস্ত পাইলেও কামনাগ্রস্ত পুরুষের মন তৃপ্ত হয় না। উপভোগের দ্বারা কামনা কদাপি নিবৃত্ত হয় না, বরং ঘৃতসিক্ত বহ্নির ন্যায় উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। পুরুষ যখন সর্ব্বভূতে মঙ্গলভাব পোষণ করেন, সমদৃষ্টি হন, তখন

দিক্‌সকল তাঁহার নিকট সুখময় হইয়া উঠে। যে তৃষ্ণা দুর্ম্মতিগণের পক্ষে ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, শরীর জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না, কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ সততদুঃখপ্রদ সেই তৃষ্ণাকে অতি দ্রুত পরিত্যাগ করিবেন। মাতা ভগিনী কন্যার সঙ্গেও কখনও নির্জ্জনে একাসনে থাকিবেন না। কারণ, ইন্দ্রিয়সকল অতিশয় বলবান, উহা বিদ্বান ব্যক্তিদিগকেও আকর্ষণ করে। পূর্ণ এক সহস্র বৎসর কাল আমি অবিরাম বিষয় সকলের সেবা করিলাম, তথাপি এখনও তাহাতে আমার অনুক্ষণই তৃষ্ণা জন্মিতেছে। অতএব আমি এই সকল বিষয় ত্যাগ করিয়া মনকে পরব্রহ্মে নিবিষ্ট করিব, এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নিরহঙ্কার হইয়া অরণ্যবাসী মৃগগণের সঙ্গে যথেচ্ছ বিচরণ করিব।

এই কথা বলিয়া যযাতি পুরুকে ডাকিয়া তাহার যৌবন তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন ও নিজ জরা তাহার নিকট হইতে পুনঃ গ্রহণ করিলেন। পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যযাতি অক্লেশে জাতপক্ষ নীড়ত্যাগী বিহঙ্গের ন্যায় নির্ব্বিঘ্ন ও নিস্পৃহ চিত্তে সর্ব্বসম্পদ ত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন—

'ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতপক্ষ ইব দ্বিজঃ'

পরে অচিরেই অমল বাসুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করিলেন। দেবযানীও,

সা সন্নিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্।
বিজ্ঞায়েশ্বরতন্ত্রাণাং মায়াবিরচিতং প্রভোঃ॥
সর্ব্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নৌপম্যেন ভার্গবী।
কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
সর্ব্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ॥ ৯।১৯।২৭-২৯

—সকলই ভগবন্মায়ারচিত, বিষয়সঙ্গ স্বপ্নতুল্য, কাহারও কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, সংসারে সুহৃৎসঙ্গে বাস পানীয়শালায় আগত বিভিন্ন লোকের সঙ্গে ক্ষণকাল মিলনের ন্যায় — ভার্গবী (দেবযানী) ইহা বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণে মন সমাহিত করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন,) আপনি শ্রীভগবান বাসুদেব মহান্ শান্ত সর্ব্বভূতের আশ্রয় বিধাতা, আপনাকে নমস্কার।

২০ অধ্যায়

দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, ভরত

শুকদেব বলিলেন, রাজন্, এক্ষণে এই যযাতি-পুত্রগণের বংশের বিবরণ বলিব। ইঁহার বংশেই তুমি জন্ম লাভ করিয়াছ। এই বংশে অনেক রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি উৎপন্ন হইয়াছেন। যযাতিপুত্র পুরুর অধস্তন এক বংশধর রেভি, তাঁহার পুত্র রাজা দুষ্মন্ত। তিনি একদা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপনীত হন। তথায় ঐ ঋষি কর্ত্তৃক পালিতা বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে জাতা ও মাতাকর্ত্তৃক ঐ আশ্রমে পরিত্যক্তা শকুন্তলা নাম্নী এক পরমরূপবতী কন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের প্রণয়সঞ্চার হইলে ঐ আশ্রমকাননেই গান্ধর্ব্বমতে তাঁহাদের বিবাহ হয়। শকুন্তলার গর্ভে ভরত নামে দুষ্মন্তের এক মহাবলশালী পুত্র জন্মে। রাজা শকুন্তলাকে ঐ আশ্রমেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। শকুন্তলা পুত্রসহ রাজপুরীতে আসিলে রাজা প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন না, কিন্তু আকাশবাণী দ্বারা আশ্বস্ত হইয়া পশ্চাৎ তাঁহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ করেন। পিতার দেহান্তে ভরত রাজ্য লাভ করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হন। তিনি শ্রীহরির অংশস্বরূপ ছিলেন এবং লোকবিস্ময়কর বহু যজ্ঞদানাদি কার্য্য করেন, কিরাত হূণ যবন পৌণ্ড্র কঙ্ক খশ শক ও ম্লেচ্ছরাজগণকে জয় করেন, এবং অসুরগণের দ্বারা অপহৃত দেবাঙ্গনাদিগকে রসাতল হইতে উদ্ধার করেন। তিনি সর্ব্বদা প্রজাগণের সকল অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। বিদর্ভদেশীয়া তিন মহিষীর গর্ভে মহারাজ ভরতের কয়েকটি পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সকলেরই অকালমৃত্যু ঘটে। মহারাজকে এইরূপে পুত্রহীন দেখিয়া মরুৎগণ মাতা মমতা কর্ত্তৃক ত্যক্ত তাঁহাদের দ্বারা পালিত ভরদ্বাজ নামে একটী পুত্র তাঁহাকে দান করেন। ভরত অগণিত ঐশ্বর্য্য ও নিজ প্রাণ সমস্তই অলীক বিচার করিয়া বিষয় হইতে উপরত হইলেন।

২১ অধ্যায়, ১-১৮ শ্লোক

রন্তিদেব

পূর্ব্বে যে ভরদ্বাজের কথা বলিয়াছি, তাঁহার বংশে ইহ-পরলোকে প্রথিতযশা মহাত্মা রন্তিদেব জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বপ্রকার দানে, বিশেষতঃ অন্নদানে, তিনি মুক্তহস্ত নিষ্কাম ও ধীর ছিলেন। এক সময় জলমাত্র পান না করিয়া সপরিজন সেই রাজার আটচল্লিশ দিন অতীত হইল। পরদিন কিছু ভোজ্য তাঁহার নিকট আনীত হইয়াছে, এমন সময় এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা তৎক্ষণাৎ সেই অন্ন হইতে ঐ ব্রাহ্মণকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দান করিলেন, ব্রাহ্মণ ভোজনান্তে পরিতৃপ্ত হইয়া চলিয়া গেল। অবশিষ্ট অন্ন পরিজনদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া তিনি নিজাংশ ভোজনে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় একটী শূদ্রজাতীয় বুভুক্ষু অতিথি হইয়া আসিল। রাজা তাহাকে নিজের অংশ হইতে যথেষ্ট দান করিলেন। ঐ শূদ্র চলিয়া গেলে কুক্কুরগণে পরিবেষ্টিত এক পুরুষ আসিয়া নিজের ও কুক্কুরদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অন্ন চাহিল। রাজা অবশিষ্ট সমস্ত অন্ন হৃষ্টচিত্তে অবনতমস্তকে তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। তখন অন্ন আর কিছুই রহিল না, কিঞ্চিৎ জল মাত্র অবশিষ্ট রহিল। রাজা সেই জল পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্ত করিতে উদ্যোগী হইলেন। তখনই এক চণ্ডাল সেখানে সহসা আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, মহারাজ, আমি দারুণ পিপাসায় আর্ত্ত, আমাকে শীঘ্র এই পানীয়টুকু দান করুন। রন্তিদেব বলিলেন—

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥
ক্ষুত্তৃট্‌শ্রমো গাত্রপরিভ্রমশ্চ দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।
সর্ব্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তোর্জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে॥ ৯।২১।১২, ১৩

—আমি ঈশ্বরের নিকট অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্ত শ্রেষ্ঠ গতি বা মোক্ষও প্রার্থনা

করি না। আমি অখিল জীবের অন্তরে স্থিত হইয়া যেন তাহাদের সকল দুঃখ প্রাপ্ত হই, যাহাতে তাহারা সকলে দুঃখ হইতে মুক্ত হয়। জীবিত-কামী এই দীন জীবের জীবন রক্ষার্থ জল প্রদান করিলেই আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি কাতরতা ক্লান্তি খেদ বিষাদ ও মোহ সকলই অপগত হইবে।

এই বলিয়া সেই কৃপাশীল রাজা নিজে পিপাসায় ম্রিয়মাণ হইয়াও সেই পুক্কশকে আপনার সমস্ত পানীয় প্রদান করিলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্ব স্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা রাজাকে বলিলেন যে তাঁহার ধৈর্য্যপরীক্ষার্থ শ্রীহরি দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহারাই ঐ সকল অতিথির বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্॥
ঈশ্বরালম্বনং চিত্তং কুর্ব্বতোঽনন্যরাধসঃ।
মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত॥ ৯।২১।১৬,১৭

—তিনি তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া নিঃসঙ্গ ও বিগতস্পৃহ হইলেন, এবং ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেবে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। তিনি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া নিজ চিত্ত দ্বারা একমাত্র ঈশ্বরকেই আশ্রয় করিলে গুণময়ী মায়া তাঁহার কাছে স্বপ্নের মত বিলীন হইয়া গেল।

রাজন্, রন্তিদেবের অনুচরগণও তৎপ্রভাবে নারায়ণে অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

২১ (অবশিষ্টাংশ) — ২৪ অধ্যায়

যযাতির অপর পুত্রগণের বংশ — যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম

মন্যুর অপর পুত্র গর্গ। তাঁহার পৌত্র গার্গ্য এবং মন্যুর অপর এক পুত্র হইতে উৎপন্ন পুত্রগণ ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মন্যুর জ্যেষ্ঠপুত্র হস্তী হইতে হস্তিনাপুর হয়। হস্তীর এক পুত্র অজমীঢ়, ইঁহার বংশীয় কয়েকজনও দ্বিজত্ব লাভ করেন। ইঁহারই বংশে বিষ্বক্সেন জৈগীষব্যের

উপদেশে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। হস্তীর অপর পুত্র দ্বিমীঢ়ের বংশে কৃতী নামে পুত্র হিরণ্যনাভের নিকট যোগ প্রাপ্ত হইয়া প্রাচ্যসামের ছয়খানি সংহিতা বিভাগপূর্ব্বক অধ্যাপনা করেন। অজমীঢ়ের অপর এক স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের বংশে মুদ্‌গল মৌদ্‌গল্য নামক ব্রহ্মগোত্রের প্রবর্ত্তক। মুদ্‌গলের যমজ পুত্র দিবোদাস, কন্যা অহল্যা। দিবোদাসের বংশে পৃষত, পৃষত হইতে দ্রুপদ রাজা, তাঁহার কন্যা প্রসিদ্ধা দ্রৌপদী, পুত্র বিখ্যাত ধৃষ্টদ্যুম্ন। অজমীঢ়ের অন্য এক পুত্রের বংশে সংবরণ, তিনি সূর্য্যকন্যা তপতীকে বিবাহ করেন। কুরুক্ষেত্রপতি কুরু তাঁহাদের পুত্র। কুরুর বংশে কৃতীর পুত্র উপরিচর বসু, তাঁহার বংশে বৃহদ্রথাদি চেদি বংশের রাজা। বৃহদ্রথের এক ভার্য্যার দুই খণ্ডে এক সন্তান হয়, জরা নাম্নী রাক্ষসী কর্ত্তৃক ঐ দুই খণ্ড একত্র যুক্ত হইয়া মহাবল জরাসন্ধের উদ্ভব হয়। কুরুর অপর এক পুত্রের বংশে দিলীপ, তৎপুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ দেবাপি রাজ্য গ্রহণ না করায় মধ্যম পুত্র শান্তনু রাজ্যলাভ করেন। দেবাপি বেদপথভ্রষ্ট হইয়া পাষণ্ডীমতাশ্রয়ে অদ্যাপি কলাপ গ্রামে যোগ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। শান্তনু হইতে গঙ্গাদেবীর গর্ভে আত্মজ্ঞ মহাভাগবত ভীষ্মদেব, এবং দাসকন্যার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ঐ দাসকন্যার কন্যাকালে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ভগবান শ্রীহরির অংশে আমার পিতা বেদরক্ষক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অবতীর্ণ হন। তিনি নিজ শিষ্য পৈল প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকেই প্রীতিপূর্ব্বক পরমগুহ্য ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন করান। বিচিত্রবীর্য্য স্বয়ম্বর হইতে বলপূর্ব্বক আনীত অম্বিকা ও অম্বালিকার পাণি গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি অপুত্রক অবস্থায় যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া কাল প্রাপ্ত হন। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুর নামে তিন পুত্র উৎপন্ন করেন। তৎপর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা, দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা, ও যুধিষ্ঠিরাদি হইতে দ্রৌপদীর গর্ভে যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য

শ্রুতসেন শ্রুতকীর্ত্তি শতানীক শ্রুতকর্ম্মা, পৌরবীগর্ভে যুধিষ্ঠিরের দেবক, হিড়িম্বাগর্ভে ভীমসেনের ঘটোৎকচ, অর্জ্জুনের উলুপীর গর্ভে ইরাবান্, মণিপুরকন্যার গর্ভে বভ্রুবাহন, সুভদ্রাগর্ভে তোমার পিতা অভিমন্যু, করেণুমতিতে নকুলের নরমিত্র, বিজয়াতে সহদেবের সুহোত্র নামে পুত্র হয়। রাজন্, তোমার পুত্র জনমেজয় তোমার নিধনবার্ত্তা শুনিয়া সর্পযজ্ঞ করিবেন। ক্ষেমক এই বংশে শেষ রাজা হইবেন, তারপর বৃহদ্রথ-বংশীয় রাজন্য। (অতঃপর, ১২শ স্কন্ধ দেখুন)।

শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত যযাতিপুত্র অনুর বংশে দীর্ঘতমা হইতে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র ওড্র নামে বহু রাজা উৎপন্ন হন। ঐ ছয় জন নিজ নিজ নামে ছয়টি জনপদ, ও অন্যেরা প্রাচ্য দেশে নানা জনপদ স্থাপন করেন। রাজা দশরথের শান্তা নাম্নী কন্যার গর্ভে রোমপাদের ঔরসে যে বংশ উৎপন্ন হয়, তাহাতে অধিরথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই মহাবীর কর্ণের পালক পিতা। যযাতির অপর পুত্র দ্রুহ্যুর বংশ উত্তরদিকে গিয়া ম্লেচ্ছাধিপতি হইয়াছে।

এক্ষণে যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর প্রথিত বংশ কীর্ত্তন করিব। এই বংশে মধু, তাহার শত পুত্র মধ্যে জ্যেষ্ঠ বৃষ্ণি। এই কারণে এই বংশীয়দিগকে যাদব মাধব বা বৃষ্ণি বলে। সাত্বত অন্ধ ও মহাভোজ এই বংশীয় অন্য শাখা। এই বংশের শ্বফল্ক হইতে গান্দিনীগর্ভে অক্রূর। পুনর্ব্বসুর পুত্র আহুক, আহুকের পুত্র দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের সাত কন্যা, কনিষ্ঠা দেবকী। ইহাদের সকলকেই বসুদেব বিবাহ করেন। বসুদেবের অন্যা স্ত্রী মধ্যে রোহিণী, তাঁহারই গর্ভে বলভদ্র। উগ্রসেনের পুত্র কংস প্রভৃতি। উগ্রসেনের কন্যাগণকে বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করেন। বসুদেব অন্ধকের এক পুত্রের বংশ, শূরের পুত্র। শূরের একটি কন্যা পৃথা। শূর নিজ সখা কুন্তিভোজকে নিঃসন্তান দেখিয়া ঐ কন্যা তাঁহাকে দান করেন। করূষরাজ শূরের অপর এক কন্যা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন, তাহারই গর্ভে দন্তবক্র জন্মেন। অপর এক কন্যা শ্রুতশ্রবাকে চেদিরাজ দমু বিবাহ করেন, তাহার পুত্র শিশুপাল।

বসুদেবের অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। তোমার পিতামহী সুভদ্রাও বসুদেব হইতে উৎপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণ—

জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ ব্রজমেধিতার্থো হত্বা রিপূন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ।
উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়ন্ জনেষু॥
পৃথ্ব্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরূণামন্তঃসমুত্থকলিনা যুধি ভূপচম্বঃ।
দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম॥

—জন্মগ্রহণ করিয়াই পিতৃগৃহ হইতে ব্রজে গমন করেন। সেখানে শত্রুগণকে নিহত করিয়া ব্রজবাসিগণের প্রয়োজন সাধন করেন। তৎপরে বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া সেই সকল রমণীতে শত শত সন্তান উৎপাদন করেন। লোকসমাজে বেদধর্ম্ম প্রচার করিয়া বহু যজ্ঞ দ্বারা তিনি আপনারই অর্চনা করেন। কুরুকুলের আত্মকলহসমুত্থিত ভীষণ যুদ্ধে যোদ্ধাগণকে দৃষ্টিমাত্র ধ্বংস করিয়া জয়ঘোষণা এবং পৃথিবীর গুরুভার হরণ করেন। সর্ব্বশেষ, উদ্ধবকে পরমতত্ত্বের উপদেশ করিয়া স্বধামে গমন করেন। ৯।২৪।৬৬,৬৭

দশম স্কন্ধ

১—২ অধ্যায়

পৃথিবী, ব্রহ্মা, শ্রীহরি, বসুদেব, দেবকী, কংস

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যিনি কর্ণধাররূপে আমার পিতামহগণকে দুস্তর কৌরব-সাগর উত্তীর্ণ করাইয়াছিলেন, এবং আমাকে মাতৃগর্ভে অশ্বত্থামার অস্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, ধর্ম্মশীল যদু বংশে অংশাবতীর্ণ সেই শ্রীভগবানের অদ্ভুত চরিত্র ও অলৌকিক কর্ম্ম সকল বিস্তারিতরূপে আমাকে বলুন। আপনার মুখনিঃসৃত হরিকথামৃত নিরন্তর পান করায় জলপানবর্জ্জিত সুদুঃসহ ক্ষুধাতৃষ্ণাও আমাকে পীড়া দিতে অক্ষম হইতেছে। শুকদেব বলিলেন, কৃষ্ণকথা বক্তা ও শ্রোতা উভয়কে পবিত্র করে। তজ্জন্যই তোমার বুদ্ধি এক্ষণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে।

রাজন্, একদা রাজবেশী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনাভারে পীড়িতা হইয়া পৃথিবী গাভীরূপে ব্রহ্মার শরণাপন্না হইলেন। ব্রহ্মা

দেবগণ সহ তাহাকে লইয়া ক্ষীরোদসাগরতীরে গিয়া পুরুষসূক্ত দ্বারা দেবদেব জগন্নাথের স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই পরমপুরুষের আকাশবাণী শুনিয়া দেবগণকে বলিলেন, শ্রীহরি সত্বরই যদু বংশে বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইবেন, তোমরা ত্বরায় স্ব স্ব পত্নীসহ মর্ত্ত্যধামে গিয়া জন্মগ্রহণ কর।

মথুরাধিপতি শূরসেনের বংশজ বসুদেব দেবকের কন্যা দেবকীকে বিবাহ করেন। উগ্রসেন-পুত্র কংস জ্ঞাতিভগিনী দেবকীর বিবাহে বহু উপহার লইয়া স্বয়ং অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া বসুদেব ও দেবকীর রথে গমন করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ এক দৈববাণী হইল, 'রে মূর্খ, তুমি যাহাকে অশ্বের রজ্জু ধরিয়া বহন করিয়া যাইতেছ, এই দেবকীরই অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার প্রাণহন্তা হইবে'। কংস ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভীষণ এক খড়্গ গ্রহণ করিয়া দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইল। বসুদেব বলিলেন,

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥
দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥
তস্মান্ন কস্যচিদ্দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ।
আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্॥ ১০।১।৩৮-৪০, ৪৪

—হে বীর, মৃত্যু দেহের সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করে। অদ্য বা শত বৎসর পরই হউক, প্রাণিদিগের মৃত্যু ধ্রুব। দেহ ধ্বংসে দেহী স্বীয় কর্ম্ম অনুযায়ী পূর্ব দেহ ত্যাগ ও দেহান্তর গ্রহণ করে, যেমন জলৌকা এক তৃণ ত্যাগ করিয়া পদ দ্বারা অন্য তৃণ গ্রহণ করে। অতএব কল্যাণকামী কাহারও হিংসা করিবে না, হিংসকের পরকালে ও ভয়ের কারণ থাকে।

কিন্তু দুরাচার কংস কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে নিরুপায় হইয়া বসুদেব বলিলেন, আমি প্রতিশ্রুত হইলাম যে ইহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মিবে তাহা সমস্তই তোমাকে দান করিব, তুমি

যাহা ইচ্ছা করিও। কংস তখন আশ্বস্ত হইয়া ভগিনীবধে নিরস্ত হইল। দেবকীর প্রথম পুত্র জন্মিবামাত্র বসুদেব তাহাকে কংসের নিকট প্রেরণ করিলেন, কিন্তু অষ্টম গর্ভের পুত্রই তাহার হন্তা জানিয়া কংস তাহাকে প্রত্যর্পণ করিল। বসুদেব নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, কারণ,—

কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্য্যং কদর্য্যানাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্॥ ১০।১।৫৮

—সাধুগণের দুঃসহ কিছুই নাই, জ্ঞানিগণ কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না, কদর্য্য ব্যক্তিগণ কি না করিতে পারে, ধীর ব্যক্তিগণেরও দুস্ত্যজ কিছুই নাই।

এদিকে নারদ আসিয়া কংসকে বলিলেন, ইহারা সকলেই দেবাংশে জাত। কংস তাহাতে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ বসুদেব ও দেবকীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল, তাঁহাদের পূর্ব্বজাত ও তৎপর যে যে পুত্র জন্মিল সকলকেই একে একে নিহত করিল, এবং যাদবগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া যদু-ভোজ-অন্ধকাধিপতি নিজ পিতা উগ্রসেনকেও অবরুদ্ধ করিয়া স্বয়ং শূরসেন রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল।

কংস ক্রমে দেবকীর ছয়টী পুত্রকে হত্যা করিল, এবং মগধরাজ জরাসন্ধ ও অন্যান্য অসুরগণের সহায়তায় যাদবগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। যাদবেরা অনন্যগতি হইয়া কুরু পঞ্চাল মিথিলা প্রভৃতি দেশে দলে দলে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে দেবকীর সপ্তম গর্ভের সঞ্চার হইল। তখন শ্রীভগবান্ যোগমায়াকে আদেশ করিলেন, দেবি, তুমি এই ভ্রূণরূপী অনন্তকে রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কর। তৎপর আমি দেবকীর এবং তুমি যশোদার গর্ভে এক সময়েই জন্ম লইব। যোগমায়া যথাদিষ্ট করিলেন,—শ্রীভগবান্ও দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন। কংস দেবকীর সহসা অপূর্ব্ব অঙ্গপ্রভা দেখিয়া এবং এই গর্ভেই তাহার প্রাণহন্তার আবির্ভাব আশঙ্কা করিয়া দেবকীকে হত্যা করার সংকল্প করিল, কিন্তু শেষে কি ভাবিয়া নিরস্ত হইল এবং গর্ভস্থ শিশুর জন্মকাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।—

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ॥ ১০।২।২৪

—বসা শোয়া খাওয়া ভ্রমণ করা সকল সময়েই হৃষীকেশকে চিন্তা করিতে করিতে কংস সমস্ত জগৎ তন্ময় দেখিয়াছিল্।

ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে সেই গর্ভস্থ শ্রীভগবানের স্তব করিয়া গেলেন, বসুদেব দেবকীকে আশ্বস্ত করিলেন।

৩—৪ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ, বসুদেব, কন্যা, কংস

অনন্তর সর্ব্বগুণোপেত পরমশোভন কাল উপস্থিত হইল। নদী সকলের জল প্রসন্ন, বনরাজি পুষ্প-স্তবকে শোভিত ও পক্ষিভ্রমরাদিব কলরবে কূজিত, সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত, সর্ব্ব-জীবের মন স্নিগ্ধ, নক্ষত্রসমূহ প্রশান্ত এবং দুন্দুভি সকল নিনাদিত হইয়া উঠিল। রজনীর অর্দ্ধযাম অতীত হইলে দেবমুনিগণেব গীতধ্বনি, সিদ্ধ-চারণগণের স্তব, অপ্সরাবিদ্যাধরদিগের নৃত্যগীত এবং সমুদ্র ও জলধরগণের মন্দ মন্দ গর্জ্জনের মধ্যে রোহিণী নক্ষত্রে পূর্ব্বাশার পূর্ণচন্দ্রবৎ শ্রীজনার্দ্দন ভূমিষ্ঠ হইলেন। তখন বসুদেব ও দেবকী উভয়ে শ্রীবিষ্ণুর সকলবিভূতি সকললাঞ্ছন ও অপূর্ব্ব দীপ্তিসমন্বিত কান্তি দেখিয়া নতাঙ্গ হইয়া প্রণাম ও স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তোমাদের প্রথম জন্মে তোমরা সুতপা ও পৃশ্নিরূপে, দ্বিতীয় জন্মে কশ্যপ ও অদিতিরূপে, কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা আমাকে যথাক্রমে পৃশ্নিগর্ভ ও বামন মূর্ত্তিতে পুত্রভাবে পাইয়াছিলে। তোমাদের এই তৃতীয় জন্মেও আমি এই শরীর গ্রহণ করিয়া তোমাদের পুত্ররূপে পুনরায় আবির্ভূত হইলাম। তোমরা ব্রহ্মভাবে বা পুত্রভাবে যে ভাবেই হউক, একবার মাত্র আমাকে চিন্তা করিলেই পরম গতিপ্রাপ্ত হইবে।—এই বলিয়াই তিনি প্রাকৃত মানব শিশুর রূপ ধারণ করিলেন। বসুদেব ভগবৎ-

প্রেরিত হইয়া সেই শিশুকে সূতিকাগৃহ হইতে লইয়া যেই বহির্গত হইলেন, অমনি যোগমায়া নন্দপত্নী যশোদার গর্ভ হইতে কন্যারূপে ভূমিষ্ঠা হইলেন। সেই যোগমায়ার প্রভাবে দ্বারপালগণের সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত হইল, বসুদেবের শৃঙ্খল ও দ্বারসমূহের সুদৃঢ় লৌহকীলকসকল স্বতঃই উন্মুক্ত হইয়া গেল। শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেব যখন বাহিরে আসিলেন, তখন মেঘ সকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন ও বর্ষণ করিতেছিল, অনন্তদেব স্বীয় ফণা বিস্তার করিয়া সেই বারিপাত নিবারণ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন। প্রবল জলরাশিপূর্ণা ও উত্তালতরঙ্গ-ফেনিলা যমুনা বসুদেবকে যাইবার পথ করিয়া দিলেন। বসুদেব নন্দব্রজে উপনীত হইয়া দেখিলেন, গোপগণ সকলেই ঘোর নিদ্রামগ্ন। তিনি নিজ শিশুকে যশোদার শয্যায় রাখিয়া যশোদার সদ্যোজাতা কন্যাকে লইয়া চলিয়া আসিলেম। লুপ্ত-সংজ্ঞা যশোদা তাঁহার পুত্র কি কন্যা জন্মিল জানিতেও পারিলেন না। বসুদেব মথুরায় ফিরিয়া সেই কন্যাকে দেবকীর শয্যায় রাখিয়া আপনাকে পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলিত করিলেন। দ্বার সমূহ পুনঃ স্বতঃই অর্গলিত হইয়া গেল।

এদিকে বাল-ধ্বনি শুনিয়া সহসা নিদ্রোত্থিত দ্বারপালগণ কংসকে সংবাদ দিল এবং কংস তৎক্ষণাৎ আসিয়া ঐ সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। দেবকী বলিলেন, এই কন্যা হইতে তোমার কি আশঙ্কার কারণ ঘটিতে পারে? তুমি আমার এতগুলি পুত্র লইয়াছ, এই শিশুটী আমাকে দান কর। কিন্তু নিষ্ঠুর কংস রোরুদ্যমানা দেবকীর আর্ত্তিতে কর্ণক্ষেপ করিল না, বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া ঐ কন্যাকে সজোরে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। তখন ঐ কন্যা আকাশমার্গে উত্থিতা হইয়া সশস্ত্রা ও সাভরণা গন্ধর্ব্বচারণস্তুতা অষ্টভুজা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন,—

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্ব বা পূর্ব্বশত্রু মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা॥ ১০।৪।১২

—রে মন্দ, আমাকে বধ করিয়া আর কি হইবে, তোমার পূর্ব্বশত্রু তোমার অন্তক হইয়া কোনও স্থানে জন্মিয়াছে, বৃথা অন্য বালকগুলিকে বধ করিও না।

কংস এই বাণী শুনিয়া পরম বিস্মিত ও আত্মস্থ হইয়া বসুদেব ও দেবকীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিল এবং নিকটে আনাইয়া বিনয়াবনত হইয়া বলিল, হে ভগিনী, হে ভগিনীপতি, দৈববাণী যে মিথ্যা হয় তাহা আমি জানিতাম না, তাই আমি রাক্ষসের ন্যায় তোমাদের এতগুলি সন্তান বিনাশ করিয়াছি ও জ্ঞাতি সুহৃৎ ত্যাগ করিয়াছি। আমি দেহান্তে কোন্ গর্হিত লোকে যাইব, জানিনা। তোমরা শোক করিও না, প্রাণিগণ স্বকর্ম্মফলভুক্ অথচ দৈবাধীন। ভূত সমূহের ন্যায় আত্মা মরণশীল নহে। তোমরা সাধু ও দীনবৎসল, আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর — এই বলিয়া কংস তাঁহাদের চরণ ধারণ করিল। দেবকী অনুতপ্ত ভ্রাতাকে ক্ষমা করিলেন এবং বসুদেবও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, রাজন্, আপনি যাহা বলিলেন, সকলই সত্য—

অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্বপরেতি ভিদা যতঃ॥ ১০।৪ ২৬

—দেহিদিগের অহংভাব এবং আপন ও পরভাব অজ্ঞান হইতেই হয়।

কংস চলিয়া গেল। পরদিন সে মন্ত্রীগণকে আহ্বান করিয়া আকাশপথে উচ্চারিত যোগমায়ার বাণী তাহাদিগকে জানাইল। তাহারা বলিল, হে ভোজপতি, তবে আমরা অদ্যই তৎকালজাত সমস্ত শিশুগণকে বধ করি। দেবতারা সমরভীরু, যুদ্ধে পলায়নপর, বিষ্ণু গুপ্তস্থলে ও শিব বনে বাস করে, ইন্দ্র অল্পবীর্য্য, ব্রহ্মা ত তপস্যাতেই ব্যস্ত—উহারা কি করিবে? শত্রু বদ্ধমূল না হইতেই তাহাকে উৎপাটন করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণু ধর্ম্মের মূল ও ঋষিগণ ধর্ম্মের যাজক, সুতরাং আমরা শ্রাদ্ধাদি সমস্ত ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি, ঋষিগণসহ বিনাশ করিব।—কালপাশবদ্ধ সেই অসুর কংস তখন এই পরামর্শই গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র সাধুজনের হিংসার্থ আদেশ প্রদান করিল।—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ১০।৪।৩৬

—সাধুদিগের প্রতি দুর্ব্যবহার পুরুষের আয়ু শ্রী যশ ধর্ম্ম স্বর্গাদি লোক, নিজ কল্যাণ, এ সকলই নষ্ট করে।

৫—১০ অধ্যায়

বসুদেব, পূতনা, শকট, তৃণাবর্ত্ত, গর্গ, দামবন্ধন, যমলার্জ্জুন

এদিকে মহামনা নন্দ মহাহর্ষে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া পিতৃদেবার্চ্চনাদি দ্বারা পুত্রের জাতকর্ম্মাদি করাইলেন, এবং তদুপলক্ষে বহু ধেনু রত্নাদি দান করিলেন। সমস্ত গোব্রজের দ্বার অঙ্গনাদি মাল্য পল্লব তোরণে ভূষিত হইল, নানাভরণভূষিত গোপগোপীগণ বহু উপায়ন লইয়া নবজাত শিশুকে দর্শন করিতে আসিল এবং তৈল জল হরিদ্রাচূর্ণ সেচন করিতে করিতে 'চিরজীবী হও' বলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ ও শ্রীভগবানের গুণগান করিতে লাগিল। গোপগণ আনন্দে পুলকিত হইয়া পরস্পরের গাত্রে দধি ক্ষীর ঘৃতাদি সেচন ও পথ সকল নবনীত দ্বারা লেপন করিয়া পরস্পরকে তাহাতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। রোহিণীদেবীও দিব্য মাল্যবসনভূষিতা হইয়া নানা কার্য্যব্যপদেশে সেই উৎসবক্ষেত্রে আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নন্দ সমাগত অতিথিগণকে নানা উপহার দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলেন।—কিয়ৎকাল পর নন্দ কংসকে বার্ষিক কর দেওয়ার জন্য মথুরায় আসিলেন, এবং বসুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহা দ্বারা মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। বসুদেব পুত্রলাভ জন্য নন্দকে অভিনন্দিত করিলেন এবং নিজ পুত্র বলদেবের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দও বসুদেবের মৃত পুত্রগণ ও কন্যার জন্য তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—

অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি॥ ১০।৫।৩০

—যিনি অদৃষ্টকে সুখ ও দুঃখের কারণ বলিয়া জানেন, তিনি কখনও মোহাভিভূত হন না।

তৎপর বসুদেব বলিলেন, ভ্রাতঃ, শুনিলাম তোমার ব্রজে নানা উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। রাজাকে তোমার কর দেওয়াও হইয়া

গিয়াছে, সুতরাং এখানে আর বিলম্ব করা সঙ্গত মনে হয় না। নন্দ ইহা শুনিয়া সত্বর বৃষবাহ্য শকটারোহণে গোকুলে যাত্রা করিলেন। বসুদেবের কথায় একটু বিমনা হইয়া নন্দ শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে করিতে পথে চলিতে লাগিলেন।

এদিকে কংসপ্রেরিতা পূতনা নাম্নী এক রাক্ষসী তখন বহু শিশু বধ করিয়া নন্দব্রজে বিচরণ করিতেছিল। একদা সে সুসজ্জিতা নারীর রূপ ধারণ করিয়া নবজাত শিশুকে দেখিবার ছলে নন্দগৃহে প্রবেশ করিল। রোহিণী ও যশোদা তাহার প্রভায় চমকিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। শয্যায় শায়িত শিশুরূপী ভগবান্ তাহাকে দেখিয়া নয়ন নিমীলিত করিলেন, এবং পথিক যেমন রজ্জুভ্রমে বিষধর সর্পকে তুলিয়া লয়, পূতনা সেইরূপ ঐ শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া স্বীয় বিষলিপ্ত স্তন তাহার মুখে দিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তখন রোষে দুই হস্তে তাহার ঐ স্তন সবলে নিপীড়িত করিয়া পূতনার প্রাণের সহিত তাহা পান করিতে লাগিলেন! সেই রাক্ষসী 'ছাড়্ ছাড়্' চীৎকারে চক্ষুর্দ্বয় বিকৃত ও হস্তপদ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে নিজ রূপ ধারণ করিয়া গতাসু হইল। গোপীগণ পূতনার বক্ষ হইতে নির্ভয়ে ক্রীড়ারত সেই শিশুকে উদ্ধার করিয়া আনিল এবং বিষ্ণু স্মরণ করিয়া প্রচলিত ক্রিয়াদি দ্বারা শিশুর রক্ষাবিধান করিল। নন্দাদি গোপগণ পুরপ্রবেশ করিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইল এবং নন্দ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। গোপগণ পূতনার বিশাল দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল। সেই চিতার ধূম হইতে একটী সুগন্ধি উত্থিত হইয়া ব্রজবাসিগণকে বিস্মিত করিল। রাজন্, পূতনা হত্যাকামী রাক্ষসী হইলেও শ্রীভগবান্‌কে স্তন্যদান করায় এবং তাঁহার সর্ব্বলোকবন্দিত পদস্পর্শ লাভ করায় তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, সে জননীর তুল্য গতি প্রাপ্ত হইল।

রাজা পরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীহরির কর্ম্ম ও চরিত কথা শুনিলে

বিষয়কামনা দূর হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং তাঁহাতে ভক্তি ও তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গে সখ্যভাব জন্মে। অতএব আপনার অনুমতি হইলে তাঁহার মনোহর বাল্যলীলা বিস্তারিত শুনিতে ইচ্ছা করি।—শুকদেব বলিলেন, রাজন্, একদা ঐ শিশুর অঙ্গ-পরিবর্ত্তন উপলক্ষে সমবেত গোপস্ত্রীগণের গীতবাদ্য ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন দ্বারা যশোদা তাঁহার অভিষেক সম্পন্ন করিলেন এবং স্নান করাইয়া তাঁহাকে একখানা শকটের নিম্নে শোয়াইয়া রাখিলেন। স্তন্যার্থী বালক রোদন করিতে করিতে সহসা চরণদ্বয় ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। ঐ শকটখানা উল্টাইয়া পড়িয়া গেল, উহার জোয়াল সম্পূর্ণ ভগ্ন হইল, এবং নিকটস্থ নানা রসপূর্ণ পাত্র সকল বিধ্বস্ত হইয়া গেল। পুত্রবৎসলা যশোদা ভাবিলেন, ইহা নিশ্চয় কোন দুষ্ট গ্রহের কার্য্য, এই আশঙ্কায় স্বস্ত্যয়নাদি বিহিত কর্ম্ম করাইয়া শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া স্তন্যদানে শান্ত করিলেন।—অপর একদিন নন্দপত্নী শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া আকস্মিক গুরু-ভারে অতিশয় পীড়িতা হইলেন এবং পুনরায় চিন্তাকুল হইয়া ঐরূপ শান্তিক্রিয়াদি করাইলেন। আবার একদিন শিশু বসিয়া আছেন, এমন সময় কংসপ্রেরিত তৃণাবর্ত্ত নামে এক দৈত্য সহসা আসিয়া ভীষণ শব্দে ধূলিপটলে আকাশমার্গ আচ্ছন্ন ও সকলের দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়া ঐ শিশুকে সবলে তুলিয়া লইয়া গেল। ধূলিবর্ষণে দৃষ্টিহীন যশোদা মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় ভূপতিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গোপস্ত্রীরা সেই রোদন শুনিয়া কোনক্রমে তথায় আসিল, কিন্তু শিশুকে দেখিতে পাইল না ও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এদিকে, সেই দানব বিপুল প্রস্তরস্তূপ বহনের ন্যায় বিষম ভারগ্রস্ত এবং ঐ শিশু কর্ত্তৃক গলদেশে গৃহীত হইয়া চলিতে অক্ষম হইল এবং উদ্‌গত-চক্ষু হইয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে গতপ্রাণ হইল। তাহার দেহ শিশুসহ শিলাতলে পতিত হইল। বিস্মিতা ব্রজপত্নীগণ দানবের বক্ষশায়িত শিশুকে ত্বরায় উদ্ধার করিয়া আনন্দধ্বনি সহকারে যশোদার ক্রোড়ে আনিয়া

দিল।—রাজন্, আর একদিন পুত্রস্নেহে বিগলিতা হইয়া যশোদা হাস্যোজ্জ্বল মুখে শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছেন, এমন সময় ঐ শিশু মুখব্যাদান করিয়া হাই তুলিলেন, যশোদা স্থাবরজঙ্গম-জ্যোতিষ্কাদিসমন্বিত সমগ্র বিশ্ব পুত্রের মুখবিবরে বিস্তৃত দেখিয়া ভয়ে কম্পিতা ও যৎপরোনাস্তি বিস্মিতা হইলেন।

একদা বসুদেব যদুকুলের পুরোহিত মহাতপা গর্গকে নন্দব্রজে পাঠাইয়া দিলেন। নন্দ যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন, মহাত্মন্, আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তিরা গৃহীদিগের মঙ্গলের জন্যই আসেন। আপনি ব্রহ্মবিদ্, জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রণেতা, এই বালক দুইটীর সংস্কারসকল সম্পন্ন করুন। গর্গ বলিলেন, আমি যাদবগণের আচার্য্য, আমার দ্বারা ইহাদের সংস্কার হইয়াছে জানিলে দুরাচার কংস ইহাদিগকে বসুদেবপুত্র মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিবে। উভয়ে পরামর্শ করিয়া গোপনে অতি নির্জ্জন স্থানে বালকদ্বয়ের নামকরণসংস্কার নির্ব্বাহ করিলেন। রোহিণীনন্দনের নাম হইল রাম, বল এবং সঙ্কর্ষণ। গর্গ বলিলেন, নন্দ, তোমার পুত্র প্রতি যুগে শরীর ধারণ করেন, ইঁহার বর্ণ শুক্ল রক্ত ও পীত ছিল, ইদানীং 'কৃষ্ণ' হইয়াছে। ইনি পূর্ব্বে বসুদেব হইতে অন্যত্র জাত হইয়াছিলেন, এইজন্য ইনি 'বাসুদেব'। ইঁহার বহু নাম ও রূপ। ইনি গোকুলের সকল উপদ্রব দূর করিয়া তোমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। বিশেষ অবহিত হইয়া ইহার পালন করিও।- ক্রমে শিশুদ্বয় অঙ্গনে হামাগুড়ি ও পরে হাঁটিতে শিখিয়া গোবৎসগণের পুচ্ছ ধরিয়া উহাদিগকে টানিয়া ইতস্ততঃ লইয়া যাইতে লাগিল। তাহারা অত্যন্ত চঞ্চল ও বাল্যক্রীড়ায় মত্ত হইয়া উঠিল। ব্রজললনাগণ প্রায়ই আসিয়া যশোদাকে বলিতে লাগিল, তোমাদের শিশুগণ আমাদের বৎসগুলিকে যখন তখন ছাড়িয়া দেয়, তাহারা গাভীদিগের সমস্ত স্তন্য পান করিয়া ফেলে ; চুরির নানা কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বা পাত্র ছিদ্র করিয়া দধি দুগ্ধ নবনীত যা পায় লইয়া খায় ও বানরদিগকে বিলাইয়া দেয় ;

কিছু না পাইলে পাত্রাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে বা বালকদিগকে কাঁদাইয়া দিয়া চলিয়া যায় ; গৃহে অন্ধকার থাকিলে কোথা হইতে মণিরত্নাদি আনিয়া সেই আলোকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে ; ধরিতে পারিলে আমাদিগকেই 'চোর' বলে, অথবা বেণী ও বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া 'পত্নী' বলিয়া সম্বোধন করে ; সময় সময় পূজার্থ মার্জ্জিত ভূমিও অশুচি করে। তোমার কাছে ত দেখিতেছি বেশ শান্ত হইয়া বসিয়া আছে।—যশোদা এই সকল কথা শুনিয়া হাসিতেন, শ্রীকৃষ্ণকে কিছুই বলিতেন না। একদিন রাম প্রভৃতি বালকগণ কৃষ্ণকে লইয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, দেখ, দেখ, কৃষ্ণ মাটী খাইয়াছে। কৃষ্ণ বলিল, না, মা, আমি মাটী খাই নাই, বিশ্বাস না কর, এই হাঁ করিয়া দেখাইতেছি। যশোদা তখন সেই মুখবিবরে স্থাবর জঙ্গমাদি সহ তাবৎ বিশ্ব দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, একি স্বপ্ন, না দেবমায়া ? আমিই বা কি ?

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ মে যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ॥

—এই আমি, এই আমার পতি, এই আমার পুত্র, ব্রজরাজের সমস্ত বিত্তের রক্ষয়িত্রী আমি, গোপ গোপী গোধন সকলই আমার—এই কুমতি যাঁহার মায়াবশে হইয়াছে, তিনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। ১০।৮।৪২

শ্রীভগবান বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিয়া যশোদাকে প্রকৃতিস্থা করিলেন, ও তিনি প্রবৃদ্ধ স্নেহে পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন। পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্, কোন্ পুণ্যে গোপ নন্দ-যশোদা এই সৌভাগ্য লাভ করিলেন ? শুকদেব বলিলেন, ইহারা পূর্ব্ব জন্মে দ্রোণ ও ধরা নামে মহাতপস্বী ছিলেন, ব্রহ্মার বরে নন্দ ও যশোদা হইয়া জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

একদিন নন্দপত্নী দধিমন্থন করিতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণ আসিয়া ঐ দণ্ড ধরিয়া রাখিয়া তাঁহাকে মন্থন করিতে দিলেন না। মাতা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন, কিন্তু দেখিলেন চুল্লীর উপর দুগ্ধ উথলিয়া পড়িতেছে। স্তন্যপানে অতৃপ্ত

অবস্থায় সেই শিশুকে ত্রস্তভাবে নামাইয়া রাখিয়া তিনি চুল্লীর নিকট গেলেন। তাহাতে বালকের ক্রোধ হইল, সে একটী শিলাখণ্ড লইয়া দধি মন্থনের পাত্রটী চূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং গৃহের ভিতর গিয়া নবনীত আনিয়া নিজে ভক্ষণ করিল ও বানরদিগকে দিল। গৃহিণী ফিরিয়া আসিয়া ইহা দেখিয়া যষ্টি হস্তে বালকের দিকে আসিতে লাগিলেন, বালকও দ্রুত উদূখল হইতে নামিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। যশোদা পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। রাজন্,—

গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ॥ ১০।৯।৯

—যোগিদের তপস্যাপ্রেরিত মন যাঁহাতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হয়, গোপী যশোদা তাঁহারই পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন।

বালক ধরা পড়িল। যশোদা লাঠি তুলিলেন, কিন্তু শিশুকে ভীত দেখিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া রজ্জু দ্বারা তাহাকে উদূখলের সঙ্গে বাঁধিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন,

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ ১০।৯।১৩, ১৪

—যাঁহার অন্তর বাহির পূর্ব্ব পর কিছুই নাই, যিনি স্বয়ংই অন্তর বাহির পূর্ব্ব পর এবং জগতের স্বরূপ, মানবমূর্ত্তিধারী অব্যক্ত সেই পুত্রকে গোপিকা প্রাকৃতের মতন রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন।

কিন্তু বন্ধন করিতে গিয়া রজ্জু দুই আঙ্গুল ছোট হইয়া গেল। অন্য রজ্জু যোগ করিলেন, তাহাও দুই আঙ্গুল ছোট হইল, তারপর আরও রজ্জু আনিলেন, তাহাও ঐরূপ দুই আঙ্গুল ছোট হইল। মাতা বিস্মিতা হইলেন, পুরবাসিনীগণও কৌতুক পাইয়া হাসিতে লাগিল। তখন,—

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে॥ ১০।৯।১৮

—মাতাকে শ্রান্তা ঘর্ম্মাক্তা এবং তাঁহার বেণী ও মাল্য বিক্ষিপ্ত দেখিয়া কৃষ্ণ কৃপা করিয়া নিজেই বন্ধনস্থ হইলেন।

বিশ্ব যাঁহার বশ, তিনিও ভক্তের বশ, শ্রীভগবান্ ইহাই দেখাইলেন। ব্রহ্মা শঙ্কর এমন কি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও মা যশোদার ন্যায় এরূপ কৃপালাভে সমর্থ হন নাই।—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ১০।২১

—ভগবান্ গোপিকানন্দন ভক্তিমানদের পক্ষে যেমন সুখলভ্য, আত্ম-স্বরূপ জ্ঞানী বা যোগিদের পক্ষেও সেরূপ নহেন।

মা যশোদা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন। কৃষ্ণ তখন দুইটী অর্জ্জুন বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে ইহারা পূর্ব্বে কুবেরপুত্র দুইটি গুহ্যক ছিল।

পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, ইহারা কে, এবং কি জন্য বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইল? শুকদেব বলিলেন, রাজন্, ইহারা রুদ্রের অনুচর হইয়া অত্যন্ত দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একদিন মদিরাপানে মত্ত ও বহু যুবতীপরিবৃত হইয়া কৈলাসপর্ব্বতবাহী মন্দাকিনীর জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জলক্রীড়ায় মত্ত হইল। দেবর্ষি নারদ তখন সেই পথে যাইতেছিলেন। স্ত্রীগণ তাঁহাকে দেখিয়া ত্রস্তা হইয়া বসন পরিধান করিল, কিন্তু ঐ দুই গুহ্যক বিবস্ত্র হইয়াই রহিল। দেবর্ষি নারদ ভাবিলেন, ইহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া এরূপ করিতেছে, অতএব দ্রারিদ্র্যই ইহার প্রতিকার, ইহারা স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হউক, কিন্তু ইহাদের স্মৃতি অটুট থাকিবে, এবং বাসুদেবের সান্নিধ্য পাইয়া ভক্তি লাভ করিবে। তাহারা তৎক্ষণাৎ দুইটী একত্র অবস্থিত অর্জ্জুনবৃক্ষরূপে গোকুলে উদ্ভূত হইল। এক্ষণে দামবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ঐ বৃক্ষদ্বয়ের দিকে উদূখল সহ ধাবিত হইয়া উদূখলকে সবেগে আকর্ষণ করিলেন। বৃক্ষ দুইটী স্কন্ধ-শাখা-পত্রাদিসহ কাঁপিতে কাঁপিতে প্রচণ্ড শব্দ করিয়া ভূপতিত হইল, এবং ঐ গুহ্যকদ্বয় প্রদাপ্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৃক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন এবং বলিলেন—

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্॥

—ভগবন্, আমাদের বাক্য যেন আপনার গুণ-কথনে, শ্রবণ যেন আপনার কথায়, হস্ত যেন আপনার কর্ম্মে, মন যেন আপনার পদযুগলের স্মরণে, মস্তক যেন আপনার নিবাস স্বরূপ জগতের প্রণামে এবং দৃষ্টি যেন আপনারই মূর্ত্তিস্বরূপ সাধুগণের দর্শনে নিযুক্ত থাকে। ১০।১০।৩৮

উদূখলবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমরা দেবর্ষি নারদের কৃপায় ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়াছিলে, এক্ষণে গৃহে গমন কর, আমার প্রতি তোমাদের ভক্তি স্থির থাকিবে।

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা॥ ১০।১০।৪১

—যাহারা সাধু, মানাপমান তুল্য মনে করে, সুতরাং আমাগতচিত্ত, তাহাদের দর্শনে জীবের সকল বন্ধন দূর হয়, যেমন সূর্য্যদর্শনে অন্ধকারাবৃত চক্ষুর দৃষ্টির বাধা দূর হয়।

তাঁহারা শ্রীভগবানকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন। নন্দাদি গোপগণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে আকস্মিক উৎপাত মনে করিয়া বালকের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন।

১১—১২ অধ্যায়

বৎসাসুর, বকাসুর, অঘাসুর, ব্রহ্মা

এইরূপে সেই গোপরূপী ভগবান্ নানাবিধ বালচেষ্টা দ্বারা ব্রজবাসিগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। রাম ও কৃষ্ণ যমুনাতীরে খেলিতে যাইতেন, দেরি দেখিলেই রোহিণী ও যশোদা কত স্তোকবাক্য বলিয়া হাতে ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া আনিতেন।—কিন্তু মহাবন গোকুলে ক্রমে নানা উৎপাত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রাচীন গোপগণ মিলিত হইয়া মহাবন ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত ও কানন-যুক্ত গোগণের সুখসেব্য বৃন্দাবন নামক ভূমিতে গিয়া বাস করিতে সঙ্কল্প করিলেন। পরদিনই

গোপগোপীগণ সন্তান গো বৎস ও গৃহোপকরণ সমূহ নিয়া শকটারোহণে বৃন্দাবন গমন করিলেন। যমুনাতীর ও গোবর্দ্ধন গিরি দেখিয়া তাঁহাদের পরম হর্ষ জন্মিল। রাম ও কৃষ্ণ বয়স্যদের সঙ্গে অদূরে গোবৎসগণকে চারণ করিতে লাগিলেন। একদিন এক দৈত্য বৎসরূপ ধারণ করিয়া বৎসযূথমধ্যে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণ জানিতে পারিয়া ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে গিয়া তাহার লাঙ্গুলসহ উভয় চরণ ধরিয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়া দূরে এক বৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন।—আর একদিন বৎসগণকে জলপান করাইতে গিয়া গোপবালকগণ প্রকাণ্ড এক বকপক্ষীকে দেখিতে পাইল। কৃষ্ণ নিকটে আসিবামাত্র ঐ বক তাহার দীর্ঘ তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা তাঁহাকে গ্রাস করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার তালুমূল দগ্ধ হইতে লাগিল, সে তৎক্ষণাৎ ঐ বালককে উদ্‌গীর্ণ করিয়া দিল। তখনই আবার সেই ভীষণ চঞ্চু বিস্তার করিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিতে আসিল। অমনি কৃষ্ণ তাহার দুই চঞ্চু ধরিয়া তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। গোপ ও গোপীগণ বিস্মিত হইল, দেবতারা পুষ্পবর্ষণ করিলেন।—এইরূপে নানা ক্রীড়ায় রাম ও কৃষ্ণ কৌমার বয়স অতিক্রম করিলেন।

একদিন বনভোজনে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ঊষাকালে মনোহর বেণুরবে বয়স্যগণকে জাগ্রত করিলেন। তিনি বৎসপাল সহ তাহাদিগকে লইয়া বনমধ্যে নানাস্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। যাঁহার চরণধূলি বহুতপা যোগিগণেরও দুর্লভ, তিনি যাহাদের সঙ্গে সতত ক্রীড়া করিতেন, তাহাদের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব। পূতনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘ নামে এক মহাসুর সেই বনে আসিয়া বিশাল অজগরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বৎস ও গোপবালকগণসহ নিধন করার মানসে স্বীয় বদনবিবর প্রসারিত করিয়া, বনপথ রুদ্ধ করিয়া, ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিল। গোপবালকগণ কুতূহলী হইয়া হাতে তালি দিতে দিতে ঐ অজগরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ